পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 18 Wednesday, 18 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা ❋ ২ পৌষ ১৪৩১, বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২০২৬ এর আগে বাকি ১৬ লাখের বাড়িও তৈরি করে দেব, ঘোষণা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, মঙ্গলবার বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যের ১২ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেল প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা। একই সঙ্গে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে আরও একটি বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''বাকি যে ১৬ লক্ষের বাড়ি বাকি রইল, সেটাও ২০২৬ সালের আগে আমরা দু'দফায় করে দেব। আগামী বছরের মে-জুন মাসে প্রথম ৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বরে বাকি ৮ লক্ষকে বাড়ি তৈরির টাকা দেবে রাজ্য।'' এদিন বিকেলে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আবাসে ১ নম্বর থাকা সত্ত্বেও গত ৩ বছর ধরে কেন্দ্র টাকা দেয়নি, বাংলার গরিব মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তাই আমরা নিজেরাই ওই বাড়ি তৈরি করে দেব বলেছিলাম। সেই কথা রাখার কাজ শুরু হল। আমরা কথা রাখতে জানি।'' বস্তুত, আগেই লেখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা তথা বাংলার বাড়ি খাতে টাকা বড়দিনের আগেই

রাজ্যের ১২ লক্ষ পরিবারের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। হচ্ছেও তাই। ইতিমধ্যেই আবাস প্রকল্পে রাজ্যের ৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার মানুষের পাকা বাড়ি করেছে রাজ্য। বাকি ৪০ লক্ষ বাড়ি বাকি ছিল। এ'দফায় ১২ লক্ষ বাড়ি তৈরির টাকা দিচ্ছে রাজ্য। বাকি ২৮ লক্ষও যে আগামী বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এদিন তা স্পষ্ট করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন। রাজ্য সরকার তার নিজের ক্ষমতায় সম্পূর্ণ নিজের টাকায় এই বাড়ি করে দিচ্ছে।'' প্রথম কিস্তিতে ১২ লক্ষ পরিবার ৬০ হাজার টাকা পাবেন। এজন্য রাজ্যের ব্যয় হবে মোট ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা। এদিন থেকেই সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ওই টাকা। সম্প্রতি আবাসের তালিকা তৈরি নিয়ে বিস্তর গরমিলের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই নবান্নের বৈঠক থেকে ফেরদফায় তালিকা রি-চেক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তালিকা তৈরিতে স্বচ্ছতা বজায়ের জন্য যে সব ধরণের পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানিয়ে এদিন মমতা বলেন, ''২৭ হাজারের বেশি টিম ৩৫ লক্ষের বেশি বাড়িতে গিয়েছে। স্বচ্ছভাবে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২৮ লক্ষের বেশি যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। আজকে ১২ লক্ষ দেওয়া হচ্ছে।'' বস্তুত, বাংলার আবাস প্রকল্পে এ দফায় ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা ছিল রাজ্যের। এরই মধ্যে সাইক্লোন বা ঝড় বৃষ্টিতেও অনেকের বাড়ি ঘর ভেঙে গিয়েছিল। ফলে পুনরায় আবার সার্ভে করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, ''প্রাথমিকভাবে ১১ লক্ষ ছিল। কিন্তু যাদের বাড়ি ভেঙেছে তাদেরকেও আমরা এই তালিকায় নিয়েছি। ফলে মোট তালিকা হয়েছে ১২ লক্ষ।'' বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্যর পরিমাণ ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রের তরফ থেকে ৬৯টি টিম পাঠিয়ে বারে বারে সার্ভে করা হলেও বাংলার সঙ্গে যে বঞ্চনা করা হয়েছে, তাও এদিন ফের স্পষ্ট করেছেন মমতা। এও বলেছেন, ''আমরা ভিক্ষে চাই না, ন্যায্য অধিকার চাই।''

জেল থেকেই সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেফতার করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ আশঙ্কায় সত্যি হল। জেল থেকেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে গ্রেফতার করল সিবিআই। সোমবার ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। এরপরই তাঁকে গ্রেফতারের নথি আদালতে পেশ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের তরফে কাকুকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদনও জানানো হয়েছে। তবে ইডির মামলায় জামিনের সূত্র ধরে সিবিআই হেফাজতের বিরোধিতা করেন সুজয়কৃষ্ণর আইনজীবী। প্রসঙ্গত, গত ৬ ডিসেম্বর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলা থেকে জামিনে পেয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। তবে এখনও জেল মুক্তি ঘটেনি। উপরন্তু সুজয়কৃষ্ণ জামিন পাওয়ার পরই সিবিআইয়ের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারির আবেদন করা হয়। এ ব্যাপারে গত মঙ্গলবারই সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতকে এও বলেছিলেন, ''সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অলরেডি অ্যারেস্টড। তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য আমাদের অনুমতির দরকার নেই!'' তখনই বিভিন্ন মহলের তরফে ধারণা করা হয়েছিল, যে ইডি মামলায় জামিন পেলেও ফের সিবিআই তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছরের ৩০ মে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করে ইডি। এরপর থেকে বারেবারে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ভর্তি ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে। নিয়োগ দুর্নীতির জট খুলতে তাঁর ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক ভয়েজ ক্লিপিং এর সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করতে চান তদন্তকারীরা। সেজন্য আদালতে আবেদন জানান তাঁরা। পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে অনুমতি মিললেও এসএসকেএমের তরফে জানানো হয়, কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের পরীক্ষা করা যাবে না। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর অবশেষে গত ৪ জানুয়ারি জোকা ইএসআই হাসপাতালে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের 'ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট' হয়। এদিকে পাঁচ বার আদালতে সিবিআইয়ের জেরা এড়ানোয় সুজয়কৃষ্ণকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এদিন ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতেই তাঁকে গ্রেফতারের নথি আদালতে পেশ করে সিবিআই।

ধর্মতলায় ধর্নায় বসতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ চিকিৎসক সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে, সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। আর তারই অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এ জেলাসে আবেদন চিকিৎসক সংগঠনের। ৯০ দিন পেরোলেও আরজি কর কাণ্ডে চার্জশিট পেশ করতে পারেনি সিবিআই। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শুক্রবারই জামিন পেয়েছেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এরই প্রতিবাদে ডিসেম্বরের ১৭ থেকে ২৬ তারিখ ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্নায় বসবেন ডাক্তাররা। রবিবার নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংগঠনের তরফে বলা হয়, মঞ্চ বাঁধার অনুমতি চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে ই-মেল পাঠিয়েছে তারা। যদি কলকাতা পুলিশ অনুমতি না দেয় তাহলে ডাক্তাররা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে কোনও উত্তর না পেয়ে কথা মতো আদালতের দ্বারস্থ হলেন চিকিৎসকরা।

লোকসভায় 'এক দেশ এক ভোট' বিল পেশ

চরম বিরোধিতা ইন্ডিয়া'র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার লোকসভায় 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত দু'টি বিল পেশ করেছে কেন্দ্র সরকার, যার বিরুদ্ধে বিরোধীরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল সংসদের নিম্নকক্ষে এই বিলে পেশ করেন। এগুলি হল সংবিধান

(১২৯তম সংশোধনী) বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল। এই বিলে এক দেশে এক ভোট ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির ভোট একসাথে পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল এই বিল পেশ করেন। এই বিল পেশের সপক্ষে ২৬৯ সাংসদ ভোট দেন, বিপক্ষে ভোট দেন ১৯৮ জন। বিরোধী দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলগুলির মধ্যে একাত্মতা দেখা গেছে এই বিলের বিরুদ্ধে। তাদের মূল আপত্তি হল যে এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোতে আঘাত হানবে এবং এর মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কংগ্রেস, তৃণমূল ও সমাজবাদী পার্টির নেতারা দাবি করেছেন, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে বিরোধীদের মতামত এবং রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। তাদের মতে, এটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি চেষ্টা, যা রাজ্যগুলির অধিকারকে সরিয়ে নেবে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোকে আঘাত করবে, কারণ রাজ্যগুলোকে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। বিরোধীদের মতে, এই বিল পাস হলে একে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি হিসেবে দেখা হবে, যা দেশের বৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এছাড়া, ডিএমকে (দ্রাভিডিয়ান মুনেত্রা কাঝাগম) সাংসদ টিআর বালু অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রের কাছে এই বিল পেশ করার জন্য কোনও বৈধতা নেই, কারণ তাদের কাছে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে একটি সংবিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল এমন পরিস্থিতিতে পেশ করা হচ্ছে, যখন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে। এছাড়া, মিম (মজলিস-এ-ইত্তেহাদ-এ-ইসলামি) সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''এই ধরনের বিল দেশের একতা ও সংহতির ক্ষতি করতে পারে, এবং রাজ্যগুলির ক্ষমতাকে সংকুচিত করবে।'' বিরোধী দলের নেতারা আরও যুক্তি দেন, এটি দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন আনবে, যা দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের মতে, এই প্রস্তাব দেশকে একধরনের একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যেখানে রাজ্যগুলির ভূমিকা এবং স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই বিলের পক্ষে বিজেপি এবং তার মিত্ররা যুক্তি দিয়েছেন যে, এক দেশে এক ভোট ব্যবস্থা দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে, এবং সরকারের কাজকর্মের মধ্যে সঙ্গতি আনবে। তবে বিরোধীরা এই যুক্তির সাথে একমত নন, এবং তারা দাবি করছেন যে এই বিল ভারতের সাংবিধানিক ঐতিহ্য এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পাল্টা জবাবে বিজেপির তরফে আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল বলেন, ''রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক দেশ, এক নির্বাচনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষমতায় কোনও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না।'' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান এই বিল আলোচনার জন্য সংসদীয় প্যানেলে পাঠানো হবে। তিনি বলেন, ''যখন এক দেশ, এক নির্বাচন বিল ক্যাবিনেটে পেশ করা হয়স তখন প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন যে এটা সংসদীয় যুগ্ম কমিটিতে পাঠানো উচিত। প্রতিটি স্তরে এই বিল নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।'' সবশেষে, এই বিলের পেশে বিরোধীদের হইচই অব্যাহত ছিল। লোকসভায় এই বিল পেশ করার পর থেকেই সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিরোধীরা এর মাধ্যমে সংবিধানের মূল কাঠামো ও রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন সুরক্ষিত রাখার দাবি জানিয়েছে, এবং এই বিলে যে সংকট তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে সতর্ক করেছে।

পার্থদের জামিনের শুনানি শেষ, স্থগিত রায়দান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জামিনের আবেদন। মঙ্গলবার প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ পাঁচজনের জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে। এদিন রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি। শেষ শুনানিতেও পার্থদের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী তত্ত্ব তুলে ধরে সওয়াল করে সিবিআই। অন্যদিকে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, আর কতদিন ধরে তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই? নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং অশোক কুমার সাহার জামিনের আবেদনের মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জামিন চেয়ে অভিযুক্ত পাঁচজন আবেদন করেন। এর আগে পাঁচ অভিযুক্তের জামিনের আবেদনের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন বিচারপতি অরিজি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। জামিনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জামিনের আবেদন খারিজ করেন বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। এরপর মামলা যায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর তৃতীয় বেঞ্চে। এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে শেষ শুনানিতে সিবিআই বলে, ''পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। এই পাঁচজন এখনও প্রভাবশালী।'' সিবিআই আরও যুক্তি দেয়, ''বয়স হলেই ছাড়া পেয়ে যাবেন, এমন তো নয়। শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িত এই পাঁচজন। যার প্রভাব পড়ে সমাজে।''

গরমে মাত্র ৯ দিন আর পুজোয় ২৫ দিনের ছুটি! পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন শিক্ষক সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ প্রকাশিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আগামী বর্ষের ক্যালেন্ডার। তাতে গরমের জন্য মাত্র ৯দিন ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ দুর্গাপুজোর জন্য ২৫ দিন ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। যা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলল শিক্ষক সংগঠন। প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন দ্য অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেস (এএসএফএইচএম) এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, ''রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার পরিপন্থী। পর্ষদের প্রকাশিত ক্যালেন্ডার থেকে স্পষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের কথা মাথায় রাখা হয়নি।'' নিজের দাবির স্বপক্ষে চন্দনবাবু বলেন, ''আমাদের রাজ্য মূলত গ্রীষ্মপ্রধান। পুজোর সময় এই গরমটা থাকে না। বরং গরমের সময় রাজ্য যে ছুটিটা দিতে বাধ্য হয়, তাতে পুজোর ছুটি কমানো উচিত ছিল। কারণ, মাসের পর মাস ক্লাস বন্ধ রাখার ফলে সিলেবাস শেষ করতে বেগ পেতে হয়।'' একই প্রশ্ন উঠছে অভিভাবকদের অন্দর থেকেও। অভিভাবিকা তনুরিমা কুণ্ডুর কথায়, ''কেন্দ্রের স্কুলগুলিতে গরমে দেড় থেকে দুমাস ছুটি থাকে। অথচ আমাদের রাজ্যে পরিকল্পনার অভাবে মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ থাকে। এই অব্যবস্থা বা পরিকল্পনার অভাব, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। শিক্ষা দফতর এটা না ভাবলে কে ভাববে? কীসের স্বার্থে কেন বারে বারে এই অব্যবস্থা বছরের পর বছর চলছে?'' পর্ষদের ছুটির তালিকা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে জনমানসেও। যদিও এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

সব বাঙালিকে 'বাংলাদেশি' বলেছেন হাওড়া মেট্রোর কর্মী! অভিযোগে উত্তাল স্টেশন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ ডিসেম্বরঃ বাংলায় গুগল পে ব্যবহার করে মার খেয়েছিলেন ব্যবসায়ী। এবার বাংলায় টিকিট চাওয়ায় হাওড়া মেট্রোয় হেনস্তার শিকার যাত্রীরা। অবাঙালি মেট্রো কর্মীর দাবি, সব বাঙালিই বাংলাদেশি। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার মেট্রো স্টেশনেই উঠল 'জয় বাংলা'

স্লোগান। এদিকে অভিযোগ পাওয়া মাত্র অভিযুক্ত মেট্রো কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল কর্তৃপক্ষ। সোশাল মিডিয়ার পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, এদিন এক যাত্রী টিকিট কাটতে গিয়ে বাংলায় কথা বলেন। সঙ্গে আপত্তি করেন ওই মেট্রো কর্মী। এরপরই বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে কটাক্ষ করেন বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে সরব হন নিত্যযাত্রীরা। জয় বাংলা স্লোগান তোলেন তাঁরা। এক যাত্রীর অভিযোগ, ওই কর্মী ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। বাঙালি নন। তিনি বাংলার মাটিতে চাকরি করে, এখানে অফিসে বসে বাঙালি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। এরপরই মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। তারপরই কড়া পদক্ষেপ করে কর্তৃপক্ষ। একদিনের জন্য তাঁকে সরানো হয়েছে। শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্তও। তবে পরপর দুটো 'ভাষা সন্ত্রাসের' ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাওড়া মেট্রোর ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলা পক্ষ-র গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বহিরাগতদের দ্বারা বাঙালি সাম্প্রতিককালে তার ভাষার কারণে, বাঙালি হওয়ার কারণে আক্রান্ত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে। এরকম ঘটনা রোজ ঘটে। এই ভিডিওতে এসেছে মাত্র। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।'' তাঁর আরও বক্তব্য, ''পশ্চিমবঙ্গে হিন্দিভাষী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের একাংশ চরম বাঙালি বিদ্বেষী আচরণ করে চলেছে গত কয়েক বছর ধরে।'' এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রশ্ন, ''বিহারে রেল কর্মীরা প্রায় সকলেই বিহারী। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে রেল ও মেট্রোতে কেন বাঙালি কর্মী থাকবে না?'' কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপিকে নিশানা করে গর্গর প্রশ্ন, কেন্দ্র কি পশ্চিমবঙ্গকে উপনিবেশ মনে করে? আমরা কি ব্রিটিশ আমলে বাস করছি?''

প্রিয়াঙ্কার ব্যাগে কাল ছিল প্যালেস্তাইন, আজ বাংলাদেশ! স্টাইল স্টেটমেন্টেই প্রতিবাদ নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। নতুন সাংসদ হয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অধিবেশনে পা রাখতেই অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ করে চলেছেন। গতকাল, সোমবারই প্রিয়াঙ্কা সকলের নজর কেড়েছিলেন প্যালেস্তাইনের ব্যাগ নিয়ে। যা নিয়ে খোঁচাও খেয়েছেন বিস্তর। আজ তাঁকে দেখা গেল বাংলাদেশের ব্যাগ নিয়ে। যার এক পাশে লেখা, 'জাস্টিস ফর বাংলাদেশ।' অন্য দিকে, 'বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টানদের পাশে দাঁড়ান'। প্রতিদিন নিত্যনতুন ব্যাগের মাধ্যমেই বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি। তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্টই যেন এখন প্রতিবাদের ভাষা। শুধু প্রিয়ঙ্কা একা নন, কংগ্রেসের অন্যান্য সাংসদদের হাতেও এই ব্যাগ দেখা যায়। সংসদের বাইরে তাঁরা এই ব্যাগ ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানান। বিজয় দিবসের দিনও লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। বলেছিলেন 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে এই সরকারের আওয়াজ তোলা উচিত। বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত এবং অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।' সোমবার, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ।

বউ পেটালেও স্বামীর 'বান্ধবীর' বিরুদ্ধে বধূনির্যাতন মামলা নয়। সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ বধূ নির্যাতন বিরোধী আইন নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতের। স্বামীর লিভ-ইন-পার্টনার কিংবা বান্ধবী, কখনওই ধারা ৪৯৮ (ক) এর আওতায় পড়বে না বলেই জানাল শীর্ষ আদালত। ২০১৯ সালের একটি মামলার ভিত্তিতে এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। স্বামীর আচরণে বদল, সেই থেকে মনে জন্মে ছিল সন্দেহ। তারপর খোঁজ করতেই বেরিয়ে এল পরকীয়ার সম্পর্ক। অন্য এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, আর তা নিয়ে প্রশ্ন ছুড়তেই শুরু হল অত্যাচার, এমনটাই অভিযোগ স্ত্রীর। শারীরিক ও মানসিক ভাবে নাকি স্ত্রীয়ের উপর অত্যাচার চালাতেন স্বামী ও তাঁর বান্ধবী। এই ঘটনার ভিত্তিতে কর্নাটক হাইকোর্টে ২০১৯ সালে ধারা ৪৯৮ (ক)এর আওতায় দায়ের করা হয় বধূ নির্যাতনের মামলা। তবে এখানেই পড়েনি বাঁধ। কর্নাটকের আদালত থেকে জল গড়ায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। স্ত্রীয়ের করা মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে দারস্থ হন স্বামীর বান্ধবী। শুরু হয় শুনানি। কেন তাঁর বিরুদ্ধে বধু নির্যাতনের ধারায় মামলা করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গেও প্রশ্ন ছোড়েন তিনি। এদিন সেই মামলার ভিত্তিতেই রায় প্রদান করে সুপ্রিম কোর্ট। জানায়, ধারা ৪৯৮এর আওতায় কখনওই স্বামীর বান্ধবীর নাম দায়ের করা যায় না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, ধারা ৪৯৮(ক) বিবাহিত মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা থেকে রক্ষা করে থাকে। স্বামী ও তার পরিবার, আত্মীয়দের হেনস্থা থেকে মহিলাকে মুক্তি দেওয়ার কাজই করে থাকে এই আইন।

'বাংলাদেশিদের ছেড়ে দাও', আটকে থাকা ভারতের ৯৫ জন মৎস্যজীবী ফিরছেন, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ জলসীমা লঙ্ঘন করার অপরাধে সম্প্রতি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। বাকি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। একসঙ্গে এতজন মৎস্যজীবী গ্রেফতার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। আর এবার এইসকল মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরাতে এগিয়ে আসল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগে কী হত, মৎস্যজীবীরা হারিয়ে যেতেন। পথ খুঁজে পেতেন না। আমরা ভাবতাম যে কোথায় গেল, কী হল। বাড়ির লোকজন ভাবতেন যে মৃত্যু হয়েছে নাকি। কিন্তু আমরা এখন একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করে দিয়েছি। তাতে আমরা ধরতে পারি যে তাঁরা কোথায় আছেন। আমাদের যে ৯৫ জন বাংলাদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি।'' সেইসঙ্গে তিনি জানান, পরিবারকে জানিয়ে দিতে যে কাল-পরশুর মধ্যে মৎস্যজীবীরা ফিরে আসবেন। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন যে

''বাংলাদেশের যারা আটকে আছে, তাদের ছেড়ে দাও। আর আমাদের ভারতীয়রা যারা আটকে আছে, তাদেরও ছাড়িয়ে দাও।'' কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গত জুলাই মাস থেকে অস্থির হয়েছে বাংলাদেশ। তারপর গত ৫ আগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। মাঝখানে কিছুদিন থেমে থাকলেও সম্প্রতি ফের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেংদ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। গ্রেফতারের পরেই পরিবারগুলি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আর্জি জানিয়েছিল তাদের পরিবার। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়টি পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের কানে। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে ফোন করে বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এনিয়ে মন্টুরাম জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার পাশপাশি দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত দু মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৭৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল। তারাও সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করার অভিযোগে গত অক্টোবর মাসে প্রথমে ৩১ জন মৎস্যজীবী ও তারও কিছুদিন পরে ৪৮ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী। পরে নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে।

পাঁচদিনের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা সফরে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার থেকে শনিবার (২১ ডিসেম্বর) পর্যন্ত পাঁচদিনের অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা সফর করবেন। এই সময়ে তিনি সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলযমে থাকবেন।রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি ১৭ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের মঙ্গলগিরিতে এইমস-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ১৮ ডিসেম্বর তিনি সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলযমে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। ২০ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি সেকেন্দ্রাবাদের ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট কলেজে প্রেসিডেন্টস কালার প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি নিলয়মে রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক এবং শিক্ষাবিদদের সম্মানে আয়োজিত এক সভায় যোগ দেবেন বলেও জানা গেছে।

পরিবেশবিদ তুলসী গৌড়ার প্রযাণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃকর্ণাটকের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত তুলসী গৌড়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তুলসী গৌড়া জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি প্রকৃতি পালন, হাজার হাজার বৃক্ষচারা রোপণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর জীবন উসর্গ করেছিলেন। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন। পরিবেশ রক্ষায় তাঁর অবদান আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

বৃহস্পতিবার জন্মদিন রিকি পন্টি ংয়ের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ রিকি টমাস পন্টিং একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কোচ এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়। ১৯৭৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর জন্ম তাঁর। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক।৩২৪ ম্যাচে ২২০টি জয়ের শতাংশ ৬৭.৯১।শচীন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলির পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সেঞ্চুরি করেছেন । ১৯৯৯, ২০০৩ এবং ২০০৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ২০০৬ এবং ২০০৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সহ পুরুষদের ক্রিকেটে একজন অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতার রেকর্ড তাঁর রয়েছে। পরিসংখ্যানগতভাবে তিনি ৭৭ টেস্টে ৪৮টি জয় সহ সর্বকালের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়কদের একজন। একজন খেলোয়াড় হিসেবে পন্টিং ইতিহাসের একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ১০০টি টেস্ট জয়ের সাথে জড়িত ছিলেন এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে জয়ের সাথে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে ২৬২টি জয় রয়েছে। ১৬০ টিরও বেশি টেস্ট এবং ৩৭০টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক পন্টিংকে ২০১৭ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জরিপে ক্রিকেটার অফ দ্য ডিকেড ২০০০ নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ২০১৮ সালে তিনি আইসিসি হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন।২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ছিল তাঁর শেষ টেস্ট । এই টেস্ট খেলেই পন্টিং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করেন।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সংস্কার ভারতীঃসুনীল আম্বেকর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় এবং পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সংস্কার ভারতী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্কার ভারতীর কাজের প্রশংসা করে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, নর্তেশ্বর শিবকে কেন্দ্রায়িত এই ধরনের আয়োজন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশালতার অনন্য উদাহরণ। তিনি বলেন, শিল্পীরা যেভাবে নর্তেশ্বরের মূর্তি এঁকেছেন তা দেখার মতো।রবিবার কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবর্ষ মিলনায়তনে ভারতীয়.সংস্কৃতি ও বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আযোজিত নর্তেশ্বর নৃত্য উৎসব এবং নর্তেশ্বর চিত্র প্রদর্শনীর দুর্দান্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুনীল আম্বেকর। 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি কেন্দ্র'-র সহযোগিতায় 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত)' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।এই অনুষ্ঠানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এর গভীর রহস্য বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরতে সংস্কার ভারতী বৃহ পরিসরে কাজ করছে। এই ধরনের আয়োজন এমনিতেই অনন্য। তিনি নর্তেশ্বর শিবের অপূর্ব মূর্তি চিত্রিত করার জন্য শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে তাদের সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নর্তেশ্বর শিবের উপস্থাপনা এবং তার গুরুত্ব। শিবের এই মূর্তিটি, যা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে একটি অনন্য স্থান ধারণ করে, সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের ত্রিবিধ সংমিশ্রণের প্রতীক। বাংলায়, শিবকে 'নর্তেশ্বর' হিসাবে পূজিত করা হয়, যিনি আনন্দময় নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি ও ধ্বংসের শক্তিকে প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে 'সংস্কৃতির আদিপুরুষঃনর্তেশ্বর' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। 'সংস্কার ভারতী'-র শিল্প ও ঐতিহ্য বিভাগ নিবিড় গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বইটি তৈরি করেছে। এই গ্রন্থে নর্তেশ্বর শিবের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 'পূর্বাঞ্চল কালচার সেন্টার', 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম', 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ' এবং 'ইন্ডিয়ান কালচারাল ট্রাস্ট' বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর, পূর্বাচল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক ড. আশিস গিরি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এবং ভারতীয় জাদুঘরের সহ-পরিচালক ডঃ সায়ান ভট্টাচার্য। এছাড়াও, মঞ্চে ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বিদুষী বিম্ববতী দেবী (মণিপুরি নৃত্য) এবং বিদুষী পারমিতা মৈত্র (কত্থক নৃত্য)।চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীতে শিল্পপ্রেমীদের ব্যাপক ভিড়অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আযোজিত নর্তেশ্বর চিত্র প্রদর্শনী শিল্পীদের আকৃষ্ট করে। এই প্রদর্শনীতে দেশব্যাপী ১৫ জন স্বনামধন্য শিল্পী নর্তেশ্বর শিবের উপর ভিত্তি করে চিত্র প্রস্তুত করেন। এই প্রথম বাংলায় এত বড় পরিসরে শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলা প্রদর্শন করলেন। এই চিত্রগুলি নর্তেশ্বর শিবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক গভীরতাকে জীবন্ত করে তুলেছিল। সংস্কার ভারতীর ভিজ্যুয়াল আর্টস বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি আগামী প্রজন্মকে বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল। অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করে - অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্কার ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ)-র কার্যনির্বাহী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য বলেছেন, এই অনুষ্ঠানটি বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু স্থানীয় সংস্কৃতিরই প্রসার ঘটাবে না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি দেবে।

এখনো বড়ো চাষের ক্যানেলর জল বন্টন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি অনিশ্চয়তায় বর্ধমানের চাষিরা

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃ নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ, তবুও বোরো চাষের জল নিয়ে কোন বৈঠক না হওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের চাষীরা। ডিভিসি থেকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব তুলে নেওয়ার জন্যই কি এখনও বোরো ও রবি চাষে ডিভিসির জল ছা।া নিয়ে কোনো প্রশাসনিক বৈঠক হচ্ছে না।পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিভিসির জলে সেচসেবিত এলাকার চাষীরা তাই এখন জেলা প্রশাসনের বৈঠকের অপেক্ষায় আছেন।ভ ভসাধারণত আমনের ধান কাটা শেষ হতে না হতেই পরবর্তী রবিচাষের পাশাপাশি বোরো চাষের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন চাষীরা।বীজতলা করার শুরু করেছে অনেক।ক্যানেলের জল নির্ভর চাষীরা অনিশ্চয়তায় রয়েছে।সময় পেরিয়ে যাচ্ছে ।কিন্তু জেলার যে সমস্ত এলাকায় কেবলমাত্র ডিভিসির জলেই চাষ হয় সেই সমস্ত এলাকার চাষীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে আছেন কবে থেকে ডিভিসির জল ছা।ার ঘোষণা হবে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, এখনও পর্যন্ত ডিভিশনাল কমিশনারের অফিস থেকে বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।এখানে উল্লেখ্য গতবছর জল ছাড়ার বিষয়ে ৩০ নভেম্বর বৈঠক হয়েছিল। যেহেতু এবছর ডিভিসিতে রাজ্য সরকারের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাই বৈঠকের বিষয় কি হবে তা বুঝতে পারছেন না জেলা প্রশাসনের আধি কারিকরাও।ভ্ভপূর্ব বর্ধমানের গলসী ১ ও ২ ব্লক,আউশগ্রাম ১ নম্বর, ভাতার,বর্ধমান ১ ও ২ ব্লক, জামালপুর ব্লক ডিভিসির জলে বোরো ও রবি চাষে জল মেলে। তবে এক সঙ্গে সব ব্লক বা জায়গায় নয় সব বছর জল পাওয়া যায় না।ডিভিসি সাধারণত রোটেশন অনুযায়ী সেচখালে জল ছাড়ে । আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের নওয়াদা গ্রামের বাসিন্দা কৃষক অশোক ঘোষ বলেন, জল দেওয়ার বিষয়টি আগে জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হয়।জল না দেওয়া হলে আমরা সেই ভাবে রবি চাষ করবো।কিন্তু ডিভিসি জল দেবে কি দেবে না সেই বিষয়টি পরিস্কার হচ্ছে না।গলসি ২ নম্বর ব্লকের চাষী প্রবীর মণ্ডল,নটবর রায়, সুদিন ঘোষরা বলেন, কুরকুবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৮ হাজার একর পরিমাণ কৃষি জমিতে প্রায় ২০ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা জ।তি। ডিভিসির জলেই এখানে আমন ও বোরো চাষ হয়ে থাকে। এমনকি ডিভিসির জলের অভাবে ধান ছাড়া অন্য কোনো চাষও হয় না। গলসি এলাকার চাষীরা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছর এই সময়ে ডিভিসির মাধ্যমে দামোদরে যে পরিমাণ জল ছাড়া হয়, এবারে তার থেকে বেশি জল ছাড়া হচ্ছে। এর পিছনেও তাঁরা অভিসন্ধি দেখছেন। যেহেতু রাজ্য সরকার ডিভিসি থেকে প্রতিনিধিত্ব সরিয়ে নিয়েছেন তাই সেই ফাঁকে এই জল ছেড়ে দেওয়াগ হচ্ছে। যদিও কেউ কেউ এমন অভিযোগও তুলেছেন যে, এই সময় এই বেশি পরিমাণ জল ছাড়ার পিছনে বালি মাফিয়াদের হাত থাকতে পারে। যেহেতু দামোদরে ছাকনি বসিয়ে বালি তোলা নিষেধ করা হয়েছে, তাই বেশি জল ছাড়া হলে ভালো বালি (ছাকনি) পাবেন বালি মাফিয়ারা। অনেকেই মনে করছেন, এই সময় বেশি পরিমাণ জল ছাড়ার পিছনে এটাও অন্যতম কারণ হতে পারে। জেলা শাসক আয়েশা রানী এ বলেন, এখনো পর্যন্ত বৈঠকের তারিখ কিছু হয় নি।

ইসরাইলি শাসকদের গ্রেফতার করা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব

ইরান,১৭ডিসেম্বরঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নুসিরাত শিবিরসহ গাজায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের বসতি ও তাঁবুতে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর বর্বরোচিত বোমা হামলা অব্যাহত থাকায় তার নিন্দা জানিয়েছেন। হামলায় নিষ্পাপ শিশুসহ কয়েক ডজন নিরীহ ব্যক্তি শহীদ ও আহত হয়েছেন।গাজার বারিকেহ আরবান ডিফেন্স ইনস্টিটিউশনের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল রোববার রাতে ঘোষণা করেছেন যে গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের অন্তত চারটি স্কুল এবং আশ্রয়কেন্দ্র দখলদার ইহুদিবাদী সেনাবাহিনী হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় ৫০ জনের বেশি নিরিহ ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন।পার্সটুডে-এর মতে, ইহুদিবাদীদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সমর্থনের কারণে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অব্যাহত নিরতবতার বর্ণনা দিয়ে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ি গাজায় গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে এসব জঘন্য অপরাধের জন্য দখলদার শাসক গোষ্ঠীর নেতাদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানান।ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালযের মুখপাত্র যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ফৌজদারি বিচার এবং ইসরাইলের সিনিয়র কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের জন্য জারি করা আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, গাজায় গণহত্যায় জ।তি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা বাস্তবায়ন করা সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গাজায় গণহত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জারি করা আদেশ অমান্য করার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের গণহত্যাকারী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কিছু পশ্চিমা দেশের পূর্ণ সমর্থনে ফিলিস্তিনের অরক্ষিত ও নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ব্যাপক গণহত্যা শুরু করেছে।

ঐতিহাসিক বিজয় দিবসে শহীদ বীর সেনানিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেডিড নাল্লু

আগরতলা, ১৭ডিসেম্বর ঃ একাত্তরের যুদ্ধে শহীদ বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। সোমবার বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় এলবার্ট এক্কা স্মৃতি পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ বীর সেনা জওয়ানদের পরিবার-পরিজনদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। গত সোমবার ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয়.দিবস। এই দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন পাকিস্তানের ৯০ হাজার সেনা। সারা বিশ্বে এটি একটি সর্বাধিক আত্মসমর্পণের ঘটনা। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের। ১৩ দিনের যুদ্ধ মূলত ছিল ভারত এবং পাকিস্তানের। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের সহযোগিতা করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনসাধারণ। যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় সেনার শহীদের মৃত্যু হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীদের ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে আসছে ভারত সরকার। সোমবার এই মহান বিজয় দিবসের বার্ষিকী। এই উপলক্ষে রাজধানীর এলবার্ট এক্কা স্মৃতি পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, সেনাবাহিনীর এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।এদিন অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের স্মৃতিসৌধে একাত্তরের যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনাদের প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জানান, একাত্তরের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কৃতিত্ব ভুলবে না ভারতবাসী। ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানের ৯০ হাজার সৈন্য। কোন যুদ্ধে এত বিশাল সংখ্যক সেনার আত্মসমর্পণের ঘটনা নজিরবিহীন। এই দিনে শহীদ সেনাদের পরিবার হরিজনদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন তিনি। এদিন শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করে বীর শহীদ সেনা জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্যরা।

বাংলাদেশে দেদার চোরাচালান হচ্ছে, এবার বন্ধই হয়ে যাবে ৫ টাকার কয়েন?

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ বাজারে এখন নানা ধরনের ৫ টাকার মুদ্রার প্রচলন রয়েছে। পুরনো মোটা ধাতুর ভারী মুদ্রা, পাতলা ৫ টাকার মুদ্রা। তবে এবার পুরনো ৫ টাকার মুদ্রাই বাতিল হতে পারে বলে খবর সূত্রে। দিন দিন কমছে এই পুরনো ৫ টাকার ব্যবহার, সূত্রের খবর মোটা ধাতুর ৫ টাকার কয়েন নতুন করে বিলি করাও বন্ধ করে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর মোটা ধাতুর ৫ টাকার কয়েনের চোরা চালান বেড়ে গিয়েছে। এই ধাতুর মান ভাল। তাই এগুলিকে গলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ব্লেড। ফলে অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে। মোটা ধাতুর একটি ৫ টাকা গলালে সেই ধাতু থেকে ৫-৬টি ব্লেড বানানো সম্ভব। যা ২টাকা প্রতি পিস বিক্রি করলেও ১০-১২ টাকা উপার্জন করা যায়। তবে দেশের অর্থনীতির জন্য এই প্রবণতা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই মোটা ধাতু দিয়ে আর ৫ টাকার কয়েন তৈরি করতে চাইছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আবার বাংলাদেশে বহুল পরিমাণে পাচার হচ্ছে এই ৫ টাকার কয়েন। ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রা সঙ্কট দেখা যাচ্ছে। তাই এই ৫ টাকার এই বিশেষ কয়েন বাতিল করতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ভারতের বাজারের মুদ্রার সরবরাহ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করলেও, কোন নোট চলবে, কোন নোট বাতিল করা হবে, পুরনো কয়েন বাতিল করা হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রানীতি কমিটি। সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এমনকি পুরনো এই কয়েন বাতিল করতে হলেও, সরকারের অনুমতি নিতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে। ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা, সেই বৈঠকেই এই মুদ্রা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর।

অবিলম্বে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কারা দপ্তরের শূন্য পদ পূরণের দাবি জানালেন চাকরিপ্রার্থীরা

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ অবিলম্বে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কারা দপ্তরের শূন্য পদ পূরণের দাবি জানালেন চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে কারা দপ্তরে আই জি'র নিকট চাকরিপ্রার্থীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। গত দুই বছর ধরে চাকরিপ্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য কারা দপ্তরের নিকট দাবি জানিয়ে আসছেন।২০২২ সালে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কারা দপ্তরের ২৪৯টি জেইল ওয়ার্ডেন পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে ২০২২ সালের ৩ ডিসেম্বর শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করেন।আবেদনকারীদের শারীরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পরবর্তী সময়ে লিখিত পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন চলে এসে যাওয়ায় নিয়োগে প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বিধানসভা নির্বাচনের পর কারা দপ্তরের জেল মেইল ওয়ার্ডেন পদে শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা লিখিত পরীক্ষার জন্য দপ্তরের আইজি'র নিকট আবেদন জানাতে থাকেন।কিন্তু এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারা দপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা মঙ্গলবার আইজি প্রিজনের সাথে দেখা করে ডেপুটেশন প্রদান করেন এবং অবিলম্বে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ২৪৯টি শূন্যপদ পুরনের দাবি জানান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা এবং কারা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন চাকরি প্রার্থীরা।এদিন চাকরি প্রার্থীরা জানান, এই নিয়ে সাতবার তারা কারা দপ্তরের আধিকারিকের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদানের পর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে চাকরিপ্রার্থীদের জানিয়েছেন।

নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পূর্ব রেলের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব রেলওয়ে তার পরিষেবার অঞ্চল জুড়ে দৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ ভ্রমণ পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি মহিলাদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব-সহ যাত্রীদের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য রেলওয়ের উৎসর্গের একটি প্রমাণ।নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য, ১৫৬টি মেলএক্সপ্রেস ট্রেন, ১৭১টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং ১৩টি মহিলা বিশেষ ট্রেনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) সহকারী আছেন। এর মধ্যে ৭৪টি ট্রেনে যৌথভাবে পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা টহল দেন। সরকারি রেলওয়ে.পুলিশ (জিআরপি) সক্রিয়ভাবে থাকে অতিরিক্ত ৩৩৩টি ট্রেনের সঙ্গে। এই সব ব্যবস্থা সতর্ক নজরদারি এবং ঘটনার দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করছে। রেল ভ্রমণকে আগের চেয়ে নিরাপদ করে তুলছে।মহিলা যাত্রীদের অনন্য চাহিদাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে, পূর্ব রেলওয়ে তার বিভাগগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের মোতায়েন করেছে। একক মহিলা যাত্রীদের লক্ষ্যযুক্ত সহাযতা এবং নিরাপত্তা দিতে ' সহেলি'-এর মতো উদ্যোগ চালু করা হযেছে। ১৫টি প্রধান স্টেশন এবং ৮৮টি ট্রেনে এ কারণে ৫২৫ জন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, প্রতিদিন ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ শহরতলির স্টেশনে ৫৬ জন মহিলা অফিসারের সমন্বয়ে ' স্কোয়াড' টহল দিচ্ছে। এতে মহিলা যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও শক্তিশালী হচ্ছে।রেলওয়ে. আইনের ১৬২ ধারার অধীনে মহিলাদের কোচে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র '২৪-এর নভেম্বরে ১,৩৪৫ টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ১,৫০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে ২,৭৫,৯৫০ টাকার বেশি। এই ধরনের পদক্ষেপ একদিকে অসদাচরণ রোধ করছে। অন্যদিকে, নিশ্চিত করছে নারীদের নিরাপত্তা। পূর্ব রেলের প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

প্রকাশিত হল দ্বাদশীর ''সৃস্টিস সিলি পোয়েম''

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন পোয়েট্রি ইজ হোয়েন অ্যান ইমোসন হ্যাজ ফাউন্ড ইটস থট অ্যান্ড দ্য থট হ্যাজ ফাউন্ড ওয়ার্ডস। এমন সব আবেগমথিত শব্দের সমাহারে সজ্জিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ সৃস্টিস সিলি পোয়েম সোমবার প্রকাশিত হল ক্যালকাটা ক্লাবে।গ্রন্থটির মো।ক উন্মোচন করলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ভারতবর্ষের প্রথম লোকপাল পিনাকী চন্দ্র ঘোষ। ১২ বছরের মেয়ে সৃষ্টি সহায়ের লেখা ৫৫টি কবিতায় সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বুকস আন্ড টি প্রকাশক সংস্থা। ১২ বছরের মেয়ে সৃষ্টি বয়েসের থেকে এগিয়ে আছে তার ভাবনায় এবং মননে, তার এই জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে তার কবিতার প্রতিটি ছত্রে।কবি তাঁর 'দ্য এন্ড' কবিতায় প্রশ্ন করেছেন , যেদিন হবে শেষ সব তখন কি রবে কলরব গাইবে কি গান কিংবা অশ্রুজলে জানাবে বিদায় সম্ভাষন ? ' ট্রেজার' কবিতায় সৃষ্টি লিখেছে, স্মল আক্ট অফ কাইন্ডনেস স্মল আক্টস অফ গুডনেস দোজ স্মল থিংগস দাট গিভ ইউ প্লেজার দোজ আর হিডেন ট্রেজার। ' এইট নাইটস' কবিতায় জীবনের মুখোমুখি দাঁ।িয়ে কবি অন্য এক জীবনকে উপলব্ধি করেছেন। সৃষ্টি নীজেই বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছে এবং উসর্গ করেছে তার মাতামহ বিচারপতি পিনাকী চঃদ্র ঘোষ এবং মাতামহী দেবযানী ঘোষকে।কবিতার সঙ্গে বইটিতে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টির আকা ছবি। বইটি প্রকাশকালে সৃষ্টি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মাতামহী দেবযানী ঘোষের প্রতি, যিনি সযত্নে এই কবিতাগুলিকে রক্ষিত করেছেন। আর মাতামহ পিনাকী চন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থ।

কুড়মিদের আন্দোলনে নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ দাবি আদায়ে আগামী ২০ ডিসেম্বর ফের আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছে কুড়মি সমাজ। তবে কুড়মিদের ওই আন্দোলনের জেরে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত এও জানিয়েছে, নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় সড়ক ও রেলওয়ে ট্র্যাক অবরোধ করলে রাজ্য সরকার উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা ও এ রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই সম্প্রদায়ের মোট ৮৭টি গোষ্ঠী রয়েছে। রাজ্যের কমবেশি ৩০টি বিধানসভা ও ৪ টি লোকসভা আসনে কুমি ভোট ব্যাঙ্ক নির্ণায়কের ভূমিকা নেয়।কুড়মিদের দাবি, দেশ স্বাধীনের আগে পর্যন্ত হওয়া জনগণনায় তাঁদের জনজাতি হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে তকালীন ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তীতে অজানা কারনে ১৯৫০ সালে তাঁদের সেই তকমা ঘুচে যায়।

আবহাওয়া

শীতের পরশ গায়ে মেখে সোমবারও ঘুম ভাঙল মহানগরীর। কলকাতার পাশাপাশি লাগোয়া জেলাতেও জমজমাট শীতের আমেজ। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলিতে সোমবারও কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। তবে, ফের মাথাচাড়া দিতে পারে তাপমাত্রার পারদ।।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৬মিনিট এবং রাত ১ টা ৫মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩০ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১ পৌষ, চান্দ্রঃ ১৬ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৬ পোইনু, আসামঃ৩০ অঘোন, মুসলিমঃ১৪-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।বাংলাদেশঃবিজয় দিবসসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১২ঃ০৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫২ঃ০৬।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ০২(১৬) এবং অস্তঃসকাল ০৮ঃ০১ঃ২০(১৭)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) সকাল ঘ ১৩ঃ১৪ঃ২৮ দং ১৭৩৫৪৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃআর্দ্রা শেষ রাত্রি ঘ ০২ঃ৫৫ঃ১৬ দং ৫১৪৬২২.৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃকৌলব সকাল ঘ ১৩ঃ১৪ঃ২৮ দং ১৭৩৫৪৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল রাত্রিঃ১২ঃ৪২ঃ৪৭ দং ৪৬১৫১০ পর্যন্ত পরে গরযোগঃশুক্র শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ৩০ঃ১৯ দং ৪৮১৩৬০ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃত যোগঃদিন ০৬ঃ১২ঃ১০ থেকে - ০৭ঃ৩৭ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০২ঃ৫০ থেকে - ১১ঃ১০ঃ৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩২ঃ১১ থেকে - ১১ঃ০৫ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৩৮ঃ৫০ থেকে - ০৩ঃ৩২ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০১ঃ৩১ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ১১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৪৫ঃ৩০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৫০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ১২ঃ১১ থেকে - ০৩ঃ৩২ঃ১১ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৩২ঃ১০ থেকে - ০৮ঃ৫২ঃ১০ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫২ঃ১১ থেকে - ১১ঃ৩২ঃ১১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮০৫৬৭ (১৯) ১ পদচন্দ্রঃ ২২১৩৪০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৩১০৩৮৩৭ (৮) ৩ পদবুধ৭১০৩৪২২ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২১৫১৫২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১৬৬৫১ (২২) ২ পদশনিঃ১০১৬১২৩৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০২২৪১ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০২২৪১ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ০৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ০৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৩৭ঃ২৫ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ০৮ঃ২৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ৪৯ঃ০৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ০০ঃ৪৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ১৬ঃ২৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ২৭ঃ৪৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৮ঃ০০ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫২ঃ১০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৬০৭ঃ৫৪ পর্যন্ত।

ফেরারি' তৃণমূল কাউন্সিলের বাড়ির দেওয়ালে নোটিস সেঁটে দিল বাগুইআটি থানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বাগুইআটির প্রোমোটার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পর থেকে অধরা তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী। ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিকবার তাঁর বাড়িতে গেলেও খোঁজ পায়নি পুলিশ। শেষমেশ মঙ্গলবার ' কাউন্সিলের বাড়ির দেওয়ালে নোটিস সেঁটে দেওয়া হল বাগুইআটি থানার তরফে। তাঁকে বাগুইআটি থানায় দেখা করার কথা বলা হয়েছে। প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের মামলায় কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে নোটিসে। অভিযোগ, প্রমোটার কাউন্সিলরকে ৩ লক্ষ টাকা দিলেও তাঁর দাবিদাওয়া বাড়তে থাকে। সেই টাকা দিতে পারছিলেন না প্রোমোটার। এরপর কিশোরবাবুর বাড়িতে গিয়ে কাউন্সিলর জোরজুলুম করেন। সেসময় তাঁর অনুগামীরা হামলা চালান। তাতে মাথা ফেটে রক্তাক্ত হন প্রোমোটার। প্রসঙ্গত, প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। ধৃত রমেন মণ্ডল ও শুভঙ্কর মণ্ডলকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় বারাসত আদালত।

৯৫ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জলসীমানা লঙ্ঘন করায় রাজ্যের যে ৯৫ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দী রয়েছেন আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তারা রাজ্যে ফিরে আসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। আজ নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে তিনি বলেন জলে পড়ে রাজ্যের যে একজন মৎস্যজীবী মারা গিয়েছেন বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের তরফে তার পরিবারকে এককালীন দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে এই রাজ্যে বাংলাদেশের যে সব মৎস্যজীবী আটক রয়েছেন তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

শহরপুরে সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় হাজির ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার বিলকান্দা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শহরপুর বাজার এলাকায় পঞ্চাযেত় সদস্য সঞ্চালক দের সাথে নিয়ে সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় হাজির ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তাঘাট ড্রেন নিকাশি আলো সহ আবাস যোজনার বাড়ি পাওয়া নানাবিধ সমস্যা অভাব অভিযোগ শুনলেন। রীতিমতো এক ফোনে বেশ কিছু সমস্যার ও সমাধান করলেন পঞ্চায়েত সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দ মন্ডল, শ্যামল দাস, মনিকা হালদার, সঞ্চালক স্বপ্না রায়, তাপস বিশ্বাস, সেখ আলমগীর আলি, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি অসীম ঢালি ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা। শহরপুরের বাসিন্দা বিমল চন্দ অধিকারীর পরিবারের রেশন কার্ডের সমস্যা সমাধান সহ ইঞ্জিনিয়ার দের সাথে কথা বলে উচ্চ বাতিস্তম্ভ এর সুবন্দোবস্ত করলেন। এলাকাবাসী খুশি ও আনন্দিত সাতসকালেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দুয়ারে হাজির হওয়াতে। তৃণমূল নেতা অসীম ঢালি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প দুয়ারে সরকারের অনুকরনে দুয়ারে পরিষেবায় পঞ্চায়েত সভাপতি বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতসকালেই হাজির হয়েছেন শহরপুর এলাকায়। শুনলেন এলাকার রাস্তাঘাট, স্লাব ড্রেন নিকাশি আলোর সমস্যার পাশাপাশি আবাস যোজনার বাড়ির কথা। ইঞ্জিনিয়ার দের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন এলাকায় বসবে হাই মাস্ক লাইট। সাধ্যমতো পরিষেবা সমাধানে এলাকাবাসী খুশি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন উন্নয়ন সবসময় এককুল ভাঙে এককুল গড়ে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বিধায়ক অমিত মিত্রের সময় ন্যাস্টিক রাস্তাঘাটে ভাঙছে চলতি বছরে সংস্কার করে পুনর্নির্মানে হবে। মানুষের চাহিদা সবসময়ই থাকে। ভেঙে গেছে নতুন করে আবার করে দেওয়া হবে। লক্ষ মানুষের পরিষেবা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কখনো পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা জেলা পরিষদের প্রচেষ্টায়। দরকারে সাংসদ বিধায়ক দের সহযোগিতায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় ।

এনএসও-র কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণের প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতায় আর্থ সামাজিক সমীক্ষার ৮০তম রাউণ্ডের দু'দিনের

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করল। এই রাউণ্ডে যে বিষয়গুলি সমীক্ষার আওতায় আসবে সেগুলি হল- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সামাজিক উপাদান ,স্বাস্থ্য এবং টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষা (সিএমএস-টি)। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষাটি আগামী বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে, চলবে এক বছর ধরে। টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষাটি আগামী বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত হবে। এনএসও-র পারিবারিক সমীক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু, পূর্বাঞ্চলীয় উপ মহানির্দেশক(এফওডি) অতনু কুমার চৌধুরী এবং কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ মহানির্দেশক সঞ্জীব বসু এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। সিদ্ধার্থ কুন্ডু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় স্তরের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং এথেকে পাওয়া তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। উচ্চমানের সময়োপযোগী তথ্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কঠোর মান সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। এনএসও-র উপ অধিকর্তা শ্রী দীপ্তর্ক দাস, সহকারী অধিকর্তা শ্রীমতী সুতপা ঘোষ এবং এনএসও-র ফিল্ড অপারেশন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে মৌলিক পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ। প্রাথমিকভাবে এই সমীক্ষা থেকে অসুস্থতার সূচক, হাসপাতালে ভর্তির হার, সরকারি ও বে-সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অনুপাত প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। রোগীদের আলাদাভাবে খরচ করতে হচ্ছে কিনা এবং তাঁরা সরকারি চিকিসা বীমার সুযোগ কতটা পাচ্ছেন- সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। টেলিকম সংক্রান্ত সার্বিক সমীক্ষায় (সিএমএস) টেলিকম সম্পর্কিত সূচক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) প্রয়োগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক দফতর বিশ্বজনীন সূচক তৈরির জন্য পাঠাবে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলিতে যাওয়া কঠিন। সেই অঞ্চলগুলি ছাড়া সারা ভারত জুড়েই এই সমীক্ষা চালানো হবে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

ন্যাশনাল বাম্বু মিশনের আওতায় অবিলম্বে কাজ শুরুর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বাঁশ নির্ভর শিল্পের উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল বাম্বু মিশনের হস্তক্ষেপ জরুরি এবং তা অবিলম্বে চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের চিঠি। উল্লেখ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশা সহ ঝাড়খণ্ডে বাঁশজাত সামগ্রী উপাদনতসহ উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে কাজ শুরু হয়েছে। একমাত্র এই রাজ্যে তা বর্তমান সরকারের উদাসীনতায় প্রকাশ্যে আসে। এই রাজ্যের সরকারকে তথা মুখ্যসচিবের কাছে ইতিমধ্যে চিঠি পৌঁছে দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সে নিয়ে ততটা উদ্যোগী নয়। এই প্রকল্পের জন্য নোডাল এজেন্সি নিয়োগও করা হয় নি। পরিশেষে, কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-নর্থ ইস্টার্ন কেন অ্যান্ড ব্যাম্বু ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সংক্ষেপে (এন ই সি বি ডি সি) - কে রাজ্যের নোডাল এজেন্সি হিসেবে আপাতত নিযাগে করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ এ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের তরফে এ নিয়ে চিঠি লিখে উদ্যোগ নিতেই এর প্রত্যুত্তরে গত ৪ ডিসেম্বর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তিনি ।

ভাষাগত' সংখ্যালঘুদের এক ছাতার নীচে রাখার রাজনৈতিক পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ' সংখ্যালঘুদের এক ছাতার নীচে রাখার পরিকল্পনা করছে বিজেপি। আগামী রবিবার ধর্মতলায় একটি সমাবেশের ডাক দিয়েছে ' বেঙ্গল ল্যাঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিজ. অ্যাসোসিয়েশন', যেখানে থাকার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও। এই সংগঠনের মূল দুই উদ্যোক্তা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহ এবং আসানসোলের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধাযক় জিতেঃদ্র তিওযা়রি। ঘটনাচক্রে দু'জনেই অবাঙালি। দু'জনে দু'টি শিল্পাঞ্চলের নেতা। আবার দু'জনেই বিজেপির অন্দরে শুভেন্দুবাবুর ' বলে পরিচিত। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, সভায় যোগদান করবেন বলে ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দুবাবু, যিনি নিজে বাঙালি নেতা। উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, ভাষার ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র করছে তৃণমূল। অর্জুনবাবুর বক্তব্য, ' সংগঠন বাঙালি-অবাঙালি ভেদাভেদ করতে চাইছে। বহু ক্ষেত্রে এই বিভেদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রকাশ্যে চলে আসছে। অনেক স্কুলে দ্বিতীয় .ভাষা হিসেবে হিন্দি পড়ানো হত। সেটা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তাই আমরা সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে পথে নামছি। আগামী দিনেও আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।''

তফশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রেরঅনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১৭ ডিসেম্বর ঃ তফশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রেরঅনুষ্ঠানে কলকাতায় এলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রামনাথ কোবিন্দ মঙ্গলবার সকালে কলকাতার উপনগরী রাজারহাট নিউটাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত তফশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড ঃ রামনাথ কোবিন্দ, ন্যাশনাল এডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি বি শর্মা, আমিতি বিশ্ববিদ্যালয় গুরেগাঁও হরিয়ানার সহ উপাচার্য ও মেন্টর অধ্যাপক আর কে খান্ডাল, প্রাক্তন রাজ্যসভার নির্দেশক কে কে মিশ্র প্রমুখ। সংস্থার প্রাণপুরুষ সম্পাদক সৌমেন কোলে সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানান। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন একদল আদিবাসী নৃত্যশিল্পী। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব নৃত্য সৃজন পরিবেশন করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড.রামনাথ কোবিন্দ তাঁর বক্তব্য রাখতে যখন উঠলেন দিল্লিতে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এক দেশ এক নির্বাচনে বিলটি পাশ হলো। এই বিলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাক্ষর করেছিলেন ডঃ রামনাথ কোবিন্দ। ডঃ কোবিন্দ বলেন, ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি দেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী সমাজ। পশ্চিমবাংলার এই তফশিল আদিবাসী সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র গত ৩৫ বছর ধরে সমাজের এই অবহেলিত সমাজের অংশকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছেন সেটি প্রশংসার যোগ্য। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও মানব সম্পদের অন্যতম আদিবাসী সমাজ। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিকাশে আদিবাসী, তপ শিল, প্রাক্তন সৈনিকদের ভূমিকা আমাদের গর্বিত করে। সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে বলেন,৩৫ বছরআগে যে স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল আজ সেই কর্মযজ্ঞের মিছিলে জড় হয়েছেন প্রায় ১০ হাজার দেশপ্রেমী মানুষ। স্বনির্ভর ভারত গড়তে এই উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আমাদের মনোবল ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ এই রাজ্যে যা সফল হয়ে চলেছে, আগামীদিনে সারা দেশে আমরা সেই স্বনির্ভরতার সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেব সেই সংকল্প নিয়েছি। অনুষ্ঠানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্যরাই। সংস্থার সেরা কর্মবীরদের সম্মানিত করা হয় সাফল্যের নিরিখে।

জয়নগরে মঞ্চস্থ হয়ে গেল অভূতপূর্ব নাটক সীতায়ন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৭ ডি,েম্বর ঃ শীত মানেই নাটক ও জয়নগরের মোয়া একে একের পরিপুরুক। নাটকের সাথে জয়নগরের এক নিবি। সম্পর্ক আছে। বাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নাটক, এক সময .নাটক চর্চা ছিল অন্য মাত্রায়। তবে স্মার্টফোনের যুগে নাটকের

জনপ্রিয়তা ফিকে হতে বসেছে। আর সেই ধারাকে আজও ধরে রেখেছেন জয়নগরের এষণা নাট্য গোষ্ঠী। তাদেরই সহায়তায় জয়নগরে মঞ্চস্থ হয়ে গেল পূর্বরঙ্গের নাটক সীতায়ন। জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর এষনার সহায়তায় দুদিন ব্যাপী এই নাট্যনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেল। জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে মঞ্চস্থ হয়ে গেল মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে এবং মলয় রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় NSD আয়োজিত- থিয়েটার অলিম্পিকে সাড়া জাগানো নাটক সীতায়ন রামায়ণ' নয় ' সীতার চোখ দিয়ে কিংবা বলা যায় আজকের নারীর চোখ দিয়ে দেখা অন্য রামায়ণ। বাংলার রঙ্গমঞ্চে মলয় রায় নির্মাণ করলেন এমনই এক নাটক। সমস্ত নারীর অবচেতনে বছরের পর বছর রামায়ণ নিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে দৃঢ় ও যথাযথ প্রশ্ন চিহ্নগুলোই এক অভূতপূর্ব নাট্য মোড়কে উঠে এসেছে সীতায়নে। রামায়ণে রামচন্দ্র এক মহামানব। তাঁর বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ, মহানুভবতা তাঁকে দেবত্বের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু সীতা? জন্ম থেকেই দুর্ভাগ্য তাঁর ছায়াসঙ্গিনী। বাহ্যিক দু ঃখ সীতার মনকে কখনও মলীন করতে পারেনি। কিন্তু প্রিয়তম মানুষটি যখন সবার সামনে অপমান করেন, তখন আগুনকেই যেন নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে মনে হয়। তবে নাটকের শেষ প্রান্তে অসহায় সীতা বদলে যান এক প্রতিবাদী নারীচরিত্রে। ' একটা দুর্ঘটনামাত্র, লঙ্কাযুদ্ধে আপনার বা লক্ষ্মণের নাগপাশে বদ্ধ হওয়ার মতোই শারীরিক আক্রমণ, ধর্ষিতা নারীর শরীর তাতে পরিবর্তিত হয় না, মনও না তৈরি করেছেন নারীদের আয়ত্তে রাখার জন্য। সতীত্ব এক অস্ত্র যা আপনারা নারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। পুরুষের জন্য যদি সতীত্বের প্রয়োজন না হয়, নারীর জন্যই বা কেন তা প্রযোজ্য হবে। এ নাটকে মূলত দুজন কুশীলবকে ব্যবহার করে গোটা রামায়ণের সীতার অধ্যায়গুলির নির্যাসকে তুলে ধরা হয়েছে।আর এই ধরনের নাটক দেখে আপ্লুত জয়নগরের নাট্যপ্রেমী মানুষজন।

জেনারেল ম্যানেজার আন্ত ঃ রেলওয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (সঙ্গীত) ২০২৪ উদ্বোধন করেছেন

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, আজ ১৭.১২.২৪ তারিখে বেলগাছিয়া অডিটোরিয়ামে প্রদীপ জ্বালিয়ে আন্ত ঃ রেলওয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (সংগীত) ২০২৪-এর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতের গুরুত্ব তুলে ধরে শ্রী রেড্ডি বলেছেন যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সভা শরীর ও মনকে চাঙ্গা করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রেলওয়েম্যানরা ভোকাল, ইন্সট্রুমেন্টাল লাইট মিউজিক এবং ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ১৭টি রেলওয়ে জোন এবং উপাদন ইউনিট থেকে মোট ৬৬ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলবে ১৮.১২.২৪ পর্যন্ত।

কাঁঠালবাড়ী গ্রামে হাই ড্রেনের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ অবশেষে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে গ্রামবাসীদের। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এর উদ্যোগে মালদা জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে কালিয়াচক-১ অঞ্চলের কাঁঠালবাড়ী গ্রামে হাই ড্রেনের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল তাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আজ তার শুভ উদ্বোধন করা হলো। এই ড্রেন হওয়াতে এলাকা বাসীদের অনেক সুবিধা হবে বৃষ্টি পড়লেই জল জমে যেত কাজেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেত না তাই এই ড্রেনের দাবি ছিল এলাকাবাসীদের আজ তার উদ্বোধন করা হলো।

কুলতলিতে হয়ে গেল শিশু সংসদ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ পরিবেশ সুরক্ষা সহ একাধিক সমাজ সচেতন বার্তাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে দেবীপুর এইচএম বিদ্যাপীঠে শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিশু সংসদ। যেখানে শিশুদের বিভিন্ন অধিকার পরিবেশ, ও সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সচেতন মূলক বার্তা দেওয়া হয়। সবশেষে স্বাধিকার ও গ্রীন ক্লাব দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তন ও ম্যানগ্রোভ রক্ষা বিষয়ে সচেতন মূলক পথনাটিকা অচিন পাখি মঞ্চস্থ করা হয়। যার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়দেব প্রধান, উপ প্রধান সুমন হালদার, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রাজু সিট,প্রাক্তন শিক্ষক অমলেন্দু প্রামানিক, শিক্ষক নরেশ বৈরাগী,সমাজকর্মী রাধেশ্যাম মন্ডল রবিন বিশ্বাস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহেলী গুপ্তা,জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালের অন্বেষা কাউন্সিলর সুপর্ণা কণ্ঠ, ও মিসিং লিঙ্ক ট্রাস্টের ইউথ গ্রুপ সদস্য ও প্রবীর মিশ্র সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীবৃন্দ, স্কুলের পরিচালন কমিটি ,শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সহ আরো অনেকে।

চারদিন ব্যাপী ফুলমেলার আয়োজন করা হয়েছে হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের হিমেল পরশ নিয়ে মধ্য হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে আগামী ৯-১২ জানুয়ারি' ২০২৫ চারদিন ব্যাপী হাওড়া ফুলমেলার আয়োজন করা হয়েছে যা এবারও নজর কাড়বে পুষ্পপ্রেমী মানুষের। হাওড়া ফুলমেলা - ২০২৫ এর পরিচালনায় রয়েছে হাওড়া বৃক্ষ ও পুষ্পপ্রেমী সংগঠন। প্রতিদিন পুষ্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গনে থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার মূল উদ্যোক্তা হাওড়া ফুলমেলা কমিটির সম্পাদক প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র জানান, এই মেলায় বিভিন্ন নার্সারি থেকে কয়েক হাজার গাছ এবারেও স্থান পেতে চলেছে। আনা হবে নানা দুষ্প্রাপ্য গাছও। আমরা সকলকে আহ্বান জানাই আপনারা এই শীতেও প্রতি বছরের মতো ফুলমেলায় আসবেন। এবং ফুলমেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। প্রসঙ্গত, এবারও ফুলমেলায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেলা কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালেই ইডির হানা বেলুড়ে

কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালেই ইডির হানা হাওড়ার বেলুড়ে। বেলুড়ের দুটি জায়গায় এই ম্যারাথন তল্লাশিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এদিন বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডের একটি আবাসনে ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি চালান বলে জানা গিয়েছে। রাসমণি অ্যাপার্টমেন্টে র চারিদিক কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রেখে তল্লাশি চালান। জানা গেছে, কয়লা ব্যবসায়ীর নাম কৈলাশ শরাফ। ইডি হানা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত রায় বলেন, এদিন সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি ৪ জন অফিসার এসেছেন। কারণ জানতে চাইলে তাঁরা নিজেদের ইডি আধিকারিক পরিচয় দেন। জানান, এখানে তাঁরা তল্লাশিতে এসেছেন। এখানে এদিন কৈলাশ চন্দ্র শরাফের বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। আমরা জানতাম উনি লোহার কারখানায় কাজ করতেন। উনি অত্যন্ত ভদ্র, এবং সৎ মানুষ। এলাকার মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। এখন জানতে পারলাম উনি আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো শতাব্দী প্রাচীন নবদ্বীপ কুম্ভকার সমিতি পরিচালিত শ্রী শ্রী কালী মাতা পুজো

গোপাল বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ নবদ্বীপ ধাম, হলেও বছর ভর এই নবদ্বীপে যথাযথ মর্যাদায় ও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সংগঠন, বারোয়ারী বা ঐতিহ্য বাহী মন্দিরের শৈব ও শক্তির উপাসনা। তেমনই নবদ্বীপ শহরের পাঁচমাথা মো। সংগ্লগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপ কুম্ভকার সমিতি পরিচালিত শ্রী শ্রী কালী মাতা পুজো, এবছর এই পুজো ১০৬ তম বর্ষে পদার্পন করেছে বলেও জানায় পুজো উদ্যোক্তারা। তবে সময়ের সাথে বদলেছে পুজোর বেশ কিছু ঐতিহ্য, জৌলুশও। জানা যায় এই পুজোর সূচনা কালে কেবল কুম্ভকারেরাই এই পুজোর সাথে যুক্ত থাকতো, সে সময় প্রতিমার মাপ খুব বেশি হতো না, তবে এই পুজোকে ঘিরে শহরবাসীর উদ্দিপনা ছিলো

বেশ,কমবেশি সাত দিন ধরে চলতো পুজোকে ঘিরে নানাবিধ অনুষ্ঠান। এলাকায় বসতো মেলার আসর, প্রতিদিন সন্ধ্যায় হতো নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রা পালা ইত্যাদি, পুজো কমিটির প্রবিনেরা জমানায় তৎকালীন সময়ের বহু নামকরা যাত্রা শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছেন। সময়ের সাথে বদলেছে বহুকিছু, বহু মানুষ এই পেশা থেকে বেরিয়ে যোগ দিয়েছে অন্য পেশায়, পাশাপাশি বর্তমানে শুধু কুম্ভকার সম্প্রদায় নয় অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের মানুষ মৃশিল্পী পেশা তথা প্রতিমা শিল্পী সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে জানায় সে কারনে শতাব্দী প্রাচীন ও ঐতিহ্য বাহী এই পুজো কুম্ভকার সমিতি পরিচালিত হলেও বর্তমানে মৃশিল্পীর সাথে যুক্ত সকলকে নিয়েই এই পুজোর আয়োজন করা হয়। বহু নবীন প্রজন্মের ছেলেরা এখন মৃশিল্পীর পেশায় যুক্ত হয়েছে এই পুজোয় তারাও সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়।শুধু তারা নয় এই পুজোর দিকে বছর ভর তাকিয়ে থাকে সকলের পরিবারের সদস্যরাও, পুজোর কটাদিন নিজেদের মতো করেই কাটান তারা। বর্তমানে এই পুজোকে ঘিরে বসেনা মেলা, হয়না যাত্রাপালাও, তবে বর্তমানে পুজোর মধ্যে এসেছে কিছু আধুনিকতার ছোয়া, প্রতিমার উচ্চতায় হয়েছে কিছুটা বৃদ্ধি,। এবছর পুজোর দিন সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রসাদ, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান সব শেষে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা ও নিরঞ্জন। তবে শহরের প্রাচীন ও ঐতিহ্য বাহী শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে শহরবাসীর উৎসাহে ঘাটতি পরেনি এবছরও, পুজোর দিন সকাল থেকেই পুজো উদ্যোক্তা ছা।াও সাধারণ মানুষেরও উপস্থিতি ছিলো যথেষ্ট চোখে পড়ার মতোই।

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে সূচনা হলো বাধিয়া উৎসব ও পিঠে পুলি মেলার

দুরন্ত বার্তা, রামনগর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বাধিয়ায় পিঠে পুলি উৎসব উপলক্ষে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা।মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে সূচনা হলো বাধিয়া উৎসব ও পিঠে পুলি মেলার। বাধিয়া অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। রবিবার এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার উপস্থিত ছিলেন রামনগর এক পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল খালেক কাজী। এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমেই কার্যত বাধিয়া পিঠে পুলি উৎসবের সূচনা।২৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এসএসকে মিলে এই পরীক্ষা আয়োজিত হয়। এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় যারা ভালো ফল করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে পিঠেপুলি উৎসবের মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে। রবিবার মিরগোদা মৃত্যুঞ্জয় বাণিপিঠ হাই স্কুলে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। বাধিয়া পঞ্চায়েত ও মাতঙ্গিনী সংঘ প্রতিবছরের মতো এবারও আয়োজন করতে চলেছে পিঠেপুলি উৎসব। এই

উৎসবকে ঘিরে বাধিয়া অঞ্চল সহ রামনগর বাসীর মধ্যে প্রতিবছর উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে। এবারেও পিঠে পুলি উসব এ থাকছে অভিনব চমক। বাধিয়া. উসবে এবারে শুভ সূচনা হল মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে।এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক মান উন্নযনে অনেকটাই সাহায্য করবে। এমনই বার্তা দেন শিক্ষক সুদীপ্ত মিশ্র ও দীনবন্ধু বারিক। বাধিয়া পিঠে পুলি উৎসবে বিভিন্ন পিঠের স্টল যেমন থাকছে তার সাথে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমাহার। আগামী ৭ ই জানুযা়রি থেকে পিঠে পুলি উসবের শুভ সূচনা হচ্ছে। নতুন বছরে বাধিয়া. সহ রামনগরবাসীর কাছে এই উসব বড় উপহার হতে চলেছে।

এসবিআই লাইফ ' প্লাটিনা সুপ্রিম' লঞ্চ

১৭ ডিসেম্বর ঃ নিশ্চিত আয় এবং সুরক্ষার জন্য গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের করতে এসবিআই লাইফ ' প্লাটিনা সুপ্রিম' লঞ্চ করলো এসবিআই লাইফ স্মার্ট প্লাটিনা সুপ্রিম লাইফ কভারের নিরাপত্তার সাথে গ্যারান্টিযুক্ত আয় প্রদানের মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতার মধ্যে উপভোক্তাদের নিশ্চযত়ার প্রয়োজনীয়তাকে সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করে। এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমাকারী, 'এসবিআই লাইফ - স্মার্ট প্লাটিনা সুপ্রিম' লঞ্চ করলো একটি নন-লিঙ্কড, অ-অংশগ্রহণকারী জীবন বীমা সঞ্চয় পরিকল্পনা যা সুরক্ষা এবং গ্যারান্টিযুক্ত পে-আউটের সমন্বয় .অফার করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৮ সংখ্যা, বুধবার ০২ পৌষ, ১৪৩১

লপ্ত শহর আবিস্কার

সময়টা ২০১২ সাল। ইউরোপের কিছু আগ্রহী মানুষ হঠাৎ গিয়ে হাজির হলেন সিসিলিয়ান আইল্যান্ডে। যাবার আগে তারা শুনেছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা খুঁজে পেলেন তা জন্ম দিল এক নতুন ইতিহাসের। ইউরোপিয় অভিযাত্রীরা চাক্ষুস করলেন হারিয়ে যাওয়া এক প্রাচীন গ্রাম, শুধু গ্রামই নয় এক হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্য। অনেক বছর আগেই এই সাম্রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, হিসেব মতন তাও প্রায় একশো বছর আগে। তবে তা প্রচারের আলো পায়নি, ২০১২ সাল পর্যন্ত। ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সেই অভিযান থেকেই শুরু হয়েছিল সারা পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে ছোট প্রাচীন সাম্রাজ্যের নিদর্শন তুলে ধরার যাত্রা। মাত্র তেইশটা বাড়ি ছিল সেই আশ্চর্য সাম্রাজ্যে। এখনো অবধি খুঁজে পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের মার্বেলের নমুনা রয়েছে সেই সবকটা বাড়ির আনাচে কানাচে। সিসিলিয়ান গ্রাম্য পরিবেশে ১৯শো শতকের গোড়ার দিকে আরকিওলজিস্টরা খুঁজে পেয়েছিলেন এই সাম্রাজ্য। পাহাড়ের ঢালে মাটি চাপা পড়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করেই একদিন নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় এই ছোট্ট সাম্রাজ্য, যার নাম 'ভিলা রোমানা দেল কাসাল'। ঐতিহাসিকদের অনুমান আশ্চর্য এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল আনুমানিক তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে। ধ্বংস হয়ে যাবার পর প্রায় সাতশো বছরেরও বেশি সময় ধরে তা মাটিচাপা অবস্থায় পড়েছিল সিসিলিয়ান আইল্যান্ডের পাহাড়ের ঢালে। প্রাচীন রোমের সবচেয়ে ধনী কয়েকটি পরিবার মিলে স্থাপন করেছিল এই সাম্রাজ্য, গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের গোপন ধনসম্পত্তি এবং অনৈতিক জীবন যাপনকে রোমান সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রাখা। সেই সময়ের পৃথিবীর অন্যান্য বেশিরভাগ অঞ্চলের তুলনায় সিসিলিয়ান এই ছোট্ট গ্রামের বৈভব ছিল চোখে পড়ার মতন। পরবর্তীকালে রোমান সিনেট এবং সাম্রাজ্যের নজর পড়ে এই ছোট্ট গ্রামটির উপর। বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতা দখলের ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে। পাহড়ের গায়ে গড়ে ওঠা এখানকার অট্টালিকাগুলি ক্ষমতাশালী রোমানদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তারাও এখানকার অপরূপ প্রকৃতির মোহে আবিষ্ট হয়ে ছুটে আসে এই গ্রামে। ইতিহাস জানে, এই সাম্রাজ্য দেখেছে বিখ্যাত সেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন। নিজের শরীর দিয়ে সহ্য করেছে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প, বন্যা এবং আগুনের প্রতাপ। যদিও রোমান সাম্রাজ্যের শত্রুরা এর খোঁজ পায়নি কখনও। অবশেষে ১১৬৯ সালে এক মারাত্মক ভূমিকম্পে প্রায় ধংসস্তুপে পরিণত হয় এই ঐতিহাসিক জায়গাটি। ১৯শো শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্য যখন পুনোরুদ্ধার করা হয় তখন মাটির তলা থেকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর এবং বিশাল আকারের স্নানাগার সমেত এক রাজকীয় অট্টালিকা। পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের মার্বেল এবং পাথরের কারুকার্য।

গ্রাম বাংলার ইতু পুজো

অনেকটা লক্ষ্মীপুজোর মতো আয়োজন। কিন্তু লক্ষ্মী পুজো নয়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার করে পুজো করা হয় ইতুপুজো। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার করে সংক্রান্তির এই বিশেষ পুজো করতে হয়। এদিন পুজো করে ইতুকে বিসর্জনও দেওয়া হয়। ইতু না ঋতু , তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে বহুজনের মধ্যে। কারণ গ্রাম বাংলায় এখনও এই পুজোর কদর থাকলেও শহরাঞ্চলে ইতুপুজো প্রায় বিলীন হতে চলেছে। ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। সুতরাং মিত্র মিতু ইতু। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে এবং এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। এই থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ইতু পুজো শুরু হয়। সুতরাং ইতু পূজা মানে সূর্য পূজা। সাধারণত কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা, সব বয়সী মহিলারা এই পুজো করতে পারেন। ইতুর পাত্র ও ঘট দিয়েই পুজো করা হয়। খড়ের বিঁড়ের উপরে ইতুর সরাকে প্রথম বসানো হয়। তারপর সরাতে দেওয়া হয় মাটি। মাটি কানায় কানায় পূর্ণ হলে তার উপর একটি ঘট স্থাপন করতে হয়। বাকি অংশে, কলমিশাক, সরষে ধানের বীজ, মানকচুর মূল ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো হয়। এছাড়া ছোলা, মটর, তিল, যব-সহ আটরকম শস্য দেওয়ার নিয়ম। প্রতি রবিবার পুজো দেওয়ার সময় সরাতে জল দিয়ে থাকেন মহিলারা। কার্তিক সংক্রান্তির দিন শুর হলে শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। ইতো পুজোর সময় চাল-কলাইয়ের নৈবেদ্য সজিয়ে পুজো দেন মহিলারা। ভোগ হিসেবে দেন চলাকলাই ভাজা। সংক্রান্তির দিনে ইতুর বিশেষ ভোগে লাগে সরুচাকালি বা চালের গুঁড়োর বিভিন্ন পদ। পুজোর ফুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় হলুদ সরষে ফুল। পুজো হয়ে গেলে ইতুকে জলে বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে, আচার্য সুকুমার সেন ইতু পুজোর ইতিহাসকে অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইতু হলেন প্রাচীন ইন্দ্রপূজার দৃষ্টান্ত। ঋকবেদীয় সূক্তগুলোর নাম ইন্দ্র স্তূপ, সেখান থেকে ইন্দথথুইতু। তাঁর মতে, মেয়েরা ইন্দ্রের মতো বর পাওয়ার বাসনায় ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইতু পূজা করে। লোক সংস্কৃতিতে ইতু পুজো বেশ প্রাচীন ঃ বাংলায় এই পুজো কত শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল তা জানতে পারা যায় না। তবে ইতু পুজো যে বেশ প্রাচীন এবং গ্রাম বাংলার মহিলারা নিষ্ঠাসহকারে এই পুজোর ব্রত পালন করে থাকে। বলতে গেলে সারাদিন ধরে উপোস এবং ফলমূল খেয়ে দিন কাটায় মহিলারা। এক মাত্র বিবাহিত মহিলারাই এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। আর কোনও মহিলারা এই পজোয় অংশ নিতে পারে না। সূর্য পুজোকে কেন্দ্র করে এই পুজো হয়ে উঠেছে বলে সবাই মত প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষার একটি মূল্য রয়েছে। যিনি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে থাকেন তিনি সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন। সবাই তাঁকে সম্মানিত করে থাকেন। তিনি সবার কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকা উচিত সবার উপকার করা। কারোর কোনও ক্ষতি না করে কী করে উপকার করা যেতে পারে তার দিক লক্ষ্য রাখা। 'স্বদেশে পুজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পুজ্যতে'। এই কথাটি ভারতে প্রতি প্রান্তে প্রচারিত। কথাটির মানে হল স্বদেশে রাজা পুজিত হন। আর বিদ্যান সব দেশে পুজা লাভ করেন। বিদ্যান কোনও একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি সব কাছে প্রিয় পাত্র হন।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জগতকে বড় করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জগত শ্রেষ্ঠ হবে। শুধু জগত শ্রেষ্ঠ হবে তা নয়। পাশাপাশি আপনিও জগত শ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিতি লাভ করবেন। জগতকে বড় করতে গেলে মানুষের প্রয়োজন। কোনও প্রাণী জগতে বড় করতে পারে না। মানুষের ক্ষমতা রয়েছে জগতকে বড় করার। জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার। জগত বড় হয়ে মানুষও বড় হবে। জগতকে ছোট করা যায় না। জগত সব সময়ে বড় থাকেই। জগত হচ্ছে সব মানুষের ঘর বাড়ি। ওরে তোরা ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহ কর। তাহলে শক্তি পাবি। মধু হচ্ছে এখানে জ্ঞান এবং শিক্ষা। শিক্ষাই পারে অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে। আর কারোর কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে জগত বড় হতে পারে না। জগতকে বড় করতে গেলে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জগতের কাজে ব্রতী হতে হবে।

ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য গবেষণায় এবং অনুসন্ধানে সারা জীবন যিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার

বিশেষ প্রতিবেদক

আচার্য যদুনাথ সরকারের ইতিহাস-সাধনা সম্বন্ধে দুটি প্রাথমিক প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। প্রথমত তিনি এম. এ. পরীক্ষার জন্য ইতিহাসের পরিবর্তে ইংরেজি বেছে নিয়েছিলেন। তবে ঠিক এম. এ. পরীক্ষার পরেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ইতিহাস নির্বাচন করলেন কেন? দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বাদ দিয়ে তিনি মধ্যযুগের ইতিহাস, বিশেষত আওরঙ্গজেবের মতো হিন্দু বিদ্বেষী সম্রাটের ইতিহাস, গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন কেন?

আচার্য যদুনাথ সরকার কলকাতায় আকাশবাণীতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন যে তাঁর পিতা তাঁর মনে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের বীজ বপন করেছিলেন, এবং পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি স্বদেশের ইতিহাসচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কোন দেশের সাহিত্য ভাল করে বুঝতে হলে সেই দেশের ইতিহাস জানা দরকার। দান্তের মহাকাব্যের রসাস্বাদনের জন্য আচার্য যদুনাথ সরকার ইটালির ইতিহাস পড়েছিলেন সিসমনডির গ্রন্থে। তাঁর কাছে সাহিত্য এবং ইতিহাস পরপরের অনুপূরক ছিল। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফলে ইংরেজি ভাষায় ভাবপ্রকাশে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস পাঠের ফলে ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। ইতিহাস এক মহাদেশ নামক বাংলা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন

তুলনামুলক নতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদির গত পঞ্চাশ বৎসরে যে অগাধ চর্চা হইয়াছে তাহার ফলে প্রাগ ইতিহাস নামে একটি নতুন মহাদেশ আবিস্কৃত হইয়াছে। যিনি অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল মধ্যযুগের ফারসি আর মারাঠি বই এবং কাগজপত্রের স্তূপে ডুবে ছিলেন তার পক্ষে ইতিহাসের সীমানার বিস্তার সম্বন্ধে এই সচেতনতা সত্যই বিস্ময়কর। নৃতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ;এসব উপাদান যে ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, তা স্বীকার করে তিনি গবেষণার আধুনিকতম ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকারের গভীর জ্ঞান ছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন

Writing a history that will live requires not only mere industry Sa copyistós industryV in collecting materials– but what is far hig heré extensive reading not narrow specialised study– power of deep thinking and connecting together the near and the distant– things Indian and foreign by way of comparative estimate and liberal interpretation and a certain advance in age.

এখানে আচার্য যদুনাথ সরকার তিনটি গুণের উপর জোর দিয়েছেন

(১) নানা বিষয়ে পড়াশুনা, (২) গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, (৩) মানসিক শক্তি পরিণতি লাভ করেছে এমন বয়স। আজকাল যারা তিন বৎসরে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করে

ডক্টর হন তাঁদের কাছে এসব কথা বৃধের প্রলাপ বলে মনে হবে।

আচার্য যদুনাথ সরকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন নি কিন্তু এই দুরহ বিষয়ে তার জ্ঞান কত গভীর ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। সরদেশাই বলেছেন, একদিন কামসেতে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার কাছে এসেছিলেন হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষে একটি বাণীর জন্য। আচার্য যদুনাথ সরকার সেখানে উপতি ছিলেন। সরদেশাই যখন ভাবছিলেন তিনি কী লিখবেন তখন।

Jadunath quietly pulled out a piece of paper and wrote on it in his own hand a line from the Heliodorus pillar inscription at Bhilsa Scir. 130 B.C.V which means that the best religion consists in carrying into practice selféreStraint– self sacrifice and right thinking. What more fitting message from Ancient India could a venerable Guru give to Modern India.

১৯৪০ সালে আচার্য যদুনাথ সরকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পুস্তকের তালিকা সরদেশাইকে পাঠিয়েছিলেন তার পড়বার জন্য। তাতে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে জায়সবালের প্রসিদ্ধ বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন writings of K. P. Jayaswal– though containing a few original discoveries– are ninety nine per cent pure nationalistic brag and moonshine.

এই কয়টি শব্দে যদুনাথ জায়সবালের বই সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের মত প্রকাশ করেছিলেন।

সেকালে কেউ কেউ ইংরেজি এবং ইতিহাসে অনারস নিয়ে পরে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তেন, কিন্তু পরে ইতিহাসে তাঁদের অনুরাগ বাড়ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস নেতা এবং রাষ্ট্রপতি থাকার সময় তিনি ইতিহাসচর্চায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগে করা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার কারণ নেই।

আচার্য যদুনাথ সরকার যখন কলেজে পড়তেন তখন হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ চলছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের কীতিগাথা রচনা শুরু করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিস্টরি অব সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েট ইনডিয়া' (তিন খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। মহাজনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে আচার্য যদুনাথ সরকার মধ্যযুগের ইতিহাস; বিশেষত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস তাঁর গবেষণার বিষয়বপে গ্রহণ করলেন কেন? ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদান শিলালিপি আর মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি আচার্য যদুনাথ সরকারের সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে আকর্ষণীয় ছিল; তাই ফারসিতে লেখা ইতিহাস এবং চিঠিপত্র ব্যবহার করে তিনি মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবকে তিনি কেন বেছে নিলেন সে সম্বন্ধে ড. কানুনগো কিছু বলেন নি। আমার মনে হয়, এই বহু গুণে সমৃদ্ধ সম্রাটের জীবনের ট্রাজেডি (যা সমগ্র ভারতের পক্ষেও ট্রাজেডি) তার সাহিত্যিক প্রতিভা আকৃষ্ট করেছিল। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন - The ruler was free from vice– stupidity nand sloth. His intellectual keenness was proverbial– and at the same time he took to the business of governing with all the ardour which men usually display in the pursuit of pleasure. In industry and attention to public affairs he could not be surpassed by any clerk. His patience and perseverance were as remarkable as this love of discipline and order. In private life he was simple and abstemious like a hermit. He faced the privations of a campaign or forced march as uncomplainingly as the most seasoned private. No terror could daunt his heart– no weakness or pity melt it. Of the wisdom of the ancients which can be gathered from ethical books– he was a master. And yet the results of fifty yearsó rule by such a sovereign was failure and chaos. The cause of this political paradox is to be found in Aurangzibós policy and conduct.

সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বলেছেন, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধ নির্ভর করে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের সামরিক অভিযান গুলি কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। শাসকশ্রেণীর নৈতিক চরিত্রের অবনতির উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পর্বে আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র আজমকে এক চিঠি লিখেছিলেন। তার একটি পঙক্তি বিশেষ অথবহ 'দেখবে যেন কৃষকেরা এবং সাধারণ মানুষ অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত না হয় এবং মুসলমানের নিহত না হয়'। হিন্দুদের নিধন সম্বন্ধে মতৃ্যশয্যাশায়ী সম্রাট কোন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন নি।

আচার্য যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সমালোচনা করে সেকালের মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন এবং সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক লেখকরূপে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি মুসলমানদের লেখা ইতিহাস এবং মোগল দরবারের দলিলপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মন্দির ধংস, জিজিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে হিন্দু বিরোধী ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার সত্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। ১৯৪৬ সালে আচার্য যদুনাথ সরকার সরদেশাইকে লিখেছেন

δrue– interpretation must differ according to the writerós personality — but the basis of the conclusions must be unquestionable facts Sas established by latest re search and not mere conjecture. Moreover– the interpretation must be such as to convince an impartial outsider.

আচার্য যদুনাথ সরকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সমালোচনা করেন নি। বর্তমানের চশমা দিয়ে অতীতকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মারাঠা ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে তিনি মারাঠাদের হিন্দ, সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেন নি। ১৯৪০ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন;

It is pure moonshine to suggest that Baji Rao and Sawai Jai Singh– of Jaipur planned to coéôéoperate in founding aHindu PatéPadshahi. We make ourselves ridiculous when we read the thoughts of 20th century Englisheducated nationalists into the lives of sectarian or clannish champions of the 17th and 18th centuries.

বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচার্য যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করেছিলেন। মোগল সম্রাটেরা ভারতে প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকারের ভাষায় (মর্ডান রিভিউ, নভেম্বর ১৯৪২) বলা যায় Mere autocratic dictation– the mere drawing of the administrative road roller over the rough face of the peopleós heads– cannot grind them into true uniformity— at least such uniformity is not natural and does not last long–

আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিরোধী নীতি সম্বন্ধে যদুনাথ বলেছেন

With every generous instinct of the soul crushed out of them– with intellectual culture merely adding a keen edge to their sense of humiliation– the Hindus could not be expected to produce the utmost of which they were capable— their lot was to be hewers of wood and drawers of water…Amidst such social conditions the human hand and the human mind cannot achieve their best— the human soul cannot soar to its highest pitch. The barrenness of the Hindu intellect and the meanness of spirit of the Hindu upper classes are the greatest condemnation of Muhammadan rule in India.

এই দুর্গতি থেকে হিন্দুদের উদ্ধারের পথ দেখিয়েছিলেন শিবাজী। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন

Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead– that it can rise from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage– exclusion from the administration

শীতকালের নানান সবুজ সবজির মধ্যে একটি নতুন স্বাদের মউ মউ গন্ধ মেলে

বিশেষ প্রতিবেদক

শীতের খাওয়া দাওয়া ঝাল ঝোল এ। শীত আসা মানেই গরমের শরৎ সবজি হেঁসেলে থেকে বিদায় সেখানে আসা নতুন আনাজ। শীতের সবজি ঘরে আগ পাতে শাকের আধিক্য তাতে মহারাজ

পালং এর পর নাম ছোলার আল মেথি শাক এর ,এই গুলো বেগুন বড়ি দিয়ে করা হয় তবে আমাদের বাড়ি শাকে রসুন ব্যবহার করা হয় না, মেথি শাক এর একটু তেঁতো ভাব থাকে আর ছোলা শাক এ একটু মিষ্টি দেওয়া হয়, তবে কাটতে একটু সমস্যা, রোদে পিঠ দিয়ে বসে শাক বাছা,ঠাম্মা ওরফে সতীন কাঁটা র খুব প্রিয় ছোলার শাক। তাই মাম ছোটমাকে বেছে দিতো চেয়ারে বসে, শুধু ডাঁটি বাদ পাতা গুলো নিতে হবে। এরপর মহারাণী র পছন্দ কৌরা এটা আমাদের শীতের শো স্টপার ধনেপাতা, ফুলকপি পাতা বাটা নাম কৌরা, কালোজিরা কাঁচা লংকা ফোড়ন কাঁচা লংকা দিয়ে সরষে তেলে পাতা টেলে পাটায় বাটতে হবে, তবে মিক্সিতে সে স্বাদ পাবেন না। কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না এক্ষেত্রে গরম ভাতে পাতে অমৃত। পরের জন পেঁয়াজ কলি তবে তার পাগ আলাদা। ডিম পেঁয়াজের পাগে তার বিচরণ, দাদু ডিম পেঁয়াজ খেলেও মাংস খেতেন না। ওনার হাতের অনবদ্য রান্না শীতের পেঁয়াজ কলি সোনা খড়কে বা পুঁটি মাছ করা করে ভেজে চচ্চড়ি, সাথে ঝিরিঝিরি আলু বেগুন কাঁচা লংকা আর কালোজিরা ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা বাটা নুন হলুদ সামান্য চিনি আর কালো সরষে জল দিয়ে মাখা মাখা পেঁয়াজ কলি,এই ক্ষেত্রে মাছ গুলো একটু কড়া করে ভাজতে হবে। অপরদিকে আমাদের বাড়ির সিগনেচার ডিস শীতের হাঁসের ডিম এর নিরামিষ রসা। ভাবছেন ডিম নিরামিষ, একটা প্রচলিত নাম বড়মা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী নীরদা সুন্দরী দেবী বলতেন পোদ ফল। সেই পোদ ফল কে গোটা গরম মশলা তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা দিয়ে শুকনো লঙ্কা জিরা বাটা নুন হলুদ চিনি দিয়ে কষান তেল ছাড়লে ভাজা হাঁসের ডিম আর ভাজা আলু কষান, তেজপাতা আর গরম মশলা বাটা দিয়ে ধনেপাতা কুচি দিয়ে আর ঘি দিয়ে পরিবেশন করুন। একদিন শীতে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া হাঁসের ডিম কষা খেয়ে দেখবেন কথা দিলাম স্বাদ মুখে লেগে থাকবে। এটা বড়মার রেসিপি, বড়মা নিজে না খেলেও নাতি নাতনীদের রেঁধে দিতেন নিজের হাতে পোদ ফল। আমার দাদু ও আমার জন্য রান্না করতেন, আমি যেহেতু ডিম খেতে ছোটবেলার থেকে পছন্দ করি, এখন মাম রান্না করে দেয়। দাদু সুগার ছিল বলে আলুর বদলে পেঁপে কেটে ডুমো করে রান্না করতেন,স্বাদ অসাধারণ হতো। আর পেঁয়াজ কলি দিয়ে রোজকার আলু পেঁয়াজ কলি ভাজা আমাগো বাড়িতে পসন্দ হক্কলের , কখনো সরষে বাটা দিয়ে শুকনো শুকনো। পেঁয়াজ শাক দিয়ে ডাল কিংবা সবথেকে পছন্দ ভাত ভাজা আগের দিনের বাসী ভাত পেঁয়াজ শাক আর ডিমের ঝুড়ি দিয়ে ভাজা ভাজা, অনেক টা চাইনিজ সেজুয়ান রাইসের মতো,মিক্স চাউমিন কিংবা এগ ফ্রাইড রাইস বেশি করে গোলমরিচ ক্রাস করে দিয়ে। আমরা ওপার এপার আর বিশ্বায়নের ঝড়ে সব পাড়ের যাত্রী, কখনো নিজেদের কূলে থেকে বাঙালি আবার মোগলাই থেকে চীন হয়ে ইটালী সবেতেই বাজি মাত। এখনো শীতের রসদ জলখাবার আর পীঠে পায়েস এর ঝাঁপি সহ বেশ কিছু পদ বাদ পড়লো ।সময় সুযোগ করে দিমু ক্ষণ। মোট ৫০-৫৬ রকমের সাবেকি পিঠের রেসিপি আছে ঝুলিতে। আসলে শীত কাল হচ্ছে সবজু সবজি খাওয়ার কাল। এই সময়ে প্রচুর সবজি পাওয়া যায়। তার স্বাদ একেবারে আলাদা রকমের। গরমকালে সব সবজি পাওয়া যায় না। শীতের সবজির মধ্যে একটি কেমন ভালো লাগা গন্ধ লেগে থাকে। সেই ভালোলাগা গন্ধ থেকে সবজি খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। শীতকালের মুলো খান। লাল মুলো খেতে বেশ ভালোই লাগে? ছোট মুলোর এক রকম স্বাদ। আবার বড় মুলোর আর এক রকম স্বাদ। মুলো ভাতে দিয়ে থেকে খুবই ভালো লাগে। মুলো শাক ভাজা শীতের অন্যতম প্রিয় ভাজা বলা যেতে পারে। পাংল শাকের সঙ্গে মুলো দিয়ে রান্না মুখে লেগে থাকার রেসিপি বলা যেতে পারে।

অসমের শিবসাগরে 'রংঘর'

অসমের 'রংঘর' (অসমীয়া সংঘ) অসমের শিবসাগরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দোতালা মহল। আহোম শাসন কালে রঙালি বিহুর সময় মহিষের যুদ্ধ ও অন্যান্য উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য রংঘর ব্যবহার করা হত। রংঘর এশিয়ার প্রথম পেভিলিয়ন হিসেবে প্রখ্যাত। এই মহলটি আহোম সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী রংপুরের রুপহি পথারে ১৭৪৬ সনে স্বর্গদেউ প্রমত্ত সিংহের রাজত্বকালে নির্মাণ করা হয়।

এটি হল এশিয়ার প্রাচীনতম অবশিষ্ট অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলির মধ্যে একটি। ভবনটি প্রথম বাঁশ ও কাঠ দিয়ে স্বর্গদেও রুদ্র সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। পরে ১৭৪৪ - ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গদেও প্রমত্ত সিংহ ইট দিয়ে এটি পুনর্নির্মাণ করেন।

রংঘরের ছাদ একটি উল্টানো রাজকীয় আহোম লম্বা নৌকার মতো আকৃতির। স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিটিতে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বারগুলির একটি সিরিজ রয়েছে, ছাদের উপরে খোদাই করা পাথরের কুমিরের একটি আলংকারিক জোড়া রয়েছে।

অনেক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ তাদের ইটের কাঠামোর চেয়ে একটু বেশিই ধরে রেখেছে, এখানে -ওখানে ভাস্কর্যের অলঙ্করণের নিছক অবশেষ। আহোমরা, যারা বিশেষ, পাতলা, বেকড ইট ব্যবহার করত, তারা তাদের নির্মাণের জন্য সিমেন্ট ব্যবহার করত না, কিন্তু চাল এবং ডিমের পেস্ট, মাটি মাহ নামক ডাল এবং অসমীয়া ভাষায় বোরালি মাচ নামে একটি মাছ ব্যবহার করত। তারা ভিতরের দেয়ালের উপরিভাগ ঢেকে রাখার জন্য গুঁড়ো মিশ্রিত চুন এবং ইট ব্যবহার করত। কথিত আছে এই পাউডারের আস্তরণ রং ঘরের ভিতর ঠান্ডা রাখত। রংঘর শিবসাগর শহরের কেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার (১.৯ মাইল) দূরে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের পাশে

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহভাগের স্বরলিপিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো গান রচনা করার পরপরই তিনি স্বেচ্ছায় বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিখে নিতেন। এরপর তিনি সে গানের স্বরলিপি করে - সংরক্ষণ করতেন এবং তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনো গানের সুর ভুলে গেলে তিনি দিনেন্দ্রনাথের স্মরণাপন্ন হতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তফাল্গুনীদনাটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে, সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী- আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের মতে, 'রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা সংগীতের জগতে দিনুবাবুর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না।'

শান্তিনিকেতনে গান শেখানোর সময় তিনি সাধারণত কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে দু-একবার শুনতেন, তারপর দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাইতে শুরু করতেন। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী গানের সুর শুদ্ধভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে শেখাতেন। শান্তিনিকেতনে উনি যখন গানের ক্লাস নিতেন তখন তা শুধু গান শেখার মধ্যেই সীমিত থাকতো না, পরিণত হতো ভাব আদান-প্রদানের এক অপরূপ আনন্দমেলায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি।' গান শেখার জন্য দিনেন্দ্রনাথের উৎসাহেরও শেষ ছিল না। তিনি কবিগুরুর ডাক পেলেই হাজির হতেন। তাছাড়া নিজ উৎসাহেও তিনি নতুন নতুন গান শিখে নিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশাল ভাণ্ডার নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার সকল গানের ভাণ্ডারি হচ্ছেন দিনেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তার লেখা 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন- 'যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে ওপরে টানিয়া আনিয়েছে তাহাদের এবং সেইসঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারি আমার সকল গানের ভাণ্ডারি শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।' শান্তিনিকেতন ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ। যেখানে ছোট-বড় সবাইকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। জীবনের শেষদিকে অভিমানে শান্তি নিকেতন ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় চলে যান। কিন্তু মন পড়ে থাকতো শান্তি নিকেতনে। প্রিয় কোনও ছাত্র এলেই শান্তিনিকেতনের খুঁটিনাটি খবরও নিতেন আগ্রহ ভরে।

দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকেননি। তার ছাত্র শান্তিদেব যখন দেখা করতে এসেছিলেন, কমলা দেবী তাকে কবিগুরুকে বলার জন্য বলেছিলেন, 'রবিদাকে বলো ওঁকে যদি একবার ডাকেন।' শান্তিদেব সে কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ডাকেননি। কবিগুরুর এই আচরণ বিস্ময়কর। অথচ তখনও শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত একটি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়; 'তুমি আমাদের পিতা; গানটির স্বরলিপি আছে বলে জানিনে দিনু।

বাড়িতে ঢুকে ঘরের বেড়া ভেঙে ধান সাবাড় করল হাতি

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার অঞ্চলপাড়ায় বাড়িতে ঢুকে ঘরের বেড়া ভেঙে ধান সাবাড় করল হাতি। আবার যাওয়ার সময় শুঁড়ে তুলে নিয়ে গেল ধানের বস্তা। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পরে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে হাতিটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অঞ্চলপাড়ায় ঢোকে। সেখানে নমিতা রায় নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে হানা দেয়। শীতের রাতে ওই বাড়ির সকলেই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আচমকা ঘরের টিনের বেড়া ভাঙার শব্দ শুনে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারেন, গজরাজ হানা দিয়েছে। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তাঁরা। বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবাড় করে হাতিটি। যাওয়ার সময় আবার ধানের বস্তা শুঁড়ে তুলে নিয়ে যায় গজরাজ। ঘটনার জেরে অঞ্চলপাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। হাতির হানা রুখতে রাতে বনকর্মীদের টহলদারি এবং সার্চলাইট বিলির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

থানার সামনে মদের দোকানে চুরি, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল চুরির ছবি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ থানার নাকের ডগায় মদের দোকানে চুরি। এক্সজস্ট ফ্যান ভেঙে দোকানের মধ্যে ঢুকে ক্যাশবাক্স থেকে নগদ লুট করে চম্পট দিল দুস্কৃতিরা। সিসিটিভিতে ধরা পড়ল সেই ছবি। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদ শুকডাল মোড়ে। জানা গেছে, বুদবুদ থানার উল্টো দিকে রয়েছে অনুমোদিত বিদেশী মদের দোকান। মঙ্গলবার সকালে দোকানের এক্সজস্ট ফ্যান ভাঙা দেখে পুলিশে খবর দেন ওই দোকান মালিক। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দোকানে তদন্ত শুরু করে। দোকান মালিক পঙ্কজ চ্যাটার্জী বলেন, সোমবার রাত ২ টা নাগাদ এক্সজস্টার ফ্যানের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুস্কৃতিরা। তারপর দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ ও খুচরো মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা চুরি করেছে। কিছু দামী মদের বোতল নিয়েছে। তারপর চিলে কোঠার অ্যাবেস্টার টিন ভেঙে চম্পট দেয় দুস্কৃতিরা। সামনের গেটের তালা ভাঙারও চেষ্টা করে। সিসিটিভির ফুটেজে দুই দুস্কৃতির ছবি পাওয়া গেছে। দোকানের চিলে কোঠার অ্যাবেস্টার চালা ভাঙা। অপরাধীরা ধরা পড়ুক, শাস্তি হোক। প্রসঙ্গত, ৮ বছর আগেও একবার ওই দোকানে এক রকমভাবে গেটের তালা ভেঙে চুরি হয়েছিল। তারপর আবারও এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা নিয়ে। সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পদ্মশ্রী পেয়েও ৯০ বছর বয়সে পথে পথে গান গাইতে হয় রতন কাহারকে

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ তিনি পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা রতন কাহার। 'বড়লোকের বিটি লো' গানের স্রষ্টা তিনিই। ৯০ বছর বয়সের শিল্পী এখনও গান গেয়ে ফেরেন সিউড়ির পথে পথে। তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া ভাদু গান। 'কেউ খোঁজ রাখে না' - এক সময় আক্ষেপের সুর ঝরে পড়েছিল তাঁর গলায়। তাঁর গাওয়া গান অন্য শিল্পীরা গেয়ে চার্টবাস্টার হিটের তালিকায় জায়গা করে নিয়ে। তাঁর গান মিশেছে র‍্যাপ। হয়েছে রিমিক্স।

আজও বিভিন্ন বিয়ে বাড়ি হোক অথবা অনুষ্ঠান-তাঁর লেখা গান হিটলিস্টে থাকেই। কিন্তু গানের স্রষ্টা কে, অনেকেই জানেন না আজও। তবে তিনি পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা রতন কাহার। 'বড়লোকের বিটি লো' গানের স্রষ্টা তিনিই। ৯০ বছর বয়সের শিল্পী এখনও গান গেয়ে ফেরেন সিউড়ির পথে পথে। তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া ভাদু গান। বীরভূমের সিউড়ির ভট্টাচার্য পাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ লোকসঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার। একসময় 'আলকাপ'-এর দলে যোগ দিয়েছিলেন। যাত্রাদলে 'ছুকরি' সাজার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। যৌবন থেকেই তিনি বেঁধেছেন অসংখ্য ভাদু ও ঝুমুর গান। পুরস্কার-শংসাপত্র যা পেয়েছেন, তা আর রাখার জায়গা নেই একচিলতে পাকা ঘরে। তবে অভাব নিত্যসঙ্গী তাঁর। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে এমনটাই জানালেন তিনি। যেখানে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি জনপ্রিয়তা লাভ করছে সেখানেই বসে রতন কাহারের মত এক শিল্পীর অভাব যেন নিত্যদিনের সঙ্গী।

ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে খাদ্য সামগ্রী লুটের অভিযোগ ডিলারের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মালদা ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চার হাজারেরও বেশি ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে খাদ্য সামগ্রী লুটের অভিযোগ কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুর বোনা এলাকার রেশন ডিলার সৈফুদ্দিন আহমেদ এর বিরুদ্ধে। জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদা জেলাশাসক নীতিন সিং কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুরবনা গ্রাম।

এই এলাকার রেশন ডিলার সৈফুদ্দিন আহমেদ। ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে ব্যাপক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী লুট করেছেন ওই রেশন ডিলার বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে তারা দেখতে পান প্রচুর ভুয়ো নাম রয়েছে ওই এলাকায় রেশন প্রাপকদের তালিকায়। যাদের বাড়িতে চারজন সদস্য রয়েছে তাদের বাড়িতে আটজন সদস্যের নামে রেশন কার্ড করা হয়েছে। তবে এরকম একটি দুটি নয় চার হাজারেরও বেশি ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে ওই ডিলারের কাছে বলে অভিযোগ। আর এই ব্যাপক দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে মালদা জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন রেশন ডিলারের ছেলে শামীম হাসা এই ঘটনায় জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কন্ট্রোলার শাশ্বত সুন্দর দাস কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। আর এই ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

জলধা বিরল কচ্ছপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বিরল প্রজাতির শতাধিক অলিভ রিডলে কচ্ছপের হদিশ মিলেছে জলধায়। স্থানীয় খাড়ি এলাকায় সামুদ্রিক এই কচ্ছপগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে খবর। চোরাশিকারীরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বন দপ্তরের শঙ্করপুর বিট অফিসের কর্মীরা এবং মন্দারমণি কোস্টাল থানার তরফে যৌথ অভিযান চালানো হয় মঙ্গলবার বিকালে। সন্ধ্যের পরও জারি রয়েছে তল্লাশি হয়। দুই চোরা শিকারীকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে মন্দারমণি উপকূল থানায় পুলিশে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর আধিকারিকেরা। বনদপ্তরে আধিকারিক সৌভিক কর বলেন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শতাধিক বেশি কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে কিছু কচ্ছপ মৃত ও জীবিত রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাচারের আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তারাপীঠ মন্দিরে চালু হল একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ ডিসেম্বর ঃ তারাপীঠের মা তারার মন্দিরে নতুন নিয়ম চালু হল পৌষ মাসের একেবারে প্রথম দিন থেকেই। তারাপীঠ শক্তিপীঠ নয়, সিদ্ধপীঠ। কথিত আছে, একবার তারাদেবীর মাতৃরূপ দর্শন চান বশিষ্ঠ মুনি। তাঁকে দর্শন দেন দেবী। এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠে মাকে পঞ্চব্যঞ্জন-সহ ভোগ নিবেদন করা হয়। আমিষ ভোগের মূল বিষয় পোড়া শোল মাছ। শোনা যায়, ভোগের পাতে এই মাছ না থাকলে ভোগ গ্রহণ করেন না মা তারা। এহেন তারাপীঠ নিয়ে বাঙালি খুবই প্রাণিত থাকে। তার মধ্যে এই পৌষে সেটা আরও বাড়ে। কেননা, পৌষে কালীদর্শন একটা বিশেষ বিষয়। তারাপীঠের মন্দিরে মোবাইল নিয়ে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভক্তদের মোবাইল গেটেই নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে জমা রাখতে হবে। সম্প্রতি তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেবাইতদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন বীরভূমের জেলাশাসক। সেই বৈঠকে মন্দিরের 'নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায়' রাখতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, মন্দির নির্দিষ্ট সময়ে খুলতে এবং বন্ধ করতে হবে। মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ নিবেদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুজোর জন্য মাত্র দু'টি লাইন রাখা হবে- একটি সাধারণ লাইন, অন্যটি বিশেষ লাইন। সাধারণ লাইন এক ঘণ্টা আগে খোলা হবে। তারপর বিশেষ লাইন চালু হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মন্দিরের গর্ভগৃহে গোলাপজল, আলতা দেওয়া যাবে না। ভক্তেরা মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবেন না, বা মূর্তিকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন না। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই নিয়মগুলি মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ভক্তদের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে নতুন নিয়ম চালু হওয়ায় মন্দির চত্বরে কড়া নজরদারি চলছে।

চিনা রসুন বিক্রি বন্ধ করতে অভিযান চালাল পুলিশ! তেহট্টে আটক ১

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ ডিসেম্বর ঃ এক রসুন ব্যবসায়ীর অভিযোগে 'চিনা রসুন' বিক্রি বন্ধ করতে বেতাই বাজারে অভিযান চালাল তেহট্ট থানার পুলিশ। উদ্ধার দুবস্তা 'চিনা রসুন'। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক খুচরো ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। কোন পথে এই রসুন ভারতের বাজারে আসছে, রসুনগুলির কোনও ক্ষতিকারক দিক রয়েছে কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার নাজিরপুর বাজারের এক বড় রসুন ব্যবসায়ী বেতাই বাজারে আসেন। তাঁর দাবি, চিনা রসুনে বাজার ছেয়ে গেছে। তিনি পুলিশে খবর দেন। মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালায় তেহট্ট থানা। 'চিনা রসুন' বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লক্ষণ হালদার নামে এক খুচরো ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, এই রসুন মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। তাঁদের দাবি, এই রসুনগুলি সাধারণত লাল রঙের, সাদা করার জন্য কেমিক্যাল প্রয়োগ করা হয়। যা মানবদেহের ক্ষতি করে। তাঁদের আরও অভিযোগ, কম দামি চিনা রসুন বাজারে আসায় দেশীয় রসুনের বিক্রি কমেছে। গোডাউনে বস্তার পর বস্তা এদেশীয় রসুন জমে যাচ্ছে। ক্ষতির মুখে পড়ছেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তেহট্ট থানা সূত্রে খবর, রসুনগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। ক্ষতিকারক কোনও কেমিক্যাল বা পদার্থ পাওয়া গেলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়াও, ওই রসুন কোন পথে ভারতের বাজারে আসছে তা দেখা হবে। চোরাপথে ভারতে ঢুকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসটিএফের সাফল্য, মাদক সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বহরমপুরের ফতেহপুর মোড়ে একটি বড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ওষুধ ফেনসিডিল কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে। অভিযান চলাকালীন এসটিএফ দুটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করে, গাড়ি থেকে মোট ২২ হাজার ৩০৯ বোতল ফেনসিডিল কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে জানা গেছে। এসটিএফ এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিত বসু মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, এসটিএফ কলকাতার জাতীয় সড়কের ফতেপুর মোড়ের কাছে দুটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত গাড়ির মধ্যে একটি কন্টেইনার এবং একটি ছয় চাকার ট্রাক রয়েছে। মাদকসহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। ধৃতরা হলেন বাবলু প্রসাদ গুপ্ত এবং এমডি জুল্লুর রহমান, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুজনই একটি আন্তঃরাজ্য মাদক চোরাচালান চক্রের সদস্য। উত্তর প্রদেশ থেকে মাদক এনে পশ্চিমবঙ্গের কালোবাজারি করে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। এই চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বিগত কয়েক বছর আগেও ভুট্টা চাষে আগ্রহ ছিল না মালদার কৃষকদের। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে জেলায় তিন মরশুমে চাষ হচ্ছে ভুট্টা। শীতে অর্থাৎ রবি মরশুমে মালদায় ভুট্টা চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। এমনকি ক্রমশ কৃষকদের মধ্যে এই ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়ছে। কারণ হিসাবে কৃষি দফতরের কর্তারা জানান, মালদায় একাধিক ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এতেই নতুন দিশা দেখাচ্ছে জেলার কৃষকদের। পুরাতন মালদার নারায়নপুরে এই ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা চালু হওয়ায় জেলায় উৎপাদিত ভুট্টা কোথাও রফতানি হচ্ছে না। বরং অনান্য রাজ্য থেকে মালদায় ভুট্টা আমদানি হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে, দাম ভাল মিলছে তাই কৃষকেরা ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়াচ্ছেন। ভুট্টা চাষি বলেন, আগে আমরা ভুট্টা চাষ করতাম না। ভুট্টা চাষে খরচ বেশি হলেও দাম ভাল পাওয়া যাচ্ছে। বিক্রি বাড়িতেই হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা এখন ভুট্টা চাষ করছি।

PUBLIC NOTICE

TATA Consumer Products Ltd

Registered Office: 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata, West Bengal, 700020

NOTICE is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the Company have been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities / applicant(s) has/have applied to the Company to release the new certificate. The Company has informed the holders/applicants that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF Rules.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to release the new certificate to the holders/applicants without further intimation.

Name of holders: P Dayananda Pai, P D Kishore Pai & Kavitha Pai, **Kind of securities:** Equity Shares, **Face Value:** Rs. 1/-, **No. of Securities:** 2000, **Distinctive Nos.** 19291511 to 19293510, **Name of Applicant:** Mr. P D Kishore Pai & Kavitha Pai, **Place:** Kolkata, **Date:** 18/12/2024

Office of the KANTBARI GRAM PANCHAYAT

Vill: Purusottampur, P.O: Agarda Onda :: Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited Two (02) Nos of NIeT on 16/12/2024 Vide **NIeT No:-09/2024-25, & NIeT No: 10/2024-25**, Vide Memo no 454/15 th CFC Untied/ KGP & Memo No: 455/15 th CFC Tied/KGP Dated 16/12/2024 & Vide NIT No: 06/2024-25, Vide Memo No. 461/15 th CFC Untied/ KGP Dated 17/12/2024 scheduled to be open on **30/12/2024 (at 12.30 PM & 3 PM)** and last date of submission is on **26/12/2024 (up to 12:00 AM)** For more details please visit on:- **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

কৃষ্ণ মন্ডল, পিতা- মৃত বসন্ত মন্ডল, সাং- পারদেওনাপুর, পোঃ- দেওনাপুর, থানা- বৈষ্ণবনগর, জেলা- মালদা, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২২ সালে Book-I, 9935 নং আমমোক্তার দলিল মূলে উত্তম পান্ডে আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২৯ নং রমাকান্তপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ২২৮ নং দাগের এল. আর. ১২৭ নং খতিয়ানের মোট ১৯.৮০ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

কাশেম সেখ, পিতা- মহবুল সেখ, সাং- ও পোঃ- কানুপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০।০৭।২০২২ সালে Book-I, 11817 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **সাকিউনেশা খাতুন** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **২ নং খিদিরপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৫৫ /৭৩২ নং দাগের এল. আর. ৩০৪৫ নং খতিয়ানের মোট ১২.৩৫ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

নেজামুদ্দিন শেখ, পিতা- মৃত নুরসেদ সেখ, সাং- দফরপুর মুরাপাড়া, পোঃ- দফরপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ০৫।০৯।২০২৩ সালে Book-I, 13811 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **দিপ্তীরানী দাস** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৩১ নং মির্জাপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৯০ নং দাগের এল. আর. ৭৫০৬ নং খতিয়ানের মোট ২৬ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

স্টেশনের উন্নয়নের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১১৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার নং. ২৯-এপি-III-২০২৪। কাজের নামঃ** দলগাঁও এ-স্টেশন উন্নয়নের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত গুডস য়ার্ড, ব্যবসায়ী কার্যালয়, সামগ্রীর কার্যালয়, শ্রমিকের বিশ্রাম কক্ষ, সীসীটিভি, শৌচালায়, ওয়াটার ডাষ্ট প্রুফ ওয়াল, গুডস সাইডিঙের সঙ্গে সংযোজিত পথ পর্যন্ত বিকল্প প্রবেশ পথের উন্নয়ন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১০,৪৬,৯১,৩৩৯.৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬,৭৩,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০১-২০২৫** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় এবং খোলা হবে **০৩-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৭০৭৭৭২, তারিখ ঃ ১৪.১২.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, লোকো কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক মেটালার্জিকাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, লোকো কমপ্লেক্স, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়াতে ওপেন বিড-এর ভিত্তিতে দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য ১৮.০০ হারে জিএসটি সমেত ৫,৫৭,৩৩৭.৬০ টাকার প্রস্তাবিত মূল্যে জিইএম ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার ওপেন টেন্ডার মাধ্যমে এলএইচবি প্রকল্পের অনুমোদিত কাজের অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্ল্যান্টে আইএস/আইএসও/আইইসি ঃ ১৭০২৫ ঃ ২০১৭ অনুসারে এবং /অথবা অ্যাক্রেডিশন কমিশন ফর কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট বডি (এসিসিএবি) বা অন্যান্য সমতুল জাতীয়/ আন্তর্জাতিক মানের অথবা এজেন্সি কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অন বোর্ড /সূচনাকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত প্রয়োজন, শর্ত, নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী গঠিত/ প্রতিষ্ঠিত দক্ষ টেস্টিং ল্যাবরেটরির মাধ্যমে এলএইচবি হুইল সেট -এর এডি কারেন্ট অ্যারে/ টেস্টিং (ইসিএ/ইসিটি) টেকনিক দ্বারা সারফেস -এর ত্রুটি নির্ণয়-এর জন্য এজেন্সি নিয়োগের উদ্দেশ্যে জিইএম বিড আহ্বান করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১১,১৫০.০০ টাকা। **ই-পিবিজি ঃ** দরপ্রস্তাব মূল্যের ৫.০০ %। **দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৫,৫৭,৩৩৭.৬০ টাকা (১৮.০০ % হারে জিএসটি সমেত)। **দরপ্রস্তাব বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **শেষ তারিখ থেকে দরপ্রস্তাব বৈধতা ঃ** ৪৫ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। সম্পূর্ণ বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **https://gem.gov.in**

MISC-281/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এন-২০২৪-কে-২৭, তারিখ ঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ও রানীপাত্রায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ যেমন সিসিটিভি, আলোর ব্যবস্থা, সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন এবং নিকাশী ব্যবস্থার সাথে পণ্য ইয়ার্ড সুবিধার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬০,০৮,৫৭৭.৪৮/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,২০,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায়** এবং **খোলা ০৬-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০১-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** ঘণ্ট পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমমোক্তারনামা

রাজা মজুমদার, পিতা- মৃত রথীন্দ্র মজুমদার, সাং- ২১ নং বাবুরাম ঘোষ রোড, গভর্নমেন্ট হাউসিং স্টেট, ব্লক-কে, ফ্ল্যাট নং- ৫, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কোলকাতা, আলিপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২৯।০৭।২০০৩ সালে Book-IV, 580 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) গীতা মজুমদার, ২) বিবেক মজুমদার, ৩) অনুকনা মজুমদার আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১৩৮, ১৭৩ নং দাগের এস্ত্রে, জার. নং খতিয়ানের মোট ৬২ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 09 Memo 437/khal/2024

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** website and Last date of submission **23/12/2024 (5.00 PM).**

Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

BAPUI GRAM PANCHAYAT
13 No Chandipur Bazar, Manik Nagar, Kakdwip, Dist.-South 24 Pgs., W.B.

NIT NO.-04/Bapuji/2024-25, Dated-13/12/2024 Last date of Submission on or before **27/12/2024 (up to 1.30 PM)**. Date of Opening- **31/12/2024 at 02.00 P.M**. For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Bapui Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. NIT No. 646/PWD/ROAD/BMC, Dated - 16.12.2024. e-Tender has been invited for Pilling works at Jora pukur side with concrete passage and construction of chatal at Duttabad within ward no. 39 under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2024_MAD_786247_1]** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission - 26/12/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

স্বারক লিপি প্রদান চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা শহরে অবস্থিত রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কার্যালয়ে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার দাবী জানাতে আলিপুরদুয়ার জেলার রহিমা বাদ চা বাগানের শ্রমিকেরা দেখা করেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। অবসর প্রাপ্ত চা বাগান শ্রমিক তথা সি আই টি ইউ অনুমোদিত আলিপুরদুয়ার কোচবিহার চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সদস্য আব্দুস সাত্তার বলেন, ১১ থেকে ২০১৪ এই চার বছরের পি এফ টাকা পাচ্ছে না প্রায় ২০০ জন শ্রমিক, কারন মালিক প্রথমে পি এফ এর টাকা জমা দেয়নি, পরে দিয়েছে কিন্তু তারপর ও আমরা বঞ্চিত ।

পাবলিক নোটিশ

এটি বিনিয়োগকারীদের জানানোর জন্য যে, KEDIA TRADELINK PRIVATE LIMITED, পূর্বে আনন্দ রথী শেয়ারের 'অনুমোদিত ব্যক্তি' হিসাবে স্বীকৃত এবং NSE/ BSE/MCX/ NCDEX/ MSEI (SEBI Regn. No. INZ000170832) এর স্টক ব্রোকারস লিমিটেড সদস্য আর নেই আমাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত।
বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের এতদ্বারা আনন্দ রথি শেয়ার অ্যান্ড স্টক ব্রোকারস লিমিটেডের একজন অনুমোদিত ব্যক্তির ক্ষমতায় উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে কোনও আর্থিক লেনদেন বা লেনদেনে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
এপির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিনিময়	নাম	ট্রেড নাম	এক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
NSE cash	KEDIA TRADELINK PRIVATE LIMITED	KEDIA TRADELINK PRIVATE LIMITED	AP0182106283	08/01/2024
NSE F & O			AP0182106283	08/01/2024
NSE CD			AP0182106283	08/01/2024
BSE Cash			AP01094901158966	22/04/2024
BSE F &O			AP01094901158966	22/04/2024
রেজি. ঠিকানা	১ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ২য় তলার রুম নং-২১৫ কলকাতা - ৭০০০০১ - পশ্চিমবঙ্গ			

আদেশ দ্বারা
আনন্দ রথি শেয়ার অ্যান্ড স্টক ব্রোকারস লিমিটেড

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৪/৭০, তারিখ ১৬.১২.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৪১০৩৫;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/০ - ৪/ই অনুসারে কনভেনশনাল লোকোগুলির জন্য অয়েল কুলর রেডিয়েটর; ₹ ২,৭৪,৪০০। **(২) ১০২৪২৪৮২;** লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলি;₹ ৫,২৩,২০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য **০৩.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **(৩) ০১২৪১০১৫এ;** ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফ্যাব্রিক আর্টিফিসিয়াল লেদার ইত্যাদি ...; ₹ ১,৩৫,১২০। **(৪) ০৯২৪৫০১৯;** নিরাপত্তা (ফগপাস)-এর জন্য ফগ পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনা ইত্যাদি; ₹ ২,২৭,৭৮০। **(৫) ১০২৪১৮১২;** এলইডি ধরনের মার্কার লাইট অ্যাসেম্বলি। ₹ ১,১৫,৯২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং. ৩ থেকে ৫-এর জন্য **০৬.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **(৬) ০৪২৪৫০৩০** স্পেয়ার্স সমেত সম্পূর্ণ মেটালিক কিট বক্স, অ্যানেক্সার-এ অনুসারে একটি সেট ১৪টি দফা নিয়ে গঠিত; ₹ ৩,৪৭,৮৩০। **(৭) ১৯২৪১৬৭১;** মাস্টার কন্ট্রোলার ইত্যাদি; ₹ ১,০৭,২৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং. ৬ ও ৭-এর জন্য **০৯.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **(৮) ০৫২৪১১৮৭;** সিলিন্ড্রিকাল রোলার বেয়ারিং এনইউ৩২৬ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২,২৯,৮৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **(৯) ০১২৪১৩০৮;** হট ফোর্জড সলিড স্টিল রিভেট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,১২,৬৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **(১০) ১০২৪১৭১১;** কনট্যাক্ট সেগমেন্ট ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,০৬,০৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-63/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. GGP/191/2024 to GGP/197/2024

Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 7(Seven) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from **16/12/2024 up to 5 p.m. on 23/12/2024**. The tender will be opened on **26/12/2024 after 1 PM**. For details, please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **17/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 16)**
- No. of Work:- **16 (Sixteen) nos.**
- Last Date of Application:- **24.12.2024 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **26.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **30.12.2024 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **30.12.2024 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Water Supply), KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIeT No. : KMC/WS/C/SEC-J/56/07/24-25

Name of work **: Development of filtered water supply by laying 100 MM Dia. service main at 15, Bibi Bagan Lane and its adjacent area under Ward No.56.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,27,109.85.** Earnest Money **: Rs.8,600.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender **: 28.12.2024 at 10 a.m.** For full and further details, please visit the websites **http://www.wbtender.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works.

1. NIT No. : KMC/WS/PG_66/T17/24-25
Name of work **: Maintenance of water supply from 8, Topsia 2nd Lane to 62B, Topsia Road in Ward No.66.** Estimated Amount **: Rs.2,48,912.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 11 Days.**

2. NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-16/24-25
Name of work **: Improvement of F.W. Supply from 40A to 42/1, Topsia Road in Ward No.66.** Estimated Amount **: Rs.4,99,194.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 12 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 28.12.2024 at 1 p.m./31.12.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available from the website **: https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (C), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE-III/30/18/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Repair of bustee sewer at 8 Sastilala Road, 41G Sitalatala Lane, 63 M.B Lane and different places in Ward No.30.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,93,859.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

2. NIT No. : KMC/EE-III/32/11/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Supplying, fitting and fixing PIT covers at 103 Ultadanga Main Road, 2 Sree Krishna Colony and different bustee areas in Ward No.32.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,49,228.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

3. NIT No. : KMC/EE-III/32/12/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Repair of bustee passage at 28/1 M.P Road and 1,2,3 S.K. Colony in Ward No.32 to be disturbed by laying of sewer.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,94,348.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

4. NIT No. : KMC/EE-III/32/14/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Renovation of bustee sanitary latrines at 28/1 M.P. Road, 103, Ultadanga Main Road and different places in Ward No.32.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,99,302.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

5. NIT No. : KMC/EE-III/30/17/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Supplying fitting and fixing PIT coveres at 2/10 S.G. Road, 8, G.V.R Lane and different bustee areas in Ward No.30.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,49,972.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

6. NIT No. : KMC/EE-III/30/20/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work **: Renovation of bustee sanitary latrine at 4/1 S.G. Road, 1 J.N.T.P Lane, 24 Sastitala Lane and different places in Ward No.30.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,99,637.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.1 to 6).** Last Date and Time of submission of Bid **: 28.12.2024 upto 12 noon (for Sl.No.1 to 6).** Date and Time of opening of Bid **: 31.12.2024 after 12 noon (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 6).**

7. NIT No. : KMC/EE-III/29/26/24-25 (1st Call)
Name of work **: Repair of passage at 90/2, 45/H/7, 52 N.N Road, 36 Sastitala Road and different places in Ward No.29 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost **: Rs.4,58,075.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.** Period of Completion **: 30 Days**

8. NIT No. : KMC/EE-III/014/33/24-25 (1st Call)
Name of work **: Extension of boundary wall at Mother Teresa Community Hall in Ward No.14, Br.-III.** Estimated Cost **: Rs.3,09,828.00.** Earnest Money **: Rs.6,500.00.** Period of Completion **: 40 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 28.12.2024 upto 12 noon (for Sl.No. 7 & 8).** Date and Time of opening of Tender **: 30.12.2024 on or after 12 noon (for Sl.No.7 & 8).**

9. NIT No. : KMC/EE-III/32/35/24-25 (1st Call)
Name of work **: Repair of Prafulla Khudiram Community Centre in Ward No.32.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,98,354.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

10. NIT No. : KMC/EE-III/13/38/24-25 (1st Call)
Name of work **: Restoration of IPS and paver block passage at 16J/H/13/2, 17/H/8 J.D.L, 19/4 Bidhannagar Road and different location in Ward No.13 disturbed by W/S Department.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,54,700.00.** Earnest Money **: Rs.9,200.00.**

11. NIT No. : KMC/EE-III/13/37/24-25 (1st Call)
Name of work **: Restoration of IPS passage at 4A Ultadanga Main Road, T/2, A/1 G.D.G Lane and different location in Ward No.13 disturbed by W/S Department.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,99,251.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.9 to 11).** Last Date and Time of submission of Bid **: 31.12.2024 upto 12 noon (for Sl.No.9 to 11).** Date and Time of opening of Bid **: 02.01.2025 after 12 noon (for Sl.No.9 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.7 to 11).**

12. NIT No. : KMC/EE-III/014/30/24-25 (1st Call)
Name of work **: Repairing of Asphaltum Road surface and concrete passage at 248/29 , Bagmari Road, 24, Satcowrie Mitra Lane and its surrounding areas in Ward No.14 disturbed by Water Supply Deptt.** Estimated Cost **: Rs.4,43,019.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 30.12.2024 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender **: 02.01.2025 on or after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.12.2024 at 5 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

1062/ 24-25

ভ্রমণ

অ্যান্টার্কটিকায় যাওয়ার স্বপ্ন, কত টাকা লাগবে যেতে

স্কুল ও কলেজে পড়ার সময় স্কাউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন থেকেই ঘোরাঘুরির শখ। ২০০৫ সালে যুক্তরাজ্যে পড়তে আসি। এখানে আসার পর ঘোরার শখ আরও ডালপালা মেলল। একে একে ছয়টি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি অব সান্ডারল্যান্ড থেকে স্নাতক করার পর শুরু হয় কর্মজীবন। এরপর ঘোরাঘুরি একটু কমে এলেও ছুটিছাটায় কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। অ্যান্টার্কটিকায় যাওয়ার স্বপ্ন পুষেছি অনেক দিন। এবার সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে ধরা দিল। মাস পাঁচেক আগে অ্যান্টার্কটিকার প্যাকেজ বুকিং দিই। অ্যান্টার্কটিকাগামী জাহাজের কোন কেবিনে আপনি যাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করে প্যাকেজ ফি। সাধারণত সাড়ে ছয় হাজার ডলার থেকে শুরু হয় এসব প্যাকেজ। সুলভ প্যাকেজে এক কেবিনে চারজন থাকতে হয়। আমি দুজনের উইন্ডো ভিউ কেবিন নিয়েছিলাম। ১৩ দিনের প্যাকেজটি নিতে আট হাজার ডলার (প্রায় ১০ লাখ টাকা) লেগেছে। তবে ঘাটাঘাঁটি করলে আরও কম টাকাতেও এসব প্যাকেজ নেওয়া যায়। জাহাজের প্যাকেজের সঙ্গে যুক্ত হয় বিমানভাড়া (আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেস থেকে উসুয়াইয়ায় যাওয়া আসা), হোটেলে থাকাখাওয়া ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কেনার খরচ। যা আমার ক্ষেত্রে লেগেছে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ডলার (প্রায় ৩ লাখ টাকা)। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে আমার লন্ডনের জীবন। তাদের রেখেই ২৮ অক্টোবর আর্জেন্টিনায় পৌঁছাই। নভেম্বরের প্রথম দিন আর্জেন্টিনার সর্ব দক্ষিণের শহর উসুয়াইয়ার বন্দর থেকে জাহাজে চেপে বসি। সেই একই বন্দরে ১৩ নভেম্বর শেষ হয় আমাদের অভিযাত্রা। জাহাজে আমরা ১০০ জন অভিযাত্রী ছিলাম। আমার কেবিনমেট ছিলেন সিঙ্গাপুরের এক নাগরিক। অ্যান্টার্কটিকার দিনগুলোতে বরফে ঢাকা মহাদেশের নানা প্রান্ত ঘুরে দেখেছি। দূরতম অঞ্চলটিতে নানা রোমাঞ্চকর পর্বে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সেখানকার প্রকৃতি ও প্রাণীর ছবি তুলেছি।

শ্যালকের পুরুষাঙ্গে কামড় জামাইবাবু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ ডিসেম্বরঃ এবার শ্যালকের পুরুষাঙ্গে কামড় জামাই বাবুর, এলাকায় চাঞ্চল্য, থানায় অভিযোগ দায়ের। জামাইবাবু পলাতক,আহত শ্যালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শ্যালকের পুরুষাঙ্গ কামড় দিয়ে মাংসপিন্ড ছিঁড়ে নিলো খোদজামাইবাবু। আর এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুঁটিয়ারী শরীফ পুলিশ থানার মাকালতলা গ্রামে। আর এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন শ্যালক রবীন মন্ডল। এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত যুবক।আর তাঁর পরে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রের খবর ,ঘুঁটিয়ারী শরীফের মাকালতলার বাসিন্দা রবীন মন্ডল। সেখানে বসবাস করেন রবীনের জামাই বাবু মুন্না সাউও। অভিযোগ মুন্না কোন কাজকর্ম করে না। এছাড়াও বাড়িতে প্রতিনিয়ত ঝামেলা চালায় বলে অভিযোগ ।

Name Change
I, ESWAR RAO KOPPUROTU (Old Name) S/O K APPA RAO Residing at Flat No - 201, 2nd floor, Block-B, 56/18, Ram Mohan Mukherjee Lane, P.O+P.S - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as K ESWAR RAO (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. ESWAR RAO KOPPUROTU (Old Name) and K ESWAR RAO (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, MALATI RANI MAJI (Old Name) D/O BHUPENDRANATH PRAMANICK Residing at Vill+P.O - Sasati, P.S - Shyampur, District - Howrah, Pin - 711326 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MALOTI MAJI (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. MALATI RANI MAJI (Old Name) and MALATI MAJI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, K ABHISHEK RAO (Old Name) S/O K ESWAR RAO Residing at Flat No - 201, 2nd floor, Block-B, 56/18, Ram Mohan Mukherjee Lane, P.O+P.S - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KOPPUROTU ABHISHEK RAO (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. K ABHISHEK RAO (Old Name) and KOPPUROTU ABHISHEK RAO (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, PRADEEP KOCHAR (Old Name) S/O JATAN MAL KOCHAR Residing at Block -4, Flat -1A, Orbit Sky View, 1/1A, Uma Kanta Sen Lane, P.O - Ghugudanga, District - Kolkata, Pin - 700030 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRADEEP KUMAR KOCHAR (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. PRADEEP KOCHAR (Old Name) and PRADEEP KUMAR KOCHAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, ANUSHREE DHANDHARIA (Old Name) W/O PRAVEEN RUNGTA Residing at Block - Summer, Flat - 3A Purti Seasons, 22 Buroshibtala Main Road, P.S - Behala, District - Kolkata, Pin - 700038 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANUSHRI RUNGTA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. ANUSHREE DHANDHARIA (Old Name) and ANUSHRI RUNGTA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, CHIRAG COCHAR (Old Name) S/O PRADEEP KUMAR KOCHAR Residing at Block -4, Flat -1A, Orbit Sky View, 1/1A, Uma Kanta Sen Lane, P.O - Ghugudanga, District - Kolkata, Pin - 700030 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as CHIRAG KOCHAR (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. CHIRAG COCHAR (Old Name) and CHIRAG KOCHAR (New Name) both are same and one identical person.

নিজেকে ফ্যাশনেবল রাখতে বেছে নিতে পারেন ৫-৪-৩-২-১ মেথড

কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছানোটা অনেকের কাছেই জটিল এক কাজ। এত এত পোশাক, তার মধ্যে থেকে কোনটা নেব? কয়টা নেব? বেড়াতে গিয়েও নিজেকে ফ্যাশনেবল রাখতে বেছে নিতে পারেন ৫-৪-৩-২-১ মেথড।

৫-৪-৩-২-১ মেথড কী?

৫-৪-৩-২-১ মেথড মূলত একটি প্যাকিং টেকনিক। ট্যুরে কোন জামা নিয়ে যাব, কোনটা কখন পরব, এই নিয়ে চিন্তা ভাবনার শেষ নেই। সেই ট্যুর এক সপ্তাহের হোক কিংবা দুই দিনের, পোশাক হওয়া চাই ফিটফাট। অনেকে তো সপ্তাহখানেক আগে থেকেই শুরু করে দেন ব্যাগ গোছানো। তাই বলে ব্যাগভর্তি জামাকাপড় নিয়ে তো ট্যুরে রওনা দেওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক প্যাকিং টেকনিক। তেমনই এক টেকনিক বাতলে দিয়েছেন ট্রাভেল ব্লগার জেনেভা ভ্যান্ডারজিল। কাজের জন্য বছরে প্রায় ১৫০ দিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয় জেনেভাকে। তবে এত কিছুর মধ্যেও নিজের ফ্যাশন স্টাইলকে অবহেলো করেন না তিনি। বরং এত দিনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে নারীদের জন্য তৈরি করেছেন অনন্য একটি প্যাকিং মেথড। যেখানে প্রয়োজন আর স্টাইলদুইটিই প্রাধান্য পাবে।

কী থাকছে এই মেথডে?

নারীদের জন্য তৈরি এই প্যাকিং মেথডে পোশাককে পাঁচটি আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এমনভাবে প্যাকিং করা হয়েছে, যাতে ট্যুর দুই দিনের হোক কিংবা দুই সপ্তাহ, স্টাইলে কোনোভাবেই ভাটা না পড়ে। এই মেথডে কী কী জায়গা পাচ্ছে ব্যাগে? পাঁচটি টপস, চারটি বটমস, তিন জোড়া জুতা, দুইটি ড্রেস, এক সেট অ্যাক্সেসরি। এভাবে পোশাক নিলে ২০ ভাবে সেগুলো পরা সম্ভব।

পাঁচটি টপসঃ একটি সাদা টি-শার্ট, একটি কালো টি-শার্ট, একটি গোলাপি টপস, একটি ব্লেজার ও একটি ডেনিম

জ্যাকেট।

চারটি বটমসঃ দুটি জিনস, একটি কালো ট্রাউজার, একটি স্কার্ট।

তিন জোড়া জুতাঃ এক জোড়া স্নিকার্স, এক জোড়া হিলস, এক জোড়া স্যান্ডেল।

দুটি ড্রেসঃ একটি ফ্লোরাল ড্রেস ও একটি জাম্পার।

এক সেট অ্যাক্সেসরিঃ ক্লাচ, জুয়েলারি ব্যাগ, সানগ্লাসসহ আনুষঙ্গিক টুকিটাকি জিনিসপত্র।

রিডার্স ডাইজেস্টকে জেনেভা বলেন, ৫-৪-৩-২-১ মেথড আমার বিশেষ পছন্দ। কারণ, এটি মনে রাখা যে রকম সহজ, তেমনই যেকোনো সময়ে চাইলেই সম্পূর্ণ নতুন একটা আউটফিট পরতে পারি। এ ছাড়াও ঘুরতে যাওয়ার আগে ওভার প্যাকিংয়ের দুশ্চিন্তা থাকে না। একটি ব্যাগ থেকেই মোট ২০টি আলাদা আলাদা আউটফিট তৈরি করা সম্ভব। সকালে যদি ব্লেজারের সঙ্গে জিনস পরি, তবে রাতে জিনসের সঙ্গে জ্যাকেট বা টপস। এভাবে মিক্স করে পোশাক পরলে একটি পোশাক দিয়েও অনেকগুলো কম্বিনেশন করা সম্ভব।

খেয়াল রাখবেন

সঙ্গে আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কোথায় ঘুরতে যাচ্ছেন, কী কী দেখবেন, কোথায় সময় কাটাবেন ঘুরতে যাওয়ার আগেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ঠিক করে নিন। এতে করে জায়গা অনুযায়ী আগেই পোশাক পছন্দ করে নিতে পারবেন। এ ছাড়াও লোকেশনের ওপর ভিত্তি করে রং বাছাই, বিভিন্ন অলংকার কিংবা হ্যান্ডব্যাগ পোশাকের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিতে পারে বহুগুণ। এ ছাড়াও কোথাও ঘুরতে যাওয়ার আগে যাত্রাপথে সবচেয়ে ভারি জামাকাপড় পরে বের হন। বিশেষ করে বিমানে করে কোথাও গেলে (যেখানে লাগেজের ওজনের সীমাবদ্ধতা আছে) সেখানে বাড়তি বিপত্তিতে পড়তে

হবে না। লম্বা ট্রিপে গেলে অবশ্যই ডিটারজেন্ট সঙ্গে নেবেন। এতে করে পোশাক ময়লা হলে সহজেই ধুয়ে আবার পরতে পারবেন।

Name Change
I,ANJALI (OLD NAME),WIFE OF SK SAKIL MAHAMMAD, RESIDING AT VILL - NONARI, PO - ASWATHAPUR, PS - RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR - 721446,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYESHA BEGAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/12/2024.THAT ANJALI AND AYESHA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, KARTIK KOLE (Old Name) S/O KALIPADA KOLEY Residing at Kamalapur Purbapara Bora, P.S - Singur, District - Hooghly Rural, Pin - 712306 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KARTIK KOLEY (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. KARTIK KOLE (Old Name) and KARTIK KOLEY (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ishfaque Khan (Old Name) S/o Alamgir Khan Residing at 42 Dr H K Chatterjee Lane, Vtc- - Bally(M), P.o - Ghusuri, District - Howrah, Pin- 713213 W.B. India shall henceforth be known as Ashfak Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2024. Ishfaque Khan (Old Name) and Ashfak Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,Provas Bhowmick and Pravash Bhowmick & Pravas Bhowmick(old name) S/o Late Shyama Charan Bhowmick,residing at VILL& P.O.- Samta,P.S.- Bagnan Dist.- Howrah, Pin- 711303 West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Prabhas Bhowmick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 17/12/2024.Provas Bhowmick and Pravas Bhowmick & pravas Bhowmick(Old name) and Prabhas Bhowmick (New name) both are same and identical person.

Name Change
I , SK MD Naimuddin S/O- Seikh Mahammad Zulfikar Ali @ Sekh Md Zulfikar Ali resident of Saktigarh Bazar, P.O.+P.S.-Saktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713149, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEIKH MAHAMMAD NAIM UDDIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/12/2024. That SK MD Naimuddin and Seikh Mahammad Naim Uddin both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajmal Al Zobaidi (Old Name) W/o Yousuf Al Zobaidi Residing at 89/1, Muzaffar Ahmad Street, St Marys School, P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin- 700016 West Bengal India shall henceforth be known as Ajmal Jahan Ahmad (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2024. Ajmal Al Zobaidi (Old Name) and Ajmal Jahan Ahmad (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Anima Chitta Hira (old name) W/o Late Chitta Ranjan Hira, residing at Vill. Kuthibari, P.O. & P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Anima Hira (new name) as declared before the Ld.A.C.J.M 1st Class at Bongaon, North 24 Pgs, on 12/12/2024. Anima Hira (new name) and Anima Chitta Hira (old name) both are same and identical person.

Name Change
I , SK MD Zulfikar Ali @ Seikh Mahammad Zulfikar Ali @ Julfikar Ali Seikh S/O- Sekh Nazir Hossain resident of Saktigarh Bazar, P.O.+P.S.-Saktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713149, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH MD ZULFIKAR ALI' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/12/2024. That SK MD Zulfikar Ali @ Seikh Mahammad Zulfikar Ali @ Julfikar Ali Seikh and Sekh Md Zulfikar Ali all are same and one identical person.

Name Change
I, Debika Parui W/o Samir Ghosh Residing at Pairagacha, Naity Pole Pakurtala, P.o - Janai, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin- 712304 West Bengal India shall henceforth be known as Debika Ghosh. I declare that Debika Parui and Debika Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-12-2024.

Name Change
I, Geeta Hira (old name) W/o Chinmay Hira, residing at Vill. Kuthibari, P.O. & P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Gita Hira (new name) as declared before the Ld.A.C.J.M 1st Class at Bongaon, North 24 Pgs, on 12/12/2024. Gita Hira (new name) and Geeta Hira (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Bichitra Kundu (পুরাতন নাম) স্বামী Rajib Sikder পিতা Bikash Kundu ঠিকানা Vill - Kuthibari, P.o+P.s - Bongaon, District- 24 Pgs(N), Pin- 743235, West Bengal India Additional Chief Magistrate (First Class) at Bongaon North 24 Parganas Dated 28-10-2024 এর Affidavit no 7823 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bichitra Sikder Kundu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bichitra Sikder Kundu (নতুন নাম) ও Bichitra Kundu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Himanshu Paul S/o Bappa Pal Residing at Parbataipur Mondal Para, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405 West Bengal India shall henceforth be known as Himangshu Pal. I declare that Himanshu Paul and Himangshu Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-12-2024.

Name Change
I, Chinmoy Hira (old name) S/o Late Chitta Ranjan Hira, residing at Vill. Kuthibari, P.O. & P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Chinmay Hira (new name) as declared before the Ld.A.C.J.M 1st Class at Bongaon, North 24 Pgs, on 12/12/2024. Chinmay Hira (new name) and Chinmoy Hira (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Saheena Khatoon (পুরাতন নাম) স্বামী Md Mohib Uddin ঠিকানা 2A/H/4 Chatu Babu Lane, kolkata - 700014, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shahina Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shahina Begum (নতুন নাম) ও Saheena Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Bappa Paul S/o Ajit Pal Residing at Parbataipur Mondal Para, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405 West Bengal India shall henceforth be known as Bappa Pal. I declare that Bappa Paul and Bappa Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-12-2024.

দৃষ্টান্তমূলক নিষ্ঠা এবং সাহসিকতার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্মচারীর মর্যাদাপূর্ণ 'অতি বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার' অর্জন

মালিগাঁও, ১৭ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে সুরক্ষা, উদ্ভাবন, রাজস্ব উৎপন্ন এবং পরিচালনামূলক উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য বিভিন্ন জোনের ১০১ জন রেলওয়ে কর্মী ও আধিকারিকদের মর্যাদাপূর্ণ 'অতি বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার' প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে। এই পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক একনিষ্ঠতা এবং নিঃ স্বার্থ সেবার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েরও দুই জন কর্মী রয়েছেন, যাঁরা মানুষের জীবন ও রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নতুন দিল্লির ভারতীয় মণ্ডপমে আয়োজিত এক বিশাল অনুষ্ঠানে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই দুই জন কর্মীকে সংবর্ধনা জানাবেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে থেকে বদরপুরের লোকো পাইলটগুডস (ইলেকট্রিক্যাল) শ্রী রাজ নারায়ণ কুমারকে সাহসিকতা ও সতর্কতার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ০৫৬৭৬ আপ ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল চালানোর সময় ত্রিপুরার তেলিয়ামুরা স্টেশন অতিক্রম করার পর তিনি সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বারামুরা হিল রেঞ্জে একটি সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতিরোধ নিশ্চিত করেছিল। সেদিন আনুমানিক ১০০০ যাত্রী বহনকারী ট্রেনটি প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে ট্র্যাক ব্লক করে রাখা একটি বিশাল ভূমিধসের সম্মুখীন হয়েছিল। শ্রী কুমার সেই সময় জরুরীকালীন ব্রেক প্রয়োগ করে ওই ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে ট্রেনটি থামিয়েছিলেন এবং ট্রেনের সকল যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। পরিস্থিতির কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর দ্রুত চিন্তাধারা এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করাটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকজন পুরস্কারপ্রাপক হলেন রেলওয়ে সুরক্ষা এবং পরিচালনমূলক দক্ষতার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী লামডিঙের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (ইলেকট্রিক্যাল) শ্রী রাহুল কুমার। তীব্র হাওয়া এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে ১৫৬১২ ডাউন ট্রেন চালানোর সময় তিনি রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর একটি গাছ পড়ে যাওয়ার মতো গুরুতর বাধা প্রত্যক্ষ করেন। এমন পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ও পরিচালনমূলক দক্ষতার সাথে কোনও আপস না করে তিনি দৃষ্টান্তমূলক কর্মদক্ষতার প্রদর্শন ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লোকো পাইলটের সাথে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জরুরীরকালীন ব্রেক প্রয়োগ করেন এবং ঠিক সময়ে ট্রেনটি থামিয়ে ট্রেনের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ করেন ও যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। এরই স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তাঁদের কৃতিত্ব ও একনিষ্ঠতা গর্বের সাথে পালন করেছে, যা যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে পরিষেবার সর্বোচ্চ স্তরের মানদণ্ড এবং প্রতিশ্রুতির উদাহরণ তুলে ধরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে সম্প্রতি রহস্যজনক ড্রোন

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় আকাশে সম্প্রতি রহস্যজনক ড্রোন উড়তে দেখা গেছে। এ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হোয়াইট হাউস গতকাল সোমবার জোর দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যময় ড্রোনগুলো বৈধভাবে উড়ছে। তবে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, বিষয়টি নিয়ে লুকোচুরি করছে সরকার। নিউজার্সি ও নিউইয়র্কের আকাশে যে রহস্যজনক দৃশ্য দেখা গেছে, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আসলে কী ঘটছে, তা সরকার জানে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর প্রশাসন রহস্যজনক বস্তুগুলোর উৎস স্পষ্টভাবে চিহ্নিত না করায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। গতকাল সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাইডেন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি জোর দিয়ে বলেন, এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তিনি বলেন, আকাশে যেসব ড্রোন দেখা গেছে, তার বেশির ভাগই চালানো হয়েছে বৈধ ও আইন সম্মতভাবে। কারবি সাংবাদিকদের বলেন, সরকারি মূল্যায়ন অনুযায়ী, আজ পর্যন্ত যেসব ড্রোন দেখা গেছে, সেগুলো আইন সম্মতভাবে বাণিজ্যিক ড্রোন, শখের ড্রোন এবং আইন প্রয়োগকারী ড্রোন। মনুষ্যচালিত ফিক্সড-উইং বিমান, হেলিকপ্টার এবং এমনকি রাতের আকাশে তারাকে ভুল করে ড্রোন বলে দাবি করা হচ্ছে। কারবি আরও বলেন, 'আমরা অস্বাভাবিক কিছু বা জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোনো জিনিস চিহ্নিত করিনি। ড্রোনের তথ্যগুলো বেশ কাছ থেকে পরীক্ষা করে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা এ মূল্যায়ন করেছেন।

এর আগে এ ঘটনায় বিদেশি সম্পৃক্ততার অভিযোগও পাওয়া গিয়েছিল। এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এমনকি ড্রোনগুলো সাগরে ইরান বা চীনের জাহাজ থেকে পাঠানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে এ দাবিও অনেকটাই বানোয়াট বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা গেছে, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়াসহ বিভিন্ন এলাকার আকাশে রহস্যময় কিছু একটি উড়ছে।

এ বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডায় তাঁর মার-এ-লাগো রিসোর্টে বলেছেন, সরকার জানে, কী ঘটছে। তবে এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি তিনি। ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের সামরিক বাহিনী ও প্রেসিডেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে জানেন।

কিন্তু কিছু কারণে তাঁরা জনগণকে রহস্যের মধ্যে রাখতে চান।' তবে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রধান গত রোববার একটি বিশেষ ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, 'কোনো নিরাপত্তাজনিত হুমকি নেই।'

Name Change
I,Taslima Begum(old name) W/o Abdul Kalam Mondal,residing at VILL& P.O.- Malidaha,P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 parganas, Pin- 743232, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Taslima Begam Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 17/12/2024. Taslima Begam (Old name) and Taslima begam Mandal (New name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jaya Baishampayan (old name) W/o Late Baishampayan Chaudhuri, residing at FL-2B, 2nd Floor, 181, Narayan Roy Road, A.K.Jewellers, Purba Barisha, South 24 Pgs, Pin-700008, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Jaya Chaudhuri (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 17/12/2024. Jaya Chaudhuri (new name) and Jaya Baishampayan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ashis Mondal S/o Ajit Kumar Mondal Residing at Bira Ballav Para, Bira, Habra -II, District - North 24 Parganas Pin - 743234 West Bengal India shall henceforth be known as Asish Kumar Mondal. I declare that Ashis Mondal and Asish Kumar Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-12-2024.

Name Change
I, Ashis Shroff & Ashis Saraf (old name) son of Madhu Kumar Shroff, residing at BL-411, Sector-2, Salt Lake City, Bidhannagar, North 24 Pgs, Pin-700091, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashis Kumar Shroff (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 17/12/2024. Ashis Kumar Shroff (new name) and Ashis Shroff & Ashis Saraf (old name) all are same and identical person.

Name Change
I, Asraf Khan (old name) son of Late Feroz Khan, residing at 18/H/1, M. M. Ali Road, P.O.- Khidderpore, P.S.-Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashraf Khan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 17/12/2024. Ashraf Khan (new name) and Asraf Khan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Poritosh Ghosh S/o Madan Ghosh Residing at Vill - Gongra, P.o - Ranabanda, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Paritosh Ghosh. I declare that Poritosh Ghosh and Paritosh ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-12-2024.

Name Change
I, Suvo Biswas (old name) son of Bharat Biswas, residing at Vill- Mahanad Dakshinpara, P.S.- Polba, P.O.- Mahanad, Dist- Hooghly, Pin- 712149, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subha Biswas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 17/12/2024. Subha Biswas (new name) and Suvo Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Lachmi Singh (old name) D/o Ram Bahadur Chettri, residing at 6 Tottii Lane, Kolkata- 700016, P.S.- New Market, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Laxmi Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Laxmi Singh (new name) and Lachmi Singh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,Mether Chandra Mondal alias Mathor Ch Mondal S/o Bijay Mondal Residing at Chingrajole, Jhikira, District - Howrah, Pin - 711401 West Bengal India shall henceforth be known as Methar Mondal. I declare that Mether Chandra Mondal, Mathor Ch Mondal and Methar Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 17-12-24

Name Change
I, Hazari Kahar & Haju Kahar (old name) son of Abhoy Kumar, residing at Shankarpur, P.O. & P.S.- Haroa, Dist-North 24 Pgs, Pin-743425, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Hazu Kahar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 17/12/2024. Hazu Kahar (new name) and Hazari Kahar & Haju Kahar (old name) all are same and identical person.

Name Change
I, Abdul Kashem (old name) son of Habibar Rahaman Mallick, residing at Mallikpur, Sankarpur, Dist- Hooghly, Pin- 712303, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Kashem Mallick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 17/12/2024. Abdul Kashem Mallick (new name) and Abdul Kashem (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mamata Haque W/o Mizanur Haque Residing at Sangmura Central Road, South Kazipara, Barasat -I, District - North 24 Parganas Pin - 700125 West Bengal India shall henceforth be known as Mamata Begam. I declare that Mamata Haque and Mamata Begam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-12-2024.

ভারতীয় দুর্গের আকর্ষণে বহু বিদেশি পর্যটক আমাদের দেশে এসে জ্ঞানের পিপাসা মেটান

মধুসূদন দে ,বাঁকুড়া, ১৭ ডিসেম্বর ঃ আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কোন দুর্গম স্থানে উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সুরক্ষিত প্রাসাদ এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি রাখার স্থান কে দুর্গ বলা হয়। রাজা বাদশাগণ এই দুর্গের ভিতর সুরক্ষিত স্থান থেকে গোটা রাজ্য পরিচালনা করতেন। জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য এবং রাজার ক্ষমতা ও গৌরব প্রদর্শনের জন্য দুর্গগুলি নির্মিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সময়ে নির্মাণ করা দুর্গ আজও রাজা, মহারাজা, সুলতান, বাদশাদের কীর্তির কথা মনে করায়। বহু বিদেশি পর্যটক এই দুর্গ রহস্যের তথ্য উদ্ধার করার আকর্ষণে আমাদের দেশে এসে জ্ঞানের পিপাসা মেটান। আজ সেই রাজা, বাদশা বা সৈন্য সামন্ত কিছুই নেই। তবু এই বিশাল দুর্গের সামনে দাঁড়ালে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয় এই হয়ত দুর্গের প্রাচীরের ছিদ্র থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হবে। দুর্গ থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে আসবে। ঘোড়ার খুরের খটমট শব্দ এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয়ে যাবে। ভারতে মোঘল রাজত্বকালে দুর্গের নির্মাণে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। পাঁচিলের উচ্চতা কমানো হয়। দেওয়ালের প্রস্থ বাড়ানো হয়। দুর্গের মূল অংশ এবং পাঁচিলের মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করা হয়। যার ফলে শত্রুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা দুর্গের কোন ক্ষতি করতে না পারে। দুর্গের মূল দরজা খুব শক্ত, মজবুত এবং সুসজ্জিত করা হয়। দরজার উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়। যাতে হাতিরা ওই দরজা দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে।ভারতের সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং জনপ্রিয় দুর্গ হল লাল কেল্লা। দিল্লির যমুনা নদীর ডান তীরে এই দুর্গটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল বেলে পাথর দিয়ে দুর্গটি তৈরি করা হয়েছে। তাই দুর্গ টিকে লালকেল্লা বা লাল দুর্গ বলা হয়। লালকেল্লা মুঘল সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

এই দুর্গটি শাহজাহানের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। লাল কেল্লায় মুঘল ভাস্কর্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। লাল কেল্লা পার্সিয়ান নির্মাণ শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দুর্গ তৈরি করতে সময় লেগেছিল আট বছর দশ মাস পঁচিশ দিন। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের বিচার এই কেল্লার ভিতরে একটি স্থানে করে তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দিয়েছিলেন।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর দিল্লির লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এরপর থেকে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আমাদের দেশের আরেক টি দুর্গ রাজস্থান রাজ্যের থর মরুভূমির মাঝামাঝি ত্রিকূট পর্বতের উপর সগর্বে অবস্থান করছে ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহ দুর্গ জয়সলমীর। এই দুর্গের প্রতিটি অংশেই রক্ত ক্ষয়ের ইতিহাস গ্রথিত আছে। কথিত আছি যে আলাউদ্দিন খলজি রাজপুতদের পরাজিত করে এই দুর্গ দখল করেন। তখন রাজপুত রমণীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য জহরব্রত অর্থাৎ স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন। দুর্গটি সূর্যাস্তের সময় সোনালী রঙ ধারণ করে। তাই একে সোনার কেল্লা বলা হয়। এই সব দুর্গ কত মানুষের নিরলস পরিশ্রমের ফলে নির্মিত হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে তখন বর্তমানের মত ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। অথচ এই দুর্গগুলি হাজার হাজার বছর ধরে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ঃ সংসদ চত্বরে সরব বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার কংগ্রেসের সাংসদেরা একজোট হলেন সংসদের বাইরে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিরোধী দলের সাংসদরা। হাতে প্ল্যাকার্ড-এর পাশাপাশি প্রতীকী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে প্রতিবাদে নামেন তাঁরা। জানা গেছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সাংসদ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে জড়ো হন। তাঁরা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে প্রতিবাদ করেন। তাতে লেখা ছিল 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াও'। তাঁরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে স্লোগান দেন।

উচ্চ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে এনটিএ ঃ ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ২০২৫ সাল থেকে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে। কোনও নিযোগে পরীক্ষা পরিচালনা করবে না। জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। চলতি বছরে বিতর্কের শিরোনামে উঠে এসেছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ ওঠে সর্বভারতীয় সংস্থাটির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্বে থাকবে তারা। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় একটি পরীক্ষা নেওয়া হবে।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেঃ অর্থমন্ত্রী

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৭ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে গোমতী জেলার উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের তীব্র সংকট নিরসনের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল জল সম্পদ দপ্তরে। অবশেষে মঙ্গলবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহ রায়ের হাত দিয়ে দশ হাজার জিপিএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিপ টিউবওয়েলের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকার সহ জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা। মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল। অবশেষে আজকে তার নিরসনের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন এলাকায় জলের আর সমস্যা থাকবে না বলে জানান মন্ত্রী প্রণজি সিংহ রায়। তিনি আরও বলেন, শুধু রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের সন্নিকটে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান নয় পুরো উদয়পুর এলাকায় মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করার অন্যতম উপায় হল পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান বিজেপি সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৩.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ** (১) **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২ডি। **ট্রেন ঃ** ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। (২) **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২ই। **ট্রেন ঃ** ট্রেন নং. ১২৩১১ হাওড়া-কালকা নেতাজী এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-১। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-487/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে শিশু অধিকার শিবির

হাইলাকান্দি (অসম), ১৭ ডিসেম্বর ঃ শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের (এনসিপিসিআর) উদ্যোগে দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খন্ডে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শিশু অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্পর্কে এক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে সরকারি বিভাগগুলি থেকে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত এই শিবির সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অজয় কুমার দত্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়, ২৬ ডিসেম্বরের শিবিরে জেলায় শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বকেয়া কোন আবেদন জমা পড়ে থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি করে নিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে জেলার সব বিভাগ থেকে শিবিরে স্টল খোলা হবে। এছাড়া শিবির গুলিতে শিশু অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগও জমা দেওয়া যাবে। আবেদন গুলির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অজয় কুমার দত্ত সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারি যে ৩৬ টি প্রকল্প রয়েছে, তার সব কয়টি শিশুদের জন্য সুনিশ্চিত করতে সভায় প্রশাসনের সব আধিকারিককে পরামর্শ দেন। তিনি সভায় শিশু অধিকার লঙ্ঘন বা হয়রানি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে জমা দিতে জেলাবাসীর প্রতি আবেদন জানান। বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক এবং অগ্রণী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সবাই অন্যান্যদের মধ্যে জেলা পরিষদের সিইও রণজি কুমার লস্কর এবং এডিসি দীপমালা গোয়ালাও অংশ নেন।

সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ৯৫ বছরের বৃদ্ধার

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ১৭ ডিসেম্বর ঃ সাব্রুম থেকে আগরতলা গামী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হল ৯৫ বছরের বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম কড়ইমুড়া পোদ্দার পাড়া এলাকার রেল লাইনের ১৯৮ নম্বর পিলারের কাছে। মৃতার নাম ভালোবাসা পোদ্দার। পোদ্দার পাড়া এলাকার যুবক সমীর পোদ্দার জানিয়েছেন, এই এলাকার ৯৫ বছরের বৃদ্ধা ভালোবাসা পোদ্দার সব সময় মাটিতে ভর দিয়ে দিয়ে রেল রাস্তা অতিক্রম করেন। বয়সের ভারে সোজা হয়ে হাঁটাচলা করতে পারেন না। দুই হাতে এবং দু পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করেন। মঙ্গলবার রেল রাস্তা অতিক্রম করে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে দ্বি খন্ডিত হয়ে যায় ভালবাসা পোদ্দরের দেহ। রক্ত মাংস হাত পা মস্তক ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকে রেল লাইনে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ডোম এনে ভালোবাসা পোদ্দারের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের অংশগুলিএকত্রিত করে নিয়ে আসে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হবে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে। ভালোবাসা পোদ্দারের মৃত্যুতে নেমে আসে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া। এই স্থানে এখন পর্যন্ত পাঁচজনে মৃত্যু হযেছে ট্রেনে কাটা পড়ে। এই ১৯৮ নম্বর পিলারের কাছে রেল লাইনের জায়গাটিকে অভিশপ্ত জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছে গ্রামের মানুষ। না হলে কেন এমন হবে। ঠিক একই স্থানে কয়েক মাস পর পর একই ভাবে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। এলাকাবাসী দাবি তুলেছেন এই স্থানে রেল রাস্তা অতিক্রম করার জন্য গ্রামবাসীদের স্বার্থে একটি রেলওয়ে ক্রসিং দেওয়া দরকার।

শাস্তি পেতে চলেছেন হবু মার্কিন রাষ্ট্রপতি? পদে বসলেও রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই

১৭ ডিসেম্বর ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগে অস্বস্তি বাড়ল ডোনাল্ড ট্রাম্পের। পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ট্রাম্প শাস্তি থেকে অব্যহতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সে আর্জি খারিজ করে সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, উনি রাষ্ট্রপতি পদে বসলেও রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই। সব মিলিয়ে কুর্সিতে বসার আগেই চাপ বাড়ল ট্রাম্পের।

২০১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিতর্কের সূত্রপাত তারও আগে। ২০০৬ সালে স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের যৌন সম্পর্ক হয়েছিল বলে দাবি। অভিযোগ, বিষয়টা চেপে দিতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে স্টর্মিকে এক চুক্তিতে সই করানো হয়েছিল। এমনকী ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার ঘুষও দেওয়া হয়েছিল। টাকা দিতে গিয়ে নথি জাল করারও অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের আইনজীবীর বিরুদ্ধে। তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্টর্মি যা অভিযোগ করেছেন, তা বার বারই

খণ্ডন করেছেন বর্ষীয়ান নেতা। এর পরই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার। সেই সাজা খারিজের আবেদন জানান ট্রাম্পের আইনজীবীরা।

এই মামলায় আদালতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার কথা তুলে ধরেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা। যেখানে প্রেসিডেন্টদের ' কাজকর্মের আইনি রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে। তবে বিচারক স্পষ্ট জানান, এই মামলার ক্ষেত্রে যে প্রমাণগুলি পাওয়া গিয়েছে, তা ব্যক্তিগত স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া যাবে না।

গতবার হেরে গেলেও এবার মহাসমারোহে মসনদে প্রত্যাবর্তন করেছেন ট্রাম্প। ৭১ মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকানের ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র ইলেক্টোরাল কলেজ-ই জেতেননি, পপুলার ভোটেও জিতেছেন- এমন কৃতিত্ব তিনি ২০১৬ বা ২০২০ সালেও দেখাতে পারেননি। তাঁর এই বিপুল জয়ের পরেও দেশের একাংশের মানুষের আশঙ্কা, হোয়াইট হাউসে ফিরলে প্রথাগত ভারসাম্যকে হ্রাস করতেই থাকবেন ট্রাম্প। ইতিমধ্যেই ক্ষমতায় বসার আগে নানা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

জঙ্গিবাদকে বিপ্লবের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে, মুখ খুললেন ক্ষমতাচ্যুত আসাদ

১৭ ডিসেম্বর ঃ সন্ত্রাসবাদীরা দখল নিয়েছে সিরিয়ার, ক্ষমতা হারানোর পর প্রথমবার মুখ খুললেন বাশার আল আসাদ। মস্কো থেকে এক বিবৃতিতে ' ভাবে দেশত্যাগের বিষয়টি অস্বীকার করেন সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। জানান, শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বিবেচনা করেই দেশে ছেড়েছেন তিনি। ২০০০ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসেন আসাদ। বাবা হাফেজ আল আসাদের পর উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পান তিনি। যদিও গত ৮ ডিসেম্বর পালবদল ঘটে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধে জয় পেয়েছে বিদ্রোহী জঙ্গি সংগঠনগুলি। বাধ্য হয়ে দেশে ছেড়েছেন আসাদ। সপরিবারে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। মস্কো থেকে প্রথমবার দেশত্যাগী আসাদ বিবৃতি দিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৭ ডিসেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায় দামেস্কাসে পৌঁছায় জঙ্গিরা। প্রশ্ন উঠেছিল প্রেসিডেন্টের ভাগ্য ও অবস্থান নিয়ে। জেহাদিদের জঙ্গিবাদকে বিদ্রোহীদের সংগ্রাম বলে চালাতে প্রচুর ভুয়ো তথ্য ও ভুল খবর ছড়ানো হয়েছিল। আসাদের বিবৃতিতে দেশত্যাগে রাশিয়ার ভূমিকার বিষয়ে বলা হয়, দামাস্কাসে বিদ্রোহীদের প্রবেশের একদিন পর ৮ ডিসেম্বর সেনাঘাঁটি থেকে রুশ সেনার সাহায্যে মস্কো উড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। যদিও গৃহযুদ্ধ চলাকালীন পদত্যাগ বা আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবেননি সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। বরং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। বর্তমানে মস্কোতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকলেও সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রয়েছে বলেই জানিয়েছেন বাশার আল আসাদ। তাঁর ভবিষ্য পরিকল্পনা কী? জানাননি আসাদ।

আমেরিকায় শিক্ষক-পড়ুয়াদের হত্যা করে আত্মঘাতী কিশোরী

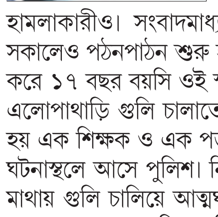

১৭ ডিসেম্বর ঃ আবার বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত হল আমেরিকা। বন্দুক হাতে স্কুলে প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল ১৭ বছরের এক কিশোরী। এই হামলায় এক শিক্ষক ও এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার উইসকনসিনের ম্যাডিসন শহরে। হামলা চালানোর পর আত্মঘাতী হয় ওই হামলাকারীও। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল স্কুলটিতে। হঠাৎ বন্দুক হাতে স্কুলে প্রবেশ করে ১৭ বছর বয়সি ওই স্কুলেরই এক ছাত্রী। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে সে। হামলার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক শিক্ষক ও এক পড়ুয়ার। আহত হন অন্তত ৬ জন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। নিরাপত্তাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেই নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই কিশোরী। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ৯ এমএম পিস্তল দিয়ে এই হামলা চালানো হয়। এদিকে ভয়াবহ এই ঘটনার পর ওই এলাকার ৯টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় দ্রুত। সব পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, ' টাউন থেকে উভালদে, পার্কল্যান্ড থেকে ম্যাডিসন, সর্বত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমরা শিশুদের বন্দুকবাজ হয়ে ওঠা থেকে আটকাতে পারছি না। ক্লাসরুমে নিরাপদ বোধ করা প্রত্যেক পড়ুয়ার অধিকার। তারা লেখাপড়া শেখার বয়সে বন্দুক চালানো এবং হামলা থেকে বাঁচা শিখছে।'

অবশ্য আমেরিকার মাটিতে বন্দুকবাজের এমন হামলা নতুন নয়। গত দু'সপ্তাহ আগে ক্যালিফোর্নিয়ার অরোভাইলে এক স্কুলে বন্দুকবাজের হামলায় গুরুতর আহত হয় দুই পড়ুয়া। ৫-৬ বছর বয়সি এক পড়ুয়া এই হামলা চালায়। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ২০২ বার এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের।

ত্রিপুরায় পুনরায় কাজ শুরু করতে চলেছে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠন

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজি সিনহা। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি জেলায় পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠন গঠন করার বিষয়ে আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের সভাপতি অভিজি সরকার, প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, এআইসিসি প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠন সম্পর্কে প্রচার শুরু করেছিলেন। প্রায় ৬-৭ বছর আগেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এর শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ শাখা সংগঠনের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন বীরজি সিনহা। বর্তমানে ত্রিপুরা প্রদেশের রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অভিজিৎ সরকার। অনুষ্ঠানে বীরজিত সিনহা আশা ব্যক্ত করেন সভাপতি অভিজি সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ শাখা সংগঠন গড়ে উঠবে এবং সাধারণ জনগণ এর বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি তিনি রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যের গ্রামীণ জনগণের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online Item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/UUPS/MN/24-25 (1st Call)
Name of work : **Regular maintenance of pumps, motors, electro-mechanical accessories with other allied works at Ultadanga Underpass pumping station under DLPS.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **9 months**.

(2) NIT No. : KMC/S_D/UDPS/DB/24-25 (1st Call)
Name of work : **Manufacturing, supply and fitting-fixing of M.S. delivery bend of 55 cusec capacity pump unit no. 3 with its allied works at Ultadanga drainage pumping station.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **10 days**.

(3) NIT No. : KMC/S_D/MUPS/MN/24-25 (1st Call)
Name of work : **Regular maintenance of pumps, motors, electro-mechanical accessories with other allied works at Maniktala Underpass pumping station under DLPS.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **9 months**.

(4) NIT No. : KMC/S_D/BSTP/AR/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing with replacement of essential worn out components of 4 nos. aerator with other allied works at Baghajatin STP.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **21 days**.

(5) NIT No. : KMC/S_D/JORA/GR/24-25 (1st Call)
Name of work : **Replacement of M.S. gratings on screen chamber and sump chamber with other allied works at Jorabridge drainage pumping Station.** Estimated Amount:**₹1,49,452.00**. Earnest Money: **₹ 3,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **28.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5) The bid forms and other details are available on and from **19.12.2024 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5) For corrigendum etc., If any, the same website has to be seen. (for Sl. No. 1 to 5)

(6) NIT No. : KMC/S-D/05/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing, overhauling and servicing with replacement of worn-out components of 50 Cusec capacity DWF pump unit no. 'F' at DLPS.** Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **21 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **30.12.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., If any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer(Parks & Squares), KMC** invites e-Tender quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/III/30/5/24-25 (1st Call)
Name of work : **Renovation & Beautification of road side garden at 106, N.N.Road, Kol-11, in Ward No. 30.** Estimated cost: **₹ 1,99,819.78**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/III/30/6/24-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement & renovation at the Kannya Sree Garden near of rail bridge at S.G.Road in Ward No. 30.** Estimated cost: **₹ 2,99,805.19**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/IV/21/2/24-25 (1st Call)
Name of work : **Installation of statues of Shree Ramkrishna Paramahansha Swami Vivekananda and Maa Sarada alongwith garden and other ancillary work art 17A Jadulal Mullick Road in Ward No. - 21, Br.-IV.** Estimated cost: **₹ 3,97,719.07**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **60 days**.Last date and time of submission of bid: **26.12.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details shall be available on and from **18.12.2024 (10 a.m.)**(for Sl. No. 1 to 3) from the website **https//etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 to 3)

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/KM-20/24-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement road by lowering of bituminous road surface of Kalachand Sanyal Ln. (Premises No. 104 Bidhan Sarani to 3B Kalachand Sanyal Ln.) in Ward No. 11, Br.-II, Under roads Mechanical Department.** Estimate amount (Including GST & CESS.): **₹ 2,11,887.84**. Earnest Money: **₹ 4,500.00**. Period of Completion: **20 days**.

(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/KM-15/24-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement of bye lane including drainage trench repairing at Hem Chandra Mukherjee Road from houshe No- 11/14 to LP No-108/(6/0) and 5 no Hem Chandra Mukherjee Road in Ward No. 122, Br.-XIII, Under Roads Mechanical Department.** Estimate amount (Including GST & CESS.): **₹ 4,92,107.24**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid: **28.12.2024 at 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2) Bid opening date for Technical Proposals (Online): **30.12.2024 after 12.00 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 after 12 Noon** (for Sl. No. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in**.(for Sl. No. 1 & 2)

The **Dy. C.E.(M)/EWS, KMC** invites e-Tender for the under mentioned work:

NIT No. : KMC/EWS/FBS/ET04/2024-25
Name of the work : **Cleaning of scrap materials from FBS-I & outdoor section adjascent area under EWS and disposing the same at condemn yard under supply Deptt/KMC.** Estimated cost: **₹ 2,20,563.04**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Last date and time of submission of bid (online): **28.12.2024 at 3.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2024 (3 p.m.)** from the website **http://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer(Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/621 (1st Call)
Name of the work : **Laying of seal coat at Canal West Road (Avg Width 8.00m from Western side) from crossing of R.G. Kar Road to crossing of Gouribari Bridge in Ward No. 12, Under Br.-II.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,96,463.90**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid : **28.12.2024 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 (12 Noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **C.M.E.(SWM), KMC** invites e-Tender percentage rate two bid systems for following work:

NIT No. : SWM1/SSUG/01/2024-25
Name of work : **Repairing of damaged wall, roof, painting alongwith others ancillary civil works at SSU garage in Ward No.- 79, under Borough-IX, under SWM-I Department.** Estimated Amount: **₹ 4,47,190.29** (excluding contingency but including GST & Cess). Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Time of completion: **45 days**. Price of Tender: **Nil**. Bid submission start (online) date: **21.12.2024 (4 p.m.).** Bid submission closing (online) date : **01.01.2025 (11 a.m.)** Bid opening for technical proposal (online) date : **03.01.2025 (11.30 a.m.)** The tender documents will be available on and from **20.12.2024 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Dy. C.E.(SWM-I), KMC** invites e-Tender percentage rate two bid systems for following work:

NIT No. : KMC/SWM-I/CHINGRIG/01/2024-25
Name of work : **Construction of a small single storied RCC roof with 04 Nos. RCC columns, roof treatment, painting alongwith others ancillary civil works at Chingrihata Garage in Ward No. - 057, Borough-VII under SWM-I department.** Estimated Amount: **₹ 2,30,270.40** (excluding contingency but including GST & Cess). Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Time of completion: **30 days**. Price of Tender: **Nil**. Bid submission start (online) date: **21.12.2024 (4 p.m.).** Bid submission closing (online) date : **01.01.2025 (11 a.m.)** Bid opening for technical proposal (online) date : **03.01.2025 (11.30 a.m.)** The tender documents will be available on and from **20.12.2024 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/ELECT/ELY/ESTM-70/24-25 (1st Call) published in this Newspaper on **14.12.2024** (Key No. 1045/24-25) of **Electricity Department** (Sl. No. 1) Last date and time of bid submission **28.12.2024 upto 4 p.m.** instead of 24.12.2024 upto 4 p.m. All other tender terms and conditions are remain same.

NIT No. KMC/DYCE/P_S/II/19/01/24-25 published in this Newspaper on **07.12.2024** (Key No. 1005/24-25) of **Park and Squares Department** (Sl. No. 1) The Last date and time of submission of bid may be read as **26.12.24 – 1 p.m.** instead of 16.12.2024 – 1 p.m.

NIT No. KMC/EE-III/31/33/24-25 (1st Call) Published in this Newspaper on **07.12.2024** (Key No. 1004/24-25) of **Engeneering Civil Br-III Department** (Sl. No. 4) Last date and time of submission of bid will be **19.12.2024 upto 12 Noon.** insted of 16.12.2024 upto 12 Noon. Date and time of opening of bids **18.12.2024 after 12 Noon** instead of 21.12.2024 after 12 noon. All other tender criteria remain unchanged.

(1065/24-25)

ফলো-অন বাঁচালেন বুমরা, আকাশ

ব্রিসবেনে গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল রোহিত-কোহলিদের

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বরঃ অবিশ্বাস্য বললেও কম। নৈতিক জয় বলাই যায়। ম্যাচের চতুর্থ দিন। অস্ট্রেলিয়া মরিয়া ছিল ভারতকে ফলোঅন করতে। তেমনই ভারতের লোয়ার অর্ডাররা ব্যাটাররাও সাহসী ব্যাটিং করে গেলেন। পাহাড়প্রমাণ চাপের মুখে আকাশ দীপের ব্যাট থেকে বাউন্ডারি বেরোতেই ড্রেসিংরুমে লাফিয়ে উঠলেন বিরাট কোহলিরা। জাডেজার দুর্দান্ত ইনিংস। শেষ উইকেটে আকাশ দীপ-জসপ্রীত বুমরার অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে ফলো অন এড়াল ভারত। টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম নাটকীয়, দুর্দান্ত দিন। ফলো অন এড়াতে প্রথম ইনিংসে অন্তত ২৪৬ রান করতে হত ভারতকে। মন্দ আলোয় দিনের খেলা শেষের সময় ২৫২-৯ স্কোরে ভারত। অনবদ্য ব্যাটিং করছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। প্রথম দুই টেস্টে সুযোগ পাননি। একাদশে আসা এবং এমন একটা ইনিংস খেলা সহজ নয়। জাডেজা থাকলে ভারত ফলো অন এড়াতে পারবে, এই ভরসা ছিল। অজি শিবিরও তাঁকে নিয়েই মূলত চিন্তায় ছিল। লোকেশ রাহুল, নীতীশ রেড্ডির সঙ্গে অনবদ্য জুটিও গড়েছিলেন। নীতীশ আউট হতেই আরও সমস্যায় পড়ে ভারত। জাডেজার সঙ্গে সিরাজ খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তখনও ফলো এন এড়াতে ৪৫ রান প্রয়োজন ছিল। জসপ্রীত বুমরা ক্রিজে যোগ দেন। লিয়ঁর বোলিংয়ে বড় শট খেলে ব্যবধান কমান। জাডেজা থাকলে যে কাজ কঠিন। সে কারণেই তাঁর জন্য স্পেশাল প্ল্যান। মিড উইকেট ফিল্ডারকে একটু পিছনে রেখে শর্ট পিচ ডেলিভারি। সেই ফাঁদে পা দিলেন জাডেজা। মিড উইকেট ফিল্ডারকে পার করতে পারলেই বাউন্ডারি। যদিও ব্যাটে-বলে সংযোগ ঠিক হল না। কামিন্সের বোলিংয়ে সামনের দিকে কিছুটা দৌড়ে অনবদ্য ক্যাচ মিচেল মার্শের। ৭৭ রানে ফেরেন রবীন্দ্র জাডেজা। নবম উইকেট হারায়

ভারত। জসপ্রীত বুমরা ও আকাশ দীপের কাছে ফলো অন এড়ানো কার্যত মিশন ইমপসিবল হয়ে দাঁড়ায়। বুমরাকে রাউন্ড দ্য উইকেট বোলিং শুরু করেন কামিন্স। বাউন্সারে দুর্দান্ত হুক শটে ছয় মারেন বুমরা। ফলো অন ও ভারতের মাঝে তখনও ২৫ রানের ব্যবধান। বুমরার ব্যাটিং নিয়ে আগের দিনই সাংবাদিক সম্মেলনে মজা হয়েছে। তাঁকে আন্ডার এস্টিমেট করা যে ভুল, আরও একবার দেখিয়ে দিলেন। ৩৯ রানের জুটি আকাশ দীপ ও জসপ্রীত বুমরার। এই ম্যাচে আর যাই হোক, ড্র সম্ভব। ভারতের কাছে সেটাই দুর্দান্ত হয়ে দাঁড়াবে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে এক সঙ্গে খেলেছেন বিরাট কোহলি ও আকাশ দীপ। দু-জনের বন্ডিং দুর্দান্ত। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথম বার টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পান আকাশ দীপ। সেই সিরিজে খেলেননি বিরাট কোহলি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে আকাশ দীপকে পান বিরাট। প্রিয় ভাইকে একটি ব্যাটও উপহার দেন। বিরাটের হয়ে সেই ব্যাটই যেন কামাল করল ব্রিসবেনে। ব্রিসবেন টেস্টে টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় ব্যাকফুটে ভারত। বৃষ্টিতে অনেক ওভার নষ্ট হয়েছে। তাতেও অবশ্য স্বস্তি ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট ছিল ভারতকে ফলো অন করা। শেষ স্পেশালিস্ট ব্যাটার রবীন্দ্র জাডেজা আউট হতেই অজি শিবির যেন ধরেই নেয়, ফলো অন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সে সময়ই ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন জসপ্রীত বুমরা ও আকাশ দীপ। শেষ উইকেটে ৩৯ রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপ। বিরাট কোহলি প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬ ডেলিভারিতেই আউট হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাট আরও বেশিক্ষণ ভরসা দিল। অর্থা আকাশ দীপ। স্পিনার নাথান লিয়ঁকে বড় শট মারার লোভ সামলে সিঙ্গল-ডাবল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করে গেলেন। ফলো অন এড়াতে ভারতের ম্যাজিক নম্বর ছিল ২৪৬। কাট শটে বাউন্ডারি মারতেই ড্রেসিংরুমে গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। প্রাথমিক কাজটুকু হয়েছে। তবে সহজাত প্রবৃত্তি কি আর এড়িয়ে যাওয়া যায়? ফলো অন এড়ানোর পরের বলেই মিড উইকেটে বিশাল ছয় মারেন আকাশ দীপ। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে বিরাট আকাশে খুঁজছেন বল কোথায় গিয়ে পড়ল! দিন শেষে বুমরা ২৭ বলে ১০ এবং আকাশ দীপ ৩১ বলে ২৭ রানে ক্রিজে রয়েছেন। ম্যাচের আর একদিন বাকি। ভারত এখনও ১৯৩ রানে পিছিয়ে। তাতে কী! অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় বার ব্যাট করতেই হবে। তারা যখনই ডিক্লেয়ার করুক, এই ম্যাচ ভারতের পক্ষে জেতা কঠিন হলেও ড্র করা সম্ভব। মেলবোর্ন টেস্ট থেকে না হয় নতুন পরিকল্পনা গড়া যাবে!

হারিয়েই গেলেন? মুম্বই সব ফর্ম্যাট থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলল পৃথ্বীকে!

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বরঃ ফিরে আসার কোনও সময় হয় না। বয়সও নেই। কিন্তু ফিরে আসতে কেউ যদি না চান? ধীরে ধীরে তিনি মুছে যাবেন সব জায়গা থেকে। তেমনই ঘটল তাঁর সঙ্গে কিনা, তা এখনই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তবে ধাক্কার পর ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারকে। এ বার একটাই রাস্তা খোলা তাঁর সামনে। প্রতিভার প্রতি আস্থা রাখা। যা তাঁকে চিনিয়েছিল দুনিয়াকে, তাই আবার আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ, সেই বেসিকে ফিরে যাওয়া। কঠিন পরিশ্রম করা। তবেই ক্রিকেট দুনিয়া মানবে, আবার প্রত্যাবর্তন হয়েছে পৃথ্বী শ-র। যে আইপিএলে এক সময় হইচই ফেলতেন, সেই আইপিএলের মেগা নিলামে কোনও দল তাঁকে কেনেনি। মাঠের বাইরে বেহিসেবি জীবনের

কথা আর গোপন নেই। মাত্র ২৫ বছরের কেউ যে এতটা অসংযমী হতে পারেন, ক্রিকেট মহলের কেউ ভাবতেই পারেন না। তারই খেসারত দিতে হয়েছে। এমনকি, দিল্লির অন্যতম মালিক পার্থ জিন্দাল নিলামের পর বলেছিলেন, ধাক্কার দরকার ছিল পৃথ্বীর। ধাক্কার পর ধাক্কা যে খেতে হবে পৃথ্বী, নিজেও কি ভেবেছিলেন? সদ্য শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। কিন্তু পৃথ্বীর তেমন অবদান ছিল না। মাত্র ১৯৭ রান করেছেন। তারই জেরে এ বার দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন। রঞ্জি ট্রফির টিম থেকে বাদ পড়েছেন। টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে কিছুই করতে পারেননি। যে কারণে ওয়ান ডে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে-তে সুযোগ দলে পেলেন না পৃথ্বী। সে দিক থেকে দেখলে, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে কার্যত মুছে গেলেন পৃথ্বী। এ বার রাজ্য দলে ফিরতে হলে পৃথ্বীকে ক্লাব ক্রিকেটে প্রমাণ করতে হবে। সেরাটা দিতে হবে। তবেই ফিরতে পারবেন মুম্বই টিমে। অবশ্য অন্য রাস্তাও আছে। পৃথ্বী মুম্বই ছেড়ে অন্য কোনও রাজ্য চলে যেতে পারেন। সেখান থেকে খেলে আবার নতুন করে ফিরে পেতে পারেন নিজেকে। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এই মরসুমটা। আগামী মরসুমের আগে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে এনওসি পাবেন না।

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে অবসর কোহলির!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিরাট কোহলির ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা শুরু হলে, একসময়ের রাজা এই ব্যাটসম্যানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভাবনা প্রকাশ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে যাঁর মতো ব্যাটসম্যানের নাম অমর হয়ে থাকবে, সেই বিরাট কোহলি আজকাল খেলার মধ্যে অদ্ভুত এক সংকটের মধ্যে রয়েছেন। পার্থে টেস্টে সেঞ্চুরি করার পরে, কোহলির ব্যাটিংয়ের ধারাপথ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। যেখানে একসময় তাঁর ব্যাট থেকে রান বের হওয়া ছিল অস্বাভাবিক কিছু নয়, সেখানে এখন আর সেই

পুরনো জাদু দেখা যাচ্ছে না। অফস্টাম্পের বাইরের বলগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, আর এর ফলস্বরূপ একের পর এক আউট হচ্ছেন কোহলি। এই বিষয়টি নিয়ে ক্রিকেটবিশ্বের অনেকেই মন্তব্য করছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার সুনীল গাভাসকর। গাভাসকর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, ''সপ্তম-অষ্টম স্টাম্পের বল তাড়া করে আউট হওয়ার কোনও যুক্তিই নেই।'' তাঁর এই মন্তব্যে একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, যে কোহলির মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের উচিত ছিল এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলা চালানো, যাতে তিনি সঠিক বলগুলোই খেলেন এবং ফাঁদে না পড়েন। কিন্তু কোহলি এমনভাবে আউট হচ্ছেন যা দেখে সমালোচকরা হতাশ। এমন পরিস্থিতির মধ্যে অনেক ক্রিকেটপ্রেমী সোশ্যাল মিডিয়ায় কোহলির অবসর নিয়ে নানা মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। এক ক্রিকেটভক্ত লিখেছেন, 'বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পরে দয়া করে অবসর নিও। টেস্টে তোমার পরিসংখ্যান এবং পরম্পরা নষ্ট হোক আমি চাই না।' অর্থাৎ, অনেকেই মনে করছেন যে কোহলির পরিসংখ্যান নষ্ট হওয়ার আগে তাকে অবসর নিয়ে নেওয়া উচিত, যেন তাঁর অর্জিত সাফল্যগুলি কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আরেকজন ক্রিকেটপ্রেমী তাঁর মতামত দিয়ে বলেছেন, 'আপনারা যদি বিরাট কোহলির অবসর চান এই টুইটের মতো দ্রুত অবসর নাও।' কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য, যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর হয়, তা কোহলির জন্য কঠিন হতে পারে। কারণ, যিনি একসময় বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন, আজ তাঁকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার ঘটনা কেবল তার জন্য নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও দুঃখজনক। গত কয়েক বছরে কোহলির ব্যাটিং নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন, যে ভুলগুলো তাঁকে বারবার আউট করছে, সেগুলো শুধরে না ফেললে খেলা চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। এদিকে, কোহলি নেটে কঠোর অনুশীলন করছেন এবং বিশেষ করে অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন। তাঁর লক্ষ্য, এই ধরনের বলগুলোকে পরিহার করা এবং খেলার সময় ফাঁদে না পড়া। কিন্তু ম্যাচের সময় যখন সেই অফস্টাম্পের বাইরের বলগুলি তাকে লোভ দেখায়, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া হয় একেবারেই ভিন্ন। এটা বলাই যায় যে, কোহলি বর্তমানে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপদে রয়েছেন। তাঁর মানসিক শক্তির উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই অবস্থায় তাঁকে খেলার মধ্যে সতর্ক থাকতে হবে। নইলে, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং টেকনিক কোন কাজেই আসবে না। যদিও অনেকেই মনে করেন যে, কোহলির অবসর নেওয়া উচিত, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান এবং প্রাপ্তির কথা চিন্তা করলে, তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করা ভুল হবে। কারণ, কোহলি এখনো বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে একজন। তবে এটা ঠিক যে, যদি তিনি নিজের খেলা এবং মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনতে না পারেন, তাহলে হয়তো তাঁকে শীঘ্রই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মনে করছেন নেটিজনরাও।

সাউদির বিদায়ী টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশাল জয় কিউয়িদের

হ্যামিলটন, ১৭ ডিসেম্বরঃ ঘোষণা আগেই করেছিলেন। সেই দিনটা চলেই এল। টেস্ট ক্রিকেটে শেষ বার মাঠ ছাড়লেন কিউয়ি পেসার টিম সাউদি। তাঁর বিদায়ী ম্যাচে বিশাল জয়ও ছিনিয়ে নিল নিউজিল্যান্ড। যদিও সিরিজ আগেই

হাতছাড়া হয়েছিল। তবে শেষ টেস্টে ৪২৩ রানের বিশাল জয়। নিজেদেরই সেরা জয়ের নজির ছুঁল নিউজিল্যান্ড। রানের নিরিখে কিউয়িদের এটিই সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে শ্রীলঙ্কাকেও একই ব্যবধানে হারিয়েছিল কিউয়িরা। ম্যাচে ফোকাস ছিল অবশ্যই টিম সাউদির দিকে। চোটের কারণে ব্যাট হাতে না নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। ম্যাচের চতুর্থ দিন নিউজিল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল আর মাত্র ৭ উইকেট। এর মধ্যে চার উইকেট নিউজিল্যান্ডের বাঁ হাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের। কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ইনিংসে সাউদি নিয়েছেন ২টি উইকেট। কিউয়ি ক্রিকেটে অন্যতম কিংবদন্তি টিম সাউদি। বিশেষ করে টেস্ট ফরম্যাটে তাঁর পারফরম্যান্স চোখ ধাঁধানো। বিরাট কোহলি, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথদের সঙ্গে ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ খেলেছেন টিম সাউদি। সে বছরই টেস্ট অভিষেক। কেরিয়ারে ১০৭টি টেস্টে নিয়েছেন ৩৯১ উইকেট। ব্যাট হাতেও দলকে ভরসা দিয়েছেন। ১০৭ ম্যাচে ২২৪৫ রান। সর্বাধিক ৭৭ অপরাজিত। সবমিলিয়ে ৭টি হাফসেঞ্চুরি। স্ট্রাইকরেট প্রায় ৮৩। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও দীর্ঘদিন খেলেছেন। এ বারও রেজিস্টার করেছিলেন। যদিও নিলামে অবিক্রিতই থেকেছেন টিম সাউদি।

গোয়া বধের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের, খেলবেন স্কটিশ ফরোয়ার্ড স্টুয়ার্ট?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বর্তমানে দারুণ ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শুরুটা কিছুটা হতাশাজনক থাকলেও পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই নিজেদের পুরনো পারফরম্যান্সে ফিরেছে জোসে মোলিনার ছেলেরা। দিন কয়েক আগেই সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাঁরা পরাজিত করেছে কেরালা ব্লাস্টার্সকে। এই ম্যাচের প্রথম থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছিল বাগান ফুটবলারদের। যারফলে অনায়াসেই এসেছিল গোল। কিন্তু তবুও ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধানকে। তবে পরবর্তীতে ম্যাচে ফিরে আসতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি শুভাশিস বসুদের। ম্যাচের শেষের দিকে জেসন কামিন্সের গোলে সমতায় ফিরে আসে মোহনবাগান। তারপর শেষ লগ্নে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজের গোলে জয় সুনিশ্চিত করে ফেলে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। যারফলে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এখনও পর্যন্ত টানা আট ম্যাচ অপরাজিত থাকল গতবারের লিগ শিল্ড জয়ীরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। এই জয়ের সুবাদে গোটা দলকে একদিনের ছুটি দিয়েছিলেন বাগান কোচ। তারপর গত সোমবার থেকেই পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দেয় মোহনবাগান। যেখানে প্রথম থেকেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছিল দলের অধিকাংশ ফুটবলারদের। তবে এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠতে পারেননি স্কটিশ ফরোয়ার্ড গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। যারফলে এদিন দলের সঙ্গে জোরকদমে অনুশীলন করেননি এই তারকা ফরোয়ার্ড। সতীর্থ ফুটবলারদের অনুশীলন দেখেই মূলত ড্রেসিংরুমে ফিরে এসেছিলেন এই দাপুটে ফুটবলার। তাই আসন্ন গোয়া ম্যাচে আদৌও তাঁকে মাঠে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে এখনও থেকে গিয়েছে ধোঁয়াশা। আগামী ২০শে ডিসেম্বর গোয়ার ঘরের মাঠে আইএসএলের পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান। তাঁর আগে দিন দুয়েকের সময় রয়েছে সবুজ-মেরুনের কাছে। সেক্ষেত্রে সবদিক বিচার বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন জোসে মোলিনা।

নাইটদের বাতিল শ্রেয়স সফল মুস্তাক আলিতেও

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বরঃ সাফল্য মানেই চাপ আরও বাড়বে। এমনটাই মনে করছেন শ্রেয়স আয়ার। এই বছর আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসাবে সফল হয়েছেন তিনি। এ বার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসাবে ট্রফি জিতলেন। এই জয় থেকে অনেক কিছু শিখলেও তাঁর উপর প্রত্যাশার চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে করেন শ্রেয়স। গত মরসুমে রঞ্জি জিতেছে মুম্বই। সেই দলের সদস্য ছিলেন শ্রেয়স। এর পর ইরানি কাপও জিতে নেয় মুম্বই। ২৭ বছর পর সেই জয়ের নেপথ্যে ছিলেন শ্রেয়স। এই মরসুমে মুম্বই মুস্তাক আলি ট্রফি জিতে নিল। দ্বিতীয় বার এই ট্রফি জিতল তারা। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। আইপিএলে কেন তাঁর দাম ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ উঠেছে তা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি। শ্রেয়স বলেন, ''আমি বাস্তববাদী। এখনকার সময়টা থেকে শিখছি। ভবিষ্যৎ বা অতীত নিয়ে ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। আমি এখনকার সময়টাতে থাকতেই ভালবাসি। এই মুহূর্তে এতগুলো ট্রফি জিততে পেরে দারুণ লাগছে। খুবই উজ্জীবিত আমি। জানি প্রত্যাশাও বাড়ছে। যা আমাকে আগামী দিনে ভাল খেলার অনুপ্রেরণা দেবে।''

ছোটদের এশিয়া কাপে নেপালের বিরুদ্ধে ভারতকে জিততে দিল না বৃষ্টি

কুয়ালা লামপুর, ১৭ ডিসেম্বরঃ মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেয় ভারত। এবার গ্রুপ লিগে নিজেদের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে নেপালকে হেলায় হারানোর সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। তবে শেষ কথা বলে বৃষ্টি। ম্যাচ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। যদিও ভারতের সুপার ফোর রাউন্ডে ওঠা আটকায়নি তাতে। কেননা তিন দলের গ্রুপে পাকিস্তান আগেই জোড়া ম্যাচ হেরে বিদায় নিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। তাই এ-গ্রুপ থেকে সুপার ফোর রাউন্ডে ওঠে ভারত ও নেপাল। মঙ্গলবার কুয়ালা লামপুরে নেপালের বিরুদ্ধে টস জেতেন ভারতের ক্যাপ্টেন নিকি প্রসাদ। তিনি টস জিতে নেপালকে শুরুতে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। নেপাল নির্ধারিত ২০ ওভারে ১০০ রানের গণ্ডি টকপাতেও ব্যর্থ হয়। তারা ৯ উইকেটে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে সব থেকে বেশি ২৫ রান করেন পূজা মাহাতো। ৪০ বলের ধীর ইনিংসে তিনি

৩টি চার মারেন। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৯ বলে ২০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে নট-আউট থাকেন উইকেটকিপার আলিশা কুমারী যাদব। বাকিরা কেউই দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। সানা প্রবীণ ৩৩ বলে ৯ রানের টেস্টসুলভ ইনিংস খেলেন। ৪ বলে ৩ রান করেন সাবিত্রী ধামি। ১৭ বলে ৮ রান করেন সোনি পাখরিন। ৮ বলে ৬ রান করেন জ্যোৎস্নিকা মারাসিনি। খাতা খুলতে পারেননি সীমানা কেসি। অনু কাদায়াত ও কুসুম গোদার উভয়েই ব্যক্তিগত ১ রানে আউট হন। ৪ বলে ৩ রান করেন রচনা কুমারী চৌধরী। ভারতের হয়ে ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান খরচ করে ৪টি উইকেট নেন পারুনিকা সিসোদিয়া। ২ ওভারে ৮ রান খরচ করে ১টি উইকেট নেন আনন্দিতা কিশোর। ৪ ওভারে ২৬ রান খরচ করে ১টি উইকেট দখল করেন মিথিলা। পালটা ব্যাট করতে নেমে ভারত ৩.১ ওভারে বিনা উইকেটে ২৮ রান তুলে ফেলে। তবে তার পরেই বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয় ম্যাচ। ভারতের ইনিংসে অন্তত ৫ ওভার খেলা হলেই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হতে পারত। তবে শেষমেশ ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতীয় দলকে। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নেমে জি তৃষা ১৩ বলে ১৭ রান করে নট-আউট থাকেন। তিনি ৩টি চার মারেন। অপর ওপেনার জি কমলিনি ৬ বলে ৮ রান করে নট-আউট থাকেন। তিনি ১টি ছক্কা মারেন।

ব্রাজিল ফুটবলে রোনাল্ডো, লড়বেন প্রেসিডেন্ট পদে

সাও পাওলো, ১৭ ডিসেম্বরঃ কদিন ধরেই গুঞ্জনটা বাতাসে ভাসছিল, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতি হতে চান রোনাল্ডো নাজারিও। এর মধ্যে একবার নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশও করেছিলেন তিনি। তবে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সিবিএফের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি শুরুর কথা জানিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে সিবিএফের সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে সোমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করে এখনই নির্বাচনী উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডো। সিবিএফের সভাপতি পদে নির্বাচন করতে রোনাল্ডোর অন্তত চারটি স্টেট ফেডারেশন এবং চারটি ক্লাবের সমর্থন প্রয়োজন হবে। সেই সমর্থন জোগাড়ে ব্রাজিলজুড়ে চষে বেড়ানোর ঘোষণা করেছেন তিনি। এই সফরে সমর্থন আদায়ের জন্য রোনাল্ডো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজি করানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। বর্ণাঢ্য ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর একাধিক ক্লাবের মালিকানা কিনেছেন রোনাল্ডো। এরই মধ্যে অবশ্য ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ক্রুজেইরোর মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। স্প্যানিশ ক্লাব ভায়াদোলিদের মালিকানাও ছাড়ার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। সব বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে সিবিএফের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া আর কিছুই নাকি ভাবছেন না কিংবদন্তি এই ফুটবলার। ব্রাজিলের ফুটবলের সর্বোচ্চ কর্তা হয়ে দেশের ফুটবলের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চান রোনাল্ডো। ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বলেছেন, ''আমার মধ্যে অনেক তাড়না কাজ করছে। সবচেয়ে বড় তাড়না হচ্ছে ব্রাজিলের ফুটবলকে আবারও বৈশ্বিক স্তরে ফিরিয়ে আনা। আমার সঙ্গে যা হচ্ছে, সেটা

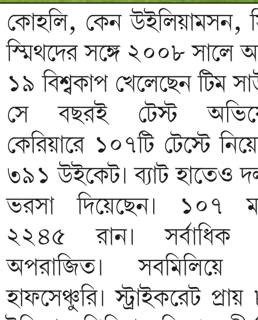

হলো মানুষ আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে খেলায় ফিরে আসতে বলে। কারণ, জাতীয় দলের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। মাঠে ও মাঠের বাইরে কিছুই ঠিক নেই।'' নিজের লক্ষ্য নিয়ে 'দ্য ফেনোমেনন'-খ্যাত রোনাল্ডো আরও বলেছেন, ''প্রাক্তন ফুটবলারদের এবং সত্যিকারের নায়কদের কথা শোনা হবে আমার ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমার লক্ষ্য থাকবে ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলারদের সামনে নিয়ে আসা। আমি চাই, সিবিএফকে ব্রাজিলের সবচেয়ে পছন্দের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে।'' ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি এনদালদো রদ্রিগেজের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের মার্চে। কিন্তু এক বছর আগে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের মার্চে নির্বাচনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মূলত নির্বাচন আয়োজনের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ না থাকাকেই রোনাল্ডোর জন্য চ্যালেঞ্জিং ভাবা হচ্ছে। আর এ কারণে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকেই নিজের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে তাঁকে। এসব দিক মাথায় রেখেই হয়তো এখনই পরিকল্পনা গুছিয়ে ফেলেছেন সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। নিজের লক্ষ্য নিয়ে রোনাল্ডো আরও যোগ করেন, ''এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ক্লাব ফেডারেশনের সভাপতিদের বার্তা দিতে চাই যে আমি সিবিএফের সভাপতি পদের প্রার্থী। আমার দারুণ পরিকল্পনা আছে। কেউ ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে আমি সবার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে চাই। আমি তাদের প্রত্যেকের ভাবনা জানতে ব্রাজিলজুড়ে ভ্রমণ করব।''

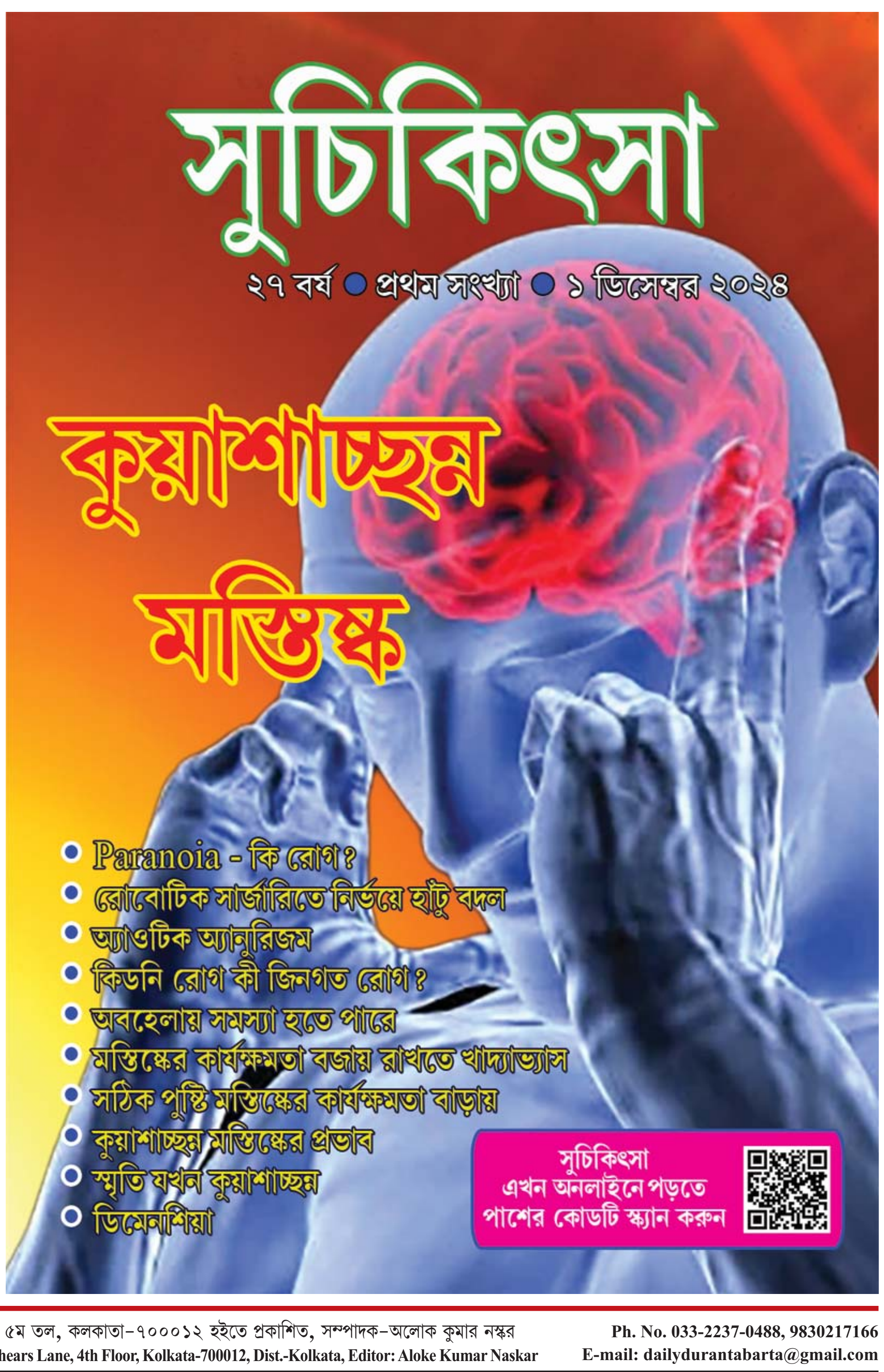

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com